উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

মোদি, অমিত শা, জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করেছেন » ৭

৩১ শতাংশ বাড়ি অসম্পূর্ণ

টাকা পাওয়ার ১ বছর পরেও ৩১ শতাংশ উপভোক্তা বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কাজ শেষ করেননি। গত ডিসেম্বরে ১২ লক্ষ ৩৪ হাজার উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তি, জুনে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	১৭°	৩০°	১৮°	৩০°	১৯°	২৭°	১৫°

সমালোচনা আমাদের আরও বিখ্যাত করেছে » ৭

২৩ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 10 November 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 171

দেহ লোপাটে নীলবাতির গাড়ি

তদন্তে উত্তরের আরও ৪ জনের হদিস

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও সৌরভ দেব

কলকাতা ও জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও পদক্ষেপ করেনি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় তদন্তের জাল ক্রমে গুটিয়ে আনছে পুলিশ। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে ধৃত দুজনকে জেরা করে পুলিশ নিশ্চিত যে, নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চড়িয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে তুলে আনা হয়েছিল। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ থেকেও পুলিশ বুঝতে পেরেছে, ওই গাড়িতে তুলেই স্বপনের দেহ নিউটাউনের যাত্রাগাছি এলাকায় একটি খালের ধারে ফেলা হয়।

নীলবাতি লাগানো ওই গাড়ির চালক রাজু ঢালি পুলিশি জেরায় জানিয়েছেন, ওই গাড়িতেই ঘটনার পরদিন বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে বিডিও ও ধৃত দুজন বাদে আরও চারজনের নাম জড়িয়ে গিয়েছে। সেই চারজন উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। নিহত স্বপনকে নিগ্রহের সময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন বলে ধৃতরা পুলিশকে জানিয়েছেন।

তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ওই চারজনের নাম বলেনি বটে। তবে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সিসিটিভি ফুটেজে তাঁদের গতিবিধিও পুলিশ পেয়ে গিয়েছে। বিধাননগর দক্ষিণ থানার একটি দল এখন উত্তরবঙ্গে আছে। অভিযুক্ত বিডিও বহালতবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় পুলিশ ওই বিডিও-কে গ্রেপ্তার করতে সাহস পাচ্ছে না।'

অভিযুক্ত বিডিও

- বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে পুলিশ এখনও পদক্ষেপ করেনি
- তাঁর বিরুদ্ধে সল্টলেকের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় তদন্তের জাল ক্রমে গুটিয়ে আনছে পুলিশ
- পুলিশ নিশ্চিত যে, নীলবাতি লাগানো গাড়িতে চড়িয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে তুলে আনা হয়েছিল

সুকান্তর কথায়, 'আমাদের কাছে খবর আছে, অনেকের সামনে এই বিডিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে লাউডস্পিকার চালু করে কথোপকথন শুনিয়ে প্রমাণ করেন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কতটা ঘনিষ্ঠ।' জলপাইগুড়ির বিজেপি নেতা বাপি গোস্বামী বলেন, 'প্রশান্ত বর্মনকে গ্রেপ্তারের দাবিতে আমরা মঙ্গলবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিস তালা মেরে বিক্ষোভ এবং আন্দোলন করব।'

বিডিও প্রশান্ত বর্মন প্রথম থেকেই দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের তাঁর জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে ওই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলেও তিনি ক'দিন ধরে মন্তব্য করে চলেছেন। রবিবার অবশ্য নতুন কোনও প্রতিক্রিয়া তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। পুলিশি তদন্তে অবশ্য স্পষ্ট যে, প্রমাণ লোপাট করার জন্যই অপহরণ ও পরে দেহ ফেলে দিতে নীলবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল। সে কথা ধৃতরা পুলিশের জেরায় স্বীকার করেছেন।

প্রশান্তকে কলকাতা বিমানবন্দরে যে ওই গাড়িই পৌঁছে দিয়েছিল,

এরপর দশের পাতায়

রবিবার ডুয়ার্সে হাট জমল না

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৯ নভেম্বর : বেশিরভাগ চা বাগানেই সাপ্তাহিক ছুটি। অন্যদিন সময় মেলে না। তাই শ্রমিকরা যে যাঁর মতো করে এর তাঁর কাছে ছুটলেন এসআইআর-এর ফর্ম পূরণে। আর এদিকে কার্যত শুনসান রইল ডুয়ার্সের রবিবাসরীয় হাট। ওদলাবাড়ি থেকে বানারহাট, সর্বত্রই ছবি ছিল কমবেশি একই।

মালবাজারে বাটাইগোল বাজারে রবিবার প্রায় এক কিমিজুড়ে হাট বসে রাস্তার দু'ধারে। তবে রবিবার অন্যদিনের তুলনায় ভিড় ছিল কম। মাল শহরের মানুষজন কেনাকাটা করতে গেলেও খুব কম দেখা গিয়েছে চা বাগানের শ্রমিকদের। এমনকি পাহাড়ি জেলা কালিম্পং থেকেও অনেকে আসেন হাটে। তাঁদের উপস্থিতিও ছিল নগণ্য। কারণ হিসেবে ব্যবসায়ীরা এসআইআর-এর কথা বলছেন।

এসআইআর-এর ফর্ম পূরণে ব্যস্ত

ওই কাজ শুরু হওয়ার পর ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গিয়েছে। মোটামুটি সবার কাছেই পৌঁছে গিয়েছে এনুমারেশন ফর্ম। যাঁরা ফর্ম পূরণ করতে পারছেন না তাঁরা অনেকটাই নির্ভর করছেন কোনও সমাজসেবী বা রাজনৈতিক দলের ওপর। সপ্তাহের অন্য দিন কাজ বাদ দিয়ে ফর্ম নিয়ে দৌড়ানো সম্ভব নয়। তাই রবিবার অনেকেই ফর্ম পূরণ করানোর যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজেছেন। মালবাজার থানার বিপরীতে চায়ের দোকানেও দেখা গিয়েছে এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করতে। স্থানীয় বাসিন্দা সন্দীপ দাস বললেন, 'ফাঁকা সময়ে এখানে চা খেতে আসি। তখন কেউ ফর্ম পূরণে সাহায্য চাইলে করে দিই।' একইভাবে সুশান্ত দাসও অনেকের ফর্ম পূরণ করে দিয়েছেন।

বানারহাটেও এসআইআর শুরু হয়েছে। এই ব্লক চা বলয়ের অন্যতম এলাকা। বেশিরভাগ বাসিন্দাই চা বাগানে কাজ করেন। তাই কাজে গিয়েও এই ক'দিন তাঁদের বুক ছিল দুরুদুরু। এরপর দশের পাতায়

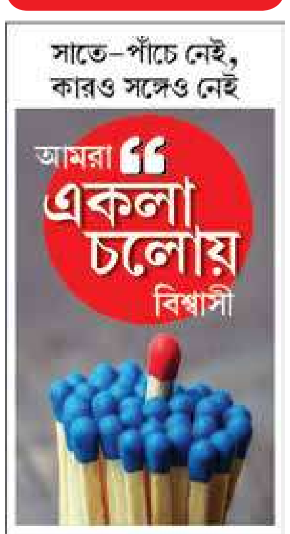

মালবাজারে চায়ের দোকান থেকে বামনডাঙ্গা চা বাগান। সর্বত্রই এসআইআর-এর ফর্ম ফিলআপের হিড়িক। রবিবার।

কালাধান্দার কমান্ড সেন্টার পুণ্ডিবাড়ি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : কোচবিহার শহরে ঐতিহ্যের নিয়ন আলো ছাড়িয়ে পুণ্ডিবাড়ির অন্ধকার চোরাগলির আড়ালে রয়েছে বিলাসবহুল এক রিসর্ট। সেই রিসর্টই আসলে সোনার কালো কারবারের কমান্ড সেন্টার; সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের কুশীলবদের কুকর্মের প্রধান ঘাঁটি। রাতের অন্ধকারে মাঝেমধ্যেই নীলবাতির গাড়ি যখন রিসর্টের গেটে থামত, তখন থেকেই স্থানীয়দের মনে কু ডেকেছিল। বেআইনি কারবার যে কমবেশি হচ্ছে সেটা তাঁরা ভালোই বুঝেছিলেন। তবে প্রভাবশালী আমলা এবং তৃণমূল নেতার অপরাধ সিন্ডিকেটের শিকড় যে কতদূর ছড়িয়েছে তা তাঁদের কল্পনাতেও নেই।

কালো সোনাকে দ্রুত সাদা করার এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছে অপরাধ সিন্ডিকেট। কলকাতা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত পাচারের টাকায় একরের পর একর জমি কিনে রেখেছে কারবারিরা। কোথাও সেই জমি প্লট করে, কোথাও আবাসন বানিয়ে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে। জেলায় জেলায় অপরাধচক্রের সম্পত্তির বহর বাড়ছে। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, কলকাতায় নামে-বেনামে থাকা প্রভাবশালী আমলার একের পর এক বিলাসবহুল বাড়ির খবর ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। তবে স্বপন হত্যাকাণ্ডের তদন্তে ওই আমলার আরও অনেক গোপন সম্পত্তি দেখে চোখ কপালে উঠেছে তদন্তকারীদের।

গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, সম্প্রতি কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে লম্বাদিঘি সংলগ্ন এলাকায় কয়েক কোটি

> কলকাতা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত সোনা পাচারের টাকায় জমি কিনে প্লট করে বা আবাসন বানিয়ে চড়া দামে বিক্রি চলছে।

টাকা খরচ করে জমি কিনে প্রাসাদ সমান একটি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছে ওই আমলা। আর সেই কাজ দেখভাল করছে কয়েকজন সরকারি কর্মী। শনিবার ওই নির্মাণকাজ দেখে এসেছেন দুই তদন্তকারী। মোবাইলের ক্যামেরায় ছবি, ভিডিও তুলে সেখান থেকেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার একটি নামী শপিং মল লাগোয়া এলাকায় থাকা একটি নির্মাণ সংস্থার দপ্তরে গিয়েছিলেন গোয়েন্দারা। সেখানে প্রভাবশালী আমলার কয়েক কোটিতে বিলাসবহুল দুটি ফ্ল্যাট কেনার হদিস পেয়েছেন তাঁরা।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

স্বার্থপর আপসে দুর্নীতির জাল গভীরে

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি শব্দগুলো এখন জীবনের চেনা ছকে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। আগে আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে কেউ যুক্ত থাকলে পাড়া বা মহল্লায় বহুলচর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়াত। এখন এগুলো ধূসর অতীত। কোনও সরকারি আধিকারিক বা প্রভাবশালী কারও আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনায় সমাজে হেলদোল হয় না। কীরকম যেন গা-সওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আধুনিক সভ্যতার সূচনাকালে গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম 'দুর্নীতি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীতে বিখ্যাত রোমান তাত্ত্বিক মার্কাস টুলিয়াস সিসারো দুর্নীতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তারপর সময়ের হাত ধরে, ইতিহাসের পরতে পরতে শব্দটি তার সর্বগ্রাসী সাক্ষ্য দিতে দিতে চলেছে। দেশকালের সীমানা পেরিয়ে সর্বত্র এখন দুর্নীতির অস্তিত্বের প্রমাণ ছড়িয়ে গিয়েছে।

ফলে নাগরিক সমাজে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী- উভয় রাজনৈতিক শিবিরের নেতাদের প্রতি আস্থা প্রায় বিলীন। রাজনীতিতে আর্থিক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, 'যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ' প্রবাদটি মান্যতা পেয়ে যাচ্ছে। আমাদের রাজ্যে একাধিক সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ উঠছে আকছার। একেবারে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে ব্লক স্তরের প্রশাসনের এক সর্বোচ্চ আধিকারিকের যুক্ত থাকার খবর প্রকাশিত হয়েছে।

আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার মতো সম্পত্তি, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা- সরকারি আধিকারিকের এই হাল হলে জনমানসে প্রশাসন সম্পর্কে কী ধারণা গড়ে উঠতে পারে, তা সহজে অনুমেয়! জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সহ সমাজের শ্রীবৃদ্ধি নীচুতলার এরকম সরকারি আধিকারিকের উপর ন্যস্ত থাকে।

শুধু আর্থিক দুর্নীতি বা তছরুপ নয়, এই অনিয়মের জন্য অভিযুক্ত আমলা, আধিকারিকরা অনেক ক্ষেত্রে পেশিশক্তির সঙ্গে গাঁটছড়াও বাঁধছেন। ভাবুন, কী ভয়ংকর অবস্থা! প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি ১৯৮৫ সালে মন্তব্য করেছিলেন, সরকার এক টাকা বরাদ্দ করলে গরিবের কাছে পৌঁছায় মাত্র পনেরো পয়সা। তিনি হয়তো এই জাতীয় আমলা ও নেতাদের দেখে ওইরকম মন্তব্য করেছিলেন!

সেই পরিস্থিতি পালটায়নি, বরং আরও খারাপ হয়েছে! যে বিচারকরা দুর্নীতির বিচার করে দোষীদের সাজা দেবেন, তাঁদের কারও কারও বাড়ি থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি নোটের বান্ডিল উদ্ধার হচ্ছে! কোন দিকে চলেছি আমরা?

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

বিডিও'র বিরুদ্ধে অসন্তোষের পাহাড়

» দুইয়ের পাতায়

ধর্মের ভেদ ভুলে বোল্লায়

» দুইয়ের পাতায়

'সাকুরা'র ধাঁচে উৎসবের আয়োজন নেই

সামাবিয়ংয়ে চেরি ব্লসম

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৯ নভেম্বর : বসন্তের এখনও দেরি, তবে নভেম্বর তো এসে গিয়েছে। আর তাতেই গোলাপি, লাল আর সাদা ফুলে সাজতে শুরু করেছে কালিম্পং জেলার পাহাড়ি গ্রাম সামাবিয়ং। আবহাওয়ার বিরূপতায় দিন কয়েক দেরিতে হলেও, ফের একবার রঙিন চেরি ফুলের ডালি সাজিয়েছে ঝান্ডি থেকে লাভা যাওয়ার পথে সামাবিয়ং টি এস্টেট।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চেরি ফুল ফোটার এই সময়টাকে 'চেরি ব্লসম' বলা হয়। বাস্তবে চেরি ব্লসম বলতে জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার নাম মনে এলেও ভারতের শিলং, দক্ষিণ সিকিমের টেমি টি গার্ডেন এবং কালিম্পং জেলার সামাবিয়ং টি এস্টেট গত কয়েক বছরে চেরি ব্লসমের জন্য পর্যটকদের নতুন ঠিকানা হয়ে উঠেছে।

কালিম্পং জেলার আলগাড়া-২ ব্লকের সামাবিয়ং টি এস্টেটের সবুজ পাহাড়ি ঢালে এখন দ্যুতি ছড়াতে শুরু করেছে গোলাপি চেরি ফুল। এই ফুলের সৌন্দর্য, রং এবং অল্প কয়েকদিনের জন্য এর প্রকাশ, এককথায় একে অনন্য করে তুলেছে। পর্যটকদের কাছে চেরি ফুলের হালকা গোলাপি রংয়ের অপরূপ সৌন্দর্য প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধনের অনুভূতি

সামাবিয়ংয়ে ফুলে ভরা চেরি গাছ।

দেয় বলেই জাপানে প্রতিবছর চেরি ব্লসম ফেস্টিভাল 'সাকুরা' দেখতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার মানুষ জাপানে পাড়ি দেন। ভারতেও উত্তর-পূর্বের শিলংয়ে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে চেরি ব্লসম ফেস্টিভাল চালু হয়েছে। সেখানেও দেশবিদেশের পর্যটকদের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

চেরি ফুলের অপার সৌন্দর্যের আধার কালিম্পংয়ে এখনও এমন কোনও উৎসবের আয়োজন হয় না। তাই কার্যত আড়ালে থাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৫০০ ফুট উচ্চতায় ছবির মতো সুন্দর সামাবিয়ং চা বাগান যেন রূপকথার দেশ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দা রোশন রাই বলেন, 'এ বছর নভেম্বরের শুরুতে টানা বৃষ্টিতে কিছুটা দেরি হয়েছে বটে, তবে তারপর থেকে চড়া রোদ ওঠায় চেরি ফুলের পাপড়িগুলো যেন ডানা মেলতে শুরু করেছে।' পবনদীপ মুখিয়া নামে স্থানীয় এক তরুণ বলেন, 'ভোরে সূর্যের আলো যখন চেরি ফুলের পাপড়িতে জমে থাকা শিশিরের ওপর এসে পড়ে, সেই দৃশ্য বর্ণনাতীত। যে কয়েকজন হাতেগোনা পর্যটক আসেন, তাঁরা এই দুর্লভ অভিজ্ঞতা নিয়ে যান।'

২৫-৪০ ফুট উচ্চতার একেকটি চেরি গাছে নভেম্বরের শুরু থেকেই ফুল ফুটতে শুরু করে। তার কোনওটির রং লাল বা সাদা।

এরপর দশের পাতায়

বিডিও'র বিরুদ্ধে অসন্তোষের পাহাড়

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৯ নভেম্বর : রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না কেউ। কিন্তু বিডিওর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে রাজগঞ্জের আনাচে-কানাচে কান পাতলেই শোনা যায় তাঁর বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভের কথা। যেমন বিডিওর ধমক খেয়ে অসুস্থ স্বাস্থ্যকর্মী রত্না সরকার আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এর কয়েক মাস পরেই তাঁর বেতন বন্ধ হয়ে যায়। তার কিছুদিন পরেই মারা যান তিনি। কিন্তু এতকিছুর পরেও পরিবারের ক্ষোভ বাইরে আসেনি। আবার রাস্তা সংস্কারের দাবি তোলায় মহিলাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিতে না বলেছিলেন এই বিডিও। অভিযোগ, এক ঠিকাদার কাজের বকেয়া টাকা কবে পাবেন জানতে গেলে তাঁকে ধমক খেতে হয়। এ ব্যাপারে বক্তব্য জানতে প্রশান্তকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

সালটা ২০২৩ এর শেষের দিকে। রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন সবে বদলি হয়ে কালচিনি থেকে রাজগঞ্জে কাজে যোগ দিয়েছেন। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ করে পরিদর্শনে যান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান তিনি। সেখানকার ফার্স্ট এএনএম রত্না সরকার অসুস্থ শরীর নিয়ে একটু দেরি করে আসায় সবার সামনে তাঁকে ধমক দেন প্রশান্ত।

সেই সময় নিজের অসুস্থতার কথা এবং জটিয়াকালী থেকে ফুলবাড়ি খারাপ রাস্তার কথা বললে শুনতে চাননি বিডিও। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) রাজগঞ্জ স্কুলপাড়ার বাসিন্দা রত্না সরকার অপমানে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন।

> অনেক টাকা আটকে আছে। কাজ করেছি টাকা পাচ্ছি না। মানসিক চাপে আমার ব্রেন স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। বিডিও অফিসে টাকা চাইতে গেলে বিডিও আমাকে ধমক দেন। বেশ কিছুদিন ধরে অনেক টাকা বকেয়া থাকায় আমার সংসার চলছে না। বাধ্য হয়ে এবছর সেপ্টেম্বরে আমি কোর্টে মামলা করেছি। কী আর বলব।
>
> **দিলীপ দাস** ঠিকাদার

ঠিক এই ঘটনার কয়েক মাস পরে রত্নার বেতন বন্ধ হয়ে যায়। অপমান এবং আর্থিক দুশ্চিন্তায় এর কয়েক মাস পরে ২৪ অক্টোবর ২০২৪ সালে মৃত্যু হয় রত্নার। কিন্তু এতকিছুর পরেও পরিবারের ক্ষোভ বাইরে প্রকাশ পায়নি।

রাজগঞ্জ পোস্ট অফিস মোড়ের বাসিন্দা ঠিকাদার দিলীপ দাস বেশ কিছু কাজ শেষ করার পরেও টাকা পাননি। তিনি বলেন, 'অনেক টাকা আটকে আছে। কাজ করেছি টাকা পাচ্ছি না। মানসিক চাপে আমার ব্রেন স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। বিডিও অফিসে টাকা চাইতে গেলে বিডিও আমাকে ধমক দেন। বেশ কিছুদিন ধরে অনেক টাকা বকেয়া থাকায় আমার সংসার চলছে না। বাধ্য হয়ে এবছর সেপ্টেম্বরে আমি কোর্টে মামলা করেছি। কী আর বলব।'

ছোট রাস্তার কারণে বারবার দুর্ঘটনা ঘটায় শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নর্থবেঙ্গল ফার্মের মহিলারা রাস্তা নির্মাণের দাবিতে পথ অবরোধ করেছিলেন একসময়। অবরোধস্থলে পৌঁছে মহিলাদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিডিও। ধমক দিয়ে বলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ছাড়লে রাস্তা হবে।

এমনই আরও না বলা কাহিনী এবার হয়তো সামনে আসবে। কারণ এতদিন ধরে চুপ করে বসে থাকা সাধারণ মানুষ সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে এবার সাহস পেয়েছেন।

ধর্মের ভেদ ভুলে বোল্লায়

পঙ্কজ মহন্ত

বোল্লাকালীর মেলায় ব্যস্ত জিলিপি কারিগর। রবিবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

বালুরঘাট, ৯ নভেম্বর : ধূপধুনোর গন্ধে আর বাজনার তালে মেতে উঠেছে বালুরঘাটের বোল্লা গ্রাম। কালীপুজো মানে এখানে শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধনও বটে। পুজোর চারদিন গোটা গ্রাম পরিণত হয় হিন্দু-মুসলিম মিলনের এক উৎসবমুখর মেলায়।

বোল্লাকালীপুজো ও তাকে ঘিরে মেলা মহামিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে পুজোর ক'দিন। বোল্লা গ্রামে মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বাস বেশি। আনন্দ উপভোগ করতে সেইসব পরিবারের মানুষ এবং আত্মীয়স্বজন আসেন। এমনকি, মুসলিম বাড়িতে হিন্দু বন্ধুবান্ধবদের ভিড় পড়ে মেলার কয়েকদিন। পুজোর আগে বাড়িঘর রং ও মেরামত করে সাজিয়ে তুলেছেন মুসলিম পরিবারগুলো। মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে সেই মুসলিম বাড়িতেই হাজির হচ্ছেন হিন্দু ভক্তরা। ঘাড়ে হাত রেখে পাঁপড়ভাজা থেকে পেয়ারা মাখা খেতে ব্যস্ত 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম'। চায়ের দোকানেও চলছে জমজমাট আড্ডা।

গ্রামের বাসিন্দা রাহুল সরকার হাসতে হাসতে বললেন, 'আমাদের কাছে কালীপুজো মানে শুধু পুজো নয়। বন্ধুত্বের উৎসব। ছোটবেলা থেকে হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে আমরা উৎসবে মেতেছি। মেলায় দোকানে দোকানে গিয়ে খাবার খাই। সেই বন্ধুত্বের ধারা এই প্রজন্মের মধ্যেও বজায় রয়েছে।' স্থানীয় আরেক বাসিন্দা জহিরুল ইসলাম জানালেন, 'আমার বাড়িতে পুজোর রাতে হিন্দু বন্ধুরা আসেন খেতে। আমরা সবাই মিলে পাঁপড় ভাজি। ধর্ম আলাদা হতে পারে। কিন্তু মন এক। এটাই বোল্লার ঐতিহ্য।'

হিলির তরুণ সুমন দাস বললেন, 'প্রতিবছর বন্ধু জাহাঙ্গিরের বাড়িতে আসি। খাওয়াদাওয়া, আড্ডা, হাসি- সব মিলিয়ে অন্যরকম আনন্দ হয়। মনে হয়, এটাই আসল পুজো।'

পতিরামের বাসিন্দা অরূপ মণ্ডলও বলেন, 'বহু বছর ধরে স্থানীয় মুসলিম বন্ধুর বাড়িতে মেলা উপলক্ষ্যে আসি। কোনওদিন আলাদা মনে হয়নি। এই পুজো আমাদের একসঙ্গে থাকার শিক্ষা দেয়। এমন সম্প্রীতি আজকাল আর কোথায় দেখা যায়!' বালুরঘাটের শিক্ষক গগন ঘোষ বলেন, 'পুজো এলে ধর্মের ভেদরেখা মিলিয়ে যায় আনন্দের স্রোতে। পুজোর আগে মুসলিম পরিবারগুলো বাড়িঘর রং করে সাজিয়ে তোলে অতিথিদের জন্য। সেই বাড়িতে পুজোর দিনে হিন্দুরা হাজির হন প্রসাদ হাতে। আবার মেলা ঘুরে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ায় মেতে ওঠেন সকলে। এই দৃশ্য এখন বড় বিরল।'

ধর্মের দেওয়াল পেরিয়ে বোল্লা কালীপুজো আজও প্রমাণ দেয়, সম্প্রীতির মেলবন্ধন সত্যিকারের উৎসব। চায়ের দোকানে, মেলার মাঠে, কিংবা মন্দিরের সামনেও এক দৃশ্য। ধর্ম নয়, সবাই বন্ধুত্বের সুরে বাঁধা। রাতভর বাজনা, রোশনাই, মিষ্টিমুখ আর হাসির উচ্ছ্বাসে মুখর বোল্লা গ্রাম হয়ে ওঠে একতার প্রতীক।

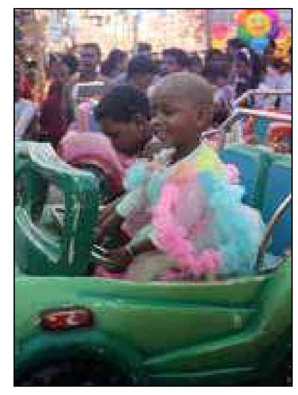

> আমার বাড়িতে পুজোর রাতে হিন্দু বন্ধুরা আসেন খেতে। আমরা সবাই মিলে পাঁপড় ভাজি। ধর্ম আলাদা হতে পারে। কিন্তু মন এক। এটাই বোল্লার ঐতিহ্য।
>
> **জহিরুল ইসলাম** স্থানীয় বাসিন্দা

> পুজো এলে ধর্মের ভেদরেখা মিলিয়ে যায় আনন্দের স্রোতে। পুজোর আগে মুসলিম পরিবারগুলো বাড়িঘর রং করে সাজিয়ে তোলে অতিথিদের জন্য। সেই বাড়িতে পুজোর দিনে হিন্দুরা হাজির হন প্রসাদ হাতে। আবার মেলা ঘুরে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ায় মেতে ওঠেন সকলে। এই দৃশ্য এখন বড় বিরল।
>
> **গগন ঘোষ** শিক্ষক

কর্মখালি

গার্ড, সুপারভাইজার চাই ফ্যাক্টরির জন্য। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি সহ 13,500/- স্যালারি। M:- 86536 09553, 85098 27671, 86536 09553.

শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে কাপড়ের দোকানের জন্য কর্মঠ স্থানীয় পুরুষ স্টাফ চাই। M:- 96416 18231.

শিলিগুড়ি মহকুমায় বসবাসকারী স্থানীয় এবং নিজের মোটর সাইকেল আছে এমন দুজন যুবক (25-35 বৎ) Assist Marketing Exec পদে 3 মাস অস্থায়ী (কাজ বুঝে স্থায়ীকরণ) 6500/- মাসে বেতনের জন্য ওয়াক-ইন ইন্টারভিউ, 12/11/25 11 A.M., ভেনু: মাটিগাড়া, (M) 80164 21331. (C/119064)

ভর্তি

সারদা শিশুতীর্থ-সেবক রোড (হাইস্কুল) শিলিগুড়ি। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য অরুণ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনপত্র ১৪/১১/২০২৫ শুক্রবার থেকে দেওয়া হবে। মোঃ ৯৮৩২০-২৪০০৯. (C/119117)

বিক্রয়

ধূপগুড়ি ঘোষপাড়া মোড় সংলগ্ন (৫নং ওয়ার্ড মধ্যপাড়া) পৌরসভা অফিসের পাশের গলিতে, মোড় থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে ৩ কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। নির্দিষ্ট ক্রেতারা যোগাযোগ করবেন। দালাল নহে। M - 7908527142/ 8972088460. (A/B)

অ্যাফিডেভিট

গত 03.11.2025 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে (নম্বর - 35AA924226) Sanchayit Bhaduri থেকে Sanchayita Bhaduri হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জন্ম তারিখ 01-04-1971 গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি। (N/D)

সামিমের নেতৃত্বে সেরা নিমহ্যান্স

নিউজ ব্যুরো

৯ নভেম্বর : স্নায়ুর 'যুদ্ধে' সেরা ভারত। দলে বাংলার ছেলে এমএম সামিম। যিনি শিলিগুড়ির মিত্র মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তনী।

পোশাকি নাম 'টুর্নামেন্ট অফ দ্য মাইন্ডস'। পরিচিতি 'নিউরো বিশ্বকাপ' হিসেবে। চলতি বছর দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে নিউরোলজিস্ট ও নিউরোসায়েন্সের দ্বিবার্ষিকী সম্মেলনে আয়োজিত ওই টুর্নামেন্টটি জিতে নিল ভারতের বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্সের (নিমহ্যান্স) চারজনের প্রতিনিধি দল। ওই দলকে নেতৃত্ব দেন সামিম।

এবারের টুর্নামেন্টে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নামজাদা নিউরো চিকিৎসকরা অংশ নেন। তবে নার্ভ, স্পাইন ও ব্রেনের নানান রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার পারদর্শিতায় সবাইকে টেক্কা দিয়ে শেষ হাসি হাসে টিম নিমহ্যান্স ইন্ডিয়া। সামিমদের পুরস্কার প্রদান করেন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ নিউরোলজির দুই চিকিৎসক অধ্যাপক রিচার্ড স্টার্ক ও নিকোলাস ডেভিস। সামিম দেশের সর্ববৃহৎ নিউরো হাসপাতাল নিমহ্যান্স বেঙ্গালুরুর গোল্ড মেডালিস্ট। ২০১৮ সালে নিমহ্যান্সের প্রবেশিকায় তিনি দেশের মধ্যে প্রথম হন। নিমহ্যান্সের ডিরেক্টর চিকিৎসক প্রতিমা মূর্তি সামিম ও তাঁর দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'নিমহ্যান্সের নেতৃত্বে ভারতের এক ঐতিহাসিক জয়।'

৩.৯ শতাংশ বাড়ল রেলের লোডিং

নিউজ ব্যুরো

৯ নভেম্বর : গ্রাহকদের কাছে প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রুত পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। ২০২৫-এর অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মোট ৬.৩৯০ মিলিয়ন টন পণ্য লোড করেছে। আগের বছরের একই সময়ে এই পরিসংখ্যানটি ছিল ৬.১৫০ মিলিয়ন টন। এবার তা ৩.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ কয়েকটি পণ্যের লোডিং গত বছরের একই সময়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। যেমন সিমেন্ট লোডিং ১৪২.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার খাদ্যশস্য ৭১.৪ শতাংশ, কনটেনার লোডিং ৭.৭ শতাংশ এবং সার লোডিং ১৭.৬ শতাংশ বেড়েছে। এছাড়া স্টোন চিপস লোডিং আগের আর্থিক বছরের তুলনায় ৩০৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

লোডিং বৃদ্ধির প্রবণতা একটি অঞ্চলকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করে এবং রেলের রাজস্বেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে বলে জানান উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

কালিম্পংয়ের পেমলিং ওয়াটার ফলসে পর্যটকরা।

রিপলিংয়ে আকর্ষণ বাড়ছে পেমলিংয়ে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের প্রথম রিপলিং হিসেবে জনপ্রিয় হচ্ছে পেমলিং। রিপলিংয়ের জন্য এখন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস প্রিয় মানুষজন ভিড় জমাচ্ছেন কালিম্পংয়ের পেমলিং ওয়াটার ফলসে। একটি ঝরনাধারা বা ওয়াটার ফলস কীভাবে একটি জায়গার অর্থনীতিকে বদলে দিতে পারে, তার প্রমাণও রাখছে পাহাড়ি জনপদটি। দিন-দিন ভিড় বাড়তে থাকায় নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। পেমলিং ইকো ট্যুরিজমের সভাপতি লাপকা শেরিং লেপচা বলেন, 'স্থানীয় পর্যটনকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে এখানে রিপলিং চালুর জন্য আমরা জিটিএ'র কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। জিটিএ'র সহযোগিতায় এখানে রিপলিং শুরু হয়েছে। সপ্তাহে দু'দিন শনি ও রবিবার রিপলিং হচ্ছে। আগামীতে দিনের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে।' জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের ফিল্ড অফিসার দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, 'অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রতি পর্যটকদের আগ্রহ বাড়ছে। তাই প্ল্যারাগ্লাইডিং, রিভার র‍্যাফটিং, কায়াকিং, স্নোরকেলিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসগুলিতে নজর দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।'

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমে এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় রিপলিং। একটি ওয়াটার ফলসকে কাজে লাগিয়ে কালিম্পংয়ের পেমলিংয়ে শুরু হয়েছে রিপলিং। যথারীতি সেই খবর ছড়িয়ে পড়ায় ভিড় বাড়তে শুরু করেছে এলাকাটিতে। এখানে রিপলিং বলতে ফলসের মধ্যে দিয়ে দড়ি বেয়ে পাহাড়ে ওঠা এবং পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসা। ঝুঁকি এড়াতে অবশ্য হেলমেট ও নি গার্ড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যাঁরা অংশ নিচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে থাকছেন এইচএমআই সার্টিফায়েড গাইড।

> **রিপলিং কী?**
>
> ঝরনার জলে দড়ি বেয়ে উপরে ওঠা হল রিপলিং।

কালিম্পংয়ের পেমলিং গ্রাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য জনপ্রিয় হলেও, সেভাবে পর্যটকদের পা এখানে পড়ত না। ওয়াটার ফলসটিকে কেন্দ্র করে যে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পেমলিং নজর কাড়তে পারে, সেই ভাবনাচিন্তাও করা হয়নি অতীতে। কিন্তু রিপলিংয়ের হাত ধরে কালিম্পং শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরের পেমলিং এখন জনপ্রিয় ডেস্টিনেশন। সেখানে তৈরি হয়েছে একাধিক হোমস্টে। তবে বর্ষার মরশুমে রিপলিং বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ। জিটিএ সূত্রে খবর, বাঞ্জি জাম্পিং ও হট এয়ার বেলুন চালুর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে বিভিন্ন এলাকা দেখা হচ্ছে।

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের আওতায় ভোট প্রচারও

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : বিহারের ভোট রাজনীতিতে লক্ষ্মীলাভ শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসায়ীদের একাংশের। প্রার্থীর হয়ে ডিজিটাল প্রচার থেকে শুরু করে মিছিলের রুটম্যাপ, ব্যানার ডিজাইন- সব জোগাড়-যন্তের দায়িত্ব পাচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। তিন-চার মাস ধরে বিধানসভা এলাকায় রীতিমতো সমীক্ষা চালানো হয়েছে। ঠিক করা হয়েছে, নির্বাচনি প্রচারে টি-শার্ট, পেন থেকে নোটবুক- কী কী ব্যবহার করা হবে। এদিকে, বিহার নির্বাচনে দলগুলি শিলিগুড়ির ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধায় প্রশ্ন উঠছে- পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনেও কি এভাবে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে?

যদিও নির্বাচন কমিশনের নিয়ম বলছে, এভাবে সরাসরি দলীয় প্রচারে অন্য সংস্থার সাহায্য নেওয়া যায় না। তবে দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তনে বড় ভূমিকা পালন করেছেন প্রশান্ত কিশোর, প্রতীক জৈনের মতো প্রবাদপ্রতিম ভোটকুশলীরা। তাঁদের দেখানো সেই পথে, তৃণমূল-স্তরে এবার হাঁটছে এই ছোট ছোট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। বাংলার ভোটেও সেই প্রয়োজন উড়িয়ে দিচ্ছেন না তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষের মতো নেতারা।

কয়েক বছর ধরে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন সুমন বসাক। বিহারের ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রে এনডিএ প্রার্থীদের প্রচারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। সুমন বলেন, '৬টি বিধানসভার মধ্যে পাঁচটিতে জেডিইউ এবং একটিতে এলজেপি-র হয়ে কাজ করছি। কুড়িজনের বেশি ইনফ্লুয়েন্সারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছি আমরা। জুলাই থেকে এ ব্যাপারে কাজ শুরু হয়। জনসভার জায়গা এবং মিছিলের রুট আমরাই ঠিক করে দিচ্ছি।'

Notice Inviting e-tender

Vides NIeT No.WB/APD/KMG/ TTKGP/ET/08/2024-2025, NIQ-1&2, NIT-07, DATED: 10/11/2025 Last Date and Time for Online Bid Submission is 1/12/2025 at 10.00 Hours & 17/11/2025 at 16.00 Hours. for more information please visit::www.wbtenders.gov.in & office of the undersign

SD/-
Pradhan
Turturikhanda Gram Panchayat

আজ টিভিতে

সেভেন ওয়ার্ল্ডস, ওয়ান প্ল্যানেট বিকেল ৪.১১ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ককপিট, দুপুর ১.০০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.১৫ রাখীপূর্ণিমা, সন্ধে ৭.১৫ গোত্র, রাত ১০.১৫ অমানুষ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ শিবা, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৩.৪৫ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে ৭.১৫ যুদ্ধ, রাত ১০.৩০ রোমিও

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ সুন্দর বউ, দুপুর ১২.০০ অভিমন্যু, ২.৩০ বেদের মেয়ে জোসনা, বিকেল ৫.০০ শতরূপা, রাত ১০.৩০ জানলা দিয়ে বউ পালালো

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ মর্দ, বিকেল ৩.৫০ কেয়া কেহনা, সন্ধে ৬.৫০ বর্ডার, রাত ১০.০০ চোরি চোরি

স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৪৪ সুলতান, দুপুর ১.৫৪ লক্ষ্মী, বিকেল ৫.০৫ ওএমজি, সন্ধে ৭.৫০ টোটাল ধমাল

জি বলিউড : বেলা ১১.১৬ ম্যায় তেরা দুশমন, দুপুর ২.০৩ হা ম্যায়নে ভি পেয়ার কিয়া, বিকেল ৫.৪০ খুদা কসম, রাত ৮.০০ জাল দ্য ট্র্যাপ, ১০.৪৬ ওয়েলকাম ব্যাক

জি সিনেমা : সকাল ৯.৫৩ অ্যান্টনি, দুপুর ১২.৪৩ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৪.৫৮ প্রলয় দ্য ডেস্ট্রয়ার, সন্ধে ৭.৫৫ সূর্যবংশী

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৯ গড তুসসি গ্রেট হো, দুপুর ২.০২ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৪.০৮ রাম লখন, সন্ধে ৭.৩০ করণ অর্জুন, রাত ১০.৪৬ খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি

বন্ধন দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

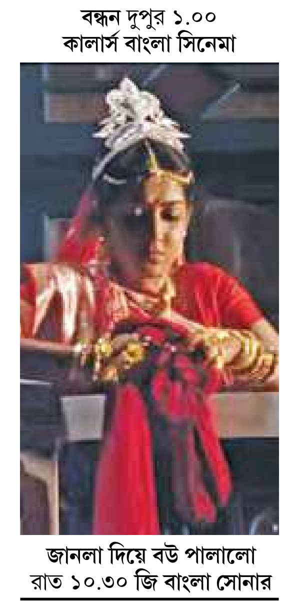

জানলা দিয়ে বউ পালালো রাত ১০.৩০ জি বাংলা সোনার

অমানুষ রাত ১০.১৫ জলসা মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রের কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বৃষ : সম্পত্তির দখল নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ বাড়বে। কাউকে উপহাস করে অনুশোচনায় ভুগতে পারেন। মিথুন : বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন খুব আনন্দে কাটবে। বিজ্ঞান ও গবেষণায় যুক্তদের বিদেশে যাওয়ার সমস্যা কেটে যাবে। কর্কট : সংসারের খুঁটিনাটি বিষয়ে নাক গলাবেন না। সমস্যা তৈরি হতে পারে। জমি কেনার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। সিংহ : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। প্রেমে সংকট কাটবে। কন্যা : অংশীদারি ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ না করাই ভালো। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির পরামর্শে বিকল্প আয়ের রাস্তা খুঁজে পাবেন। তুলা : বহুজাতিক কোম্পানিতে বড় পদে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। পাওনা আদায় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। বৃশ্চিক : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে পরিবারের বিরাগভাজন হবেন। ব্যক্তিগত কারণে কর্মক্ষেত্র বদল করতে হতে পারে। ধনু : কোনও জিনিস তুলতে গিয়ে কোমরে চোট পেতে পারেন। সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন। মকর : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। বাইরের খাবার থেকে খুব সাবধানে থাকুন। কুম্ভ : স্ত্রীর পরামর্শে যৌথ ব্যবসায় সাফল্য পেবেন। পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে খরচ বাড়বে। মীন : প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। পুরোনো কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় জটিলতা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ কার্তিক, ১০ নভেম্বর ২০২৫, ২৩ কাতি, সংবৎ ৫ মার্গশীর্ষ বদি, ১৮ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫১, অঃ ৪।৫২। সোমবার, পঞ্চমী দিবা ৭।৫৭। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ১।২২। সাধ্যযোগ রাত্রি ৭।২। তৈতিলকরণ দিবা ৭।৫৭ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৬ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৭।৩৯ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১।২২ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১।২২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।৫৭ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।১৪ গতে ৮।৩৬ মধ্যে ও ২।৭ গতে ৩।২৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৪ গতে ১১।২২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৭।৫৭ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৭।১৪ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের জন্মদিবস ও শহিদ কানাইলাল দত্তের প্রয়াণ দিবস। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩২ মধ্যে ও ৮।৫৮ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৭ গতে ১১।১ মধ্যে ও ২।৩৪ গতে ৩।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দাবি না মানলে তালা ঝোলানোর হুঁশিয়ারি তোতাপাড়ায়

ক্রেশ উদ্বোধনের আগে বিক্ষোভ

শুভজিৎ দত্ত ও গোপাল মণ্ডল

নাগরাকাটা ও বানারহাট, ৯ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন ডুয়ার্সের ১৫টি চা বাগানে তৈরি করা নবনির্মিত ঝাঁ চকচকে ক্রেশ। তার আগে বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগানের ক্রেশে কাজ পাওয়া নিয়ে ঝামেলা বেধে গেল রবিবার। কেবলমাত্র একটিই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ওই ক্রেশে কাজ দেওয়া হচ্ছে, এমন অভিযোগ তুলে পরিদর্শনে যাওয়া বানারহাটের বিডিও নিরঞ্জন বর্মন সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের তুমুল বিক্ষোভ দেখান অন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। ক্রেশে তালা ঝুলিয়ে দিতেও দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। পরে পরিস্থিতি শান্ত হলেও কাজ না মিললে প্রয়োজনে উদ্বোধনের পরও ফের তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন।

এরপর বাধ্য হয়ে বিডিও লিখিত দেন, ক্রেশ উদ্বোধন হয়ে গেলে একটি বৈঠক ডেকে দাবিগুলি আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হবে। এরপর দরজার তালা খোলা হয়।

তোতাপাড়া চা বাগানের ক্রেশে প্রশাসনিক আধিকারিকদের ঘিরে বিক্ষোভ।

উদ্বোধনের আগের দিন রবিবার তোতাপাড়ার ক্রেশ পরিদর্শনে যান বিডিও সহ প্রশাসনের কয়েকজন কর্তা। বাগানের ফ্যাক্টরি লাইনে তৈরি ওই ক্রেশে প্রশাসন যাওয়ার আগে সদর দরজায় তালা মেরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। দুপুরে দফায় দফায় ক্ষোভ চলতে থাকে।

জানা গিয়েছে, তোতাপাড়া চা বাগানের ক্রেশে কর্মী নিয়োগ নিয়ে বাগানের বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা আবেদন করেছিলেন। কিন্তু একটি গোষ্ঠীর দশজনের নাম আসে। অন্যরা সুযোগ পাননি। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, প্রত্যেক গোষ্ঠীর থেকে একজন করে সদস্য নিয়ে কর্মী নিয়োগ করা হোক।

তোতাপাড়া চা বাগানের রেশমা খাতুন বলেন, 'আমাদের দাবি ক্রেশে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক গোষ্ঠীর সদস্যদের নিতে হবে। উদ্বোধনের পরে সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসার কথা এদিন বিডিও লিখিতভাবে জানান। তারপরেই তালা খুলে দিই। উদ্বোধনের পর দাবি মানা না হলে ফের তালা মারব।' নির্মলা তিওয়ারি নামে আরেক বিক্ষোভকারীও একই হুঁশিয়ারি দিলেন।

তুমুল গণ্ডগোল

- তোতাপাড়া চা বাগানের ক্রেশের দায়িত্ব পেয়েছেন একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা
- অন্য গোষ্ঠীগুলির সদস্যদের দাবি, প্রত্যেক গোষ্ঠী থেকে একজনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হোক
- উদ্বোধনের পর বৈঠক ডেকে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে বলে আশ্বাস বিডিওর

বিডিওর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি চা বাগানের ছয়টি ক্রেশ এবং তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধন করবেন। তার আগে এদিন সেগুলো পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। তোতাপাড়ায় কর্মী নিয়োগ নিয়ে ক্ষোভ ছিল। বিষয়টি নিয়ে কথা বলে সমস্যার সমাধান হয়েছে।'

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ার সফরে এসে ভার্চুয়ালি বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। জলপাইগুড়ির তোতাপাড়া ছাড়াও দেবপাড়া, রিয়াবাড়ি, নিউ ডুয়ার্স, জুরন্তি, হলদিবাড়ি, পলাশবাড়ি এবং নাগেশ্বরী চা বাগানেরও ক্রেশ উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে চামুর্চি, আমবাড়ি এবং রেডব্যাংক চা বাগানের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও উদ্বোধন হবে। আলিপুরদুয়ার জেলার ক্রেশগুলি অবস্থিত রামঝোরা, বান্দাপানি, ধওলাঝোরা, আটিয়াবাড়ি, কার্তিকা এবং কুমারগ্রাম চা বাগানে। কোচবিহার চা বাগানের ক্রেশও রয়েছে এই তালিকায়।

সুবর্ণপুর চা বাগানে আন্দোলনে শ্রমিকরা। শনিবার।

বকেয়া চেয়ে আন্দোলন সুবর্ণপুরে

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ৯ নভেম্বর : ২০ শতাংশ হারে বোনাস, বকেয়া মজুরি ও পিএফের টাকা প্রদানের দাবিতে প্রায় দেড় মাসের বেশি সময় ক্রান্তি ব্লকের সুবর্ণপুর চা বাগান বন্ধ। রবিবার ওই বাগানের শ্রমিকরা বাগান কর্তৃপক্ষকে তাঁদের দাবি পূরণের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিলেন। প্রায় ১৫৯ জন শ্রমিক আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে বাগানের কাঁচা চা পাতা নিজেরা তুলে বিক্রি করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এদিন বন্ধ বাগানের অফিস ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে শ্রমিকরা এই হুঁশিয়ারি দেন। বাগানের ম্যানেজার রিয়াজ চৌধুরী বলেন, 'আমাদের প্রোজেক্ট বাগানে সরকার নির্ধারিত ১৩.৭৫ শতাংশ হারে বোনাস দিতে রাজি ছিলাম। ২৪ সেপ্টেম্বর মজুরি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শ্রমিকদের ভুল বুঝিয়ে কে বা কারা এই আন্দোলন করাচ্ছে। বিষয়টি আইটিপিএ'র পাশাপাশি প্রশাসনকে জানিয়েছি।'

ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুবর্ণপুর চা বাগান। প্রোজেক্ট এই চা বাগানে ১৫০-এর ওপর শ্রমিক রয়েছেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, মালিকপক্ষ পুজোর আগে সরকার নির্ধারিত ২০ শতাংশ বোনাস না দেওয়ার পরিবর্তে ১৩.৭৫ শতাংশ বোনাস দিতে চেয়েছিল। মালিকপক্ষ সরকার নির্ধারিত বোনাস না দিতে চাওয়ায় ২৩ সেপ্টেম্বর বাগানের অফিস ঘরে তালা মেরে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান। তারপর থেকে বাগান বন্ধ। বাগান ইউনিটের আইএনটিটিইউসি'র সম্পাদক হাসানুল হকের কথায়, 'মালিকপক্ষ যে হারে বোনাস দিতে চাইছে আশপাশের প্রোজেক্ট বাগানগুলিতে তার থেকে বেশি হারে বোনাস দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের মজুরি টাকা বাকি রয়েছে। মালিকপক্ষ পিএফের টাকাও সঠিকভাবে জমা করছে না।'

মঙ্গলবার পর্যন্ত সময়সীমা

বাগানের শ্রমিক স্বাধীন রায়, মমিনা বেওয়া, জয়দেব রায়ের অভিযোগ, দেড় মাসের বেশি সময় ধরে বাগান বন্ধ। শ্রমিকরা কষ্টে দিনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। বাগানের ম্যানেজার রিয়াজ চৌধুরীর বক্তব্য, 'সমস্যা সমাধানে বাগান কর্তৃপক্ষ একাধিকবার বৈঠক করেছে। শ্রমিকদের আন্দোলনের জেরে বাগানের অফিস ঘর বন্ধ থাকার সময় অফিস ঘর থেকে সার ও বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়। এর জেরে কর্তৃপক্ষ ক্ষতির মুখে পড়েছে।'

আজ ফের উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : ২৫ দিনের মাথায় সোমবার ফের উত্তরবঙ্গে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু'দিনের সফরে সোমবার দুপুরে বাগডোগরায় নেমে সরাসরি উত্তরকন্যায় পৌঁছাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে সম্প্রতি বন্যা পরিস্থিতি এবং ধসে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার মানুষকে সরকারি সহায়তা তুলে দেবেন। পাশাপাশি শ্রম দপ্তর সহ একাধিক দপ্তরের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে বেশকিছু উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা করবেন। মঙ্গলবার তাঁর কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা।

গত ৪ অক্টোবর রাতে উত্তরবঙ্গে ভারী বর্ষণের জেরে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। দার্জিলিং পাহাড়েও ধস নামার ফলে বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চাপা পড়ে প্রাণ হারান বেশ কয়েকজন। দুধিয়ার লোহার সেতু ভেঙে যায়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ৬ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ৮ অক্টোবর তিনি কলকাতায় গিয়ে আবার ১৩ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে ফিরে আসেন। সেই সফরে তিনি মিরিক, পশুপতির ধসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রশাসনিক বৈঠক সেরে মুখ্যমন্ত্রী ১৬ অক্টোবর কলকাতায় ফিরেছিলেন। এই সফরে মূলত বন্যা পরিস্থিতি ও ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরির জন্য আর্থিক সাহায্য করা, যে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, মাঠের ফসল নষ্ট হয়েছে তাঁদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেবেন। তরাই-ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য নিঃশুল্ক বাস পরিষেবা চালু করার কথাও রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

BA LL.B & LL.B Admission
SHREE RAMAKRISHNA VIVEKANANDA MISSION COLLEGE OF JURIDICAL STUDIES
WBSU & BCI, New Delhi Approved
Nischinda (Belur) Howrah
9831395349

মূর্তির ধারে পিকনিক করতে বাধা

চালসা, ৯ নভেম্বর : রবিবার সন্ধ্যায় মূর্তি নদীর পাশে পানঝোরা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় বসে পিকনিক করছিলেন কয়েকজন তরুণ-তরুণী। বিষয়টি জানাজানি হতেই বন সুরক্ষা কমিটির সদস্য সহ স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী ও ট্যুরিস্ট বন্ধু গিয়ে তাঁদেরকে ওই এলাকা থেকে উঠিয়ে দেন।

এদিন সন্ধ্যায় মূর্তি নদীর পাশে পানঝোরা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় বসে ওই তরুণ-তরুণীরা রান্না করছিলেন। সন্ধ্যার পরেই পানঝোরা জঙ্গল থেকে হাতির দল বেরিয়ে আসে। সোমবার রাতেও একটি হাতির দল মূর্তি নদীর পাশের এলাকায় চলে আসে বলে খবর। পরে দলটি পানঝোরা জঙ্গলে চলে যায়। স্বাভাবিকভাবেই সন্ধ্যায় মূর্তি নদীর পাশে থাকা অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ। এদিন সন্ধ্যায় তরুণ-তরুণীদের দলটিকে মূর্তি নদীর পাশে দেখতে পেয়ে সাউথ ইনডং যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। পরে এলাকায় পৌঁছায় ট্যুরিস্ট বন্ধু পুলিশ। তাঁদেরকে ওই এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এবিষয়ে পরিবেশপ্রেমী সাবুল হক বলেন, 'এই সময়ে সন্ধ্যায় মূর্তি নদীর পাশে থাকা অনেকটাই ঝুঁকিপূর্ণ। পানঝোরা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে একটি হাতির দল। তরুণ-তরুণীরা জঙ্গলের পাশে এলাকায় রান্না করছিল। সকলে মিলে তাদেরকে ওই এলাকা থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়।'

নাবালিকা নির্যাতন

বেলাকোবা, ৯ নভেম্বর : রাজগঞ্জ ব্লকে নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনায় যুক্ত মামা ও মামিকে শনিবার গ্রেপ্তার করা হয়। রাজগঞ্জ থানার পুলিশ রবিবার তাদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলে। বিচারক তাদের একদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। সরকারি সহকারী আইনজীবী সৌম্য চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সোমবার তাদের পকসো আদালতে তোলা হবে।

অন্যদিকে, শনিবার জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে নাবালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। বর্তমানে ওই নাবালিকা মা-বাবার সঙ্গে রাজগঞ্জ ব্লকের এক আত্মীয়র বাড়িতে রয়েছে।

শিকারের খোঁজে।। *গজলডোবায় লিটল ইগ্রেটের ছবিটি তুলেছেন মান্তু রায় দেব।*

সাংসদের ওপর হামলায় ধৃত ১

মানিকগঞ্জ, ৯ নভেম্বর : নাগরাকাটায় সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলার ঘটনায় রবিবার হলদিবাড়ি থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম মজনু আক্তার। বয়স ২৬ বছর। তাঁর বাড়ি নাগরাকাটার খয়েরবাড়ি এলাকায়। মজনু জানিয়েছেন, ঘটনার পর থেকে তিনি হলদিবাড়ি ব্লকের উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বগরিবাড়ি এলাকায় তাঁর মামাবাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। খবর পেয়ে এদিন মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের পুলিশ ও হলদিবাড়ি থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে মজনুকে গ্রেপ্তার করে। এদিন রাতে ধৃতকে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বন্দিরা শিখবে সেলাই, জুম্বা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : প্রতিটা দিন, প্রতিটা ঘণ্টা, প্রতিটা সেকেন্ড যেন ওদের কাছে সমান। চার দেওয়ালের মধ্যে এভাবেই কাটছে কারও মাস, কারও আবার বছরের পর বছর। তাদের এই বন্দি জীবনের স্বাদ পরিবর্তন করতে শুরু হল বিভিন্ন প্রশিক্ষণের। রবিবার জলপাইগুড়ির কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্দিদের কথা ভেবে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের অনুমোদন দিয়েছেন রাজ্য কারাগারের এডিজি এবং আইজি লক্ষ্মীনারায়ণ মিনা।

এদিন পর্যন্ত জলপাইগুড়ির কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে মহিলা বন্দি রয়েছেন ৯৫ জন এবং পুরুষ বন্দি ১৩৩৪ জন। যাদের মধ্যে কেউ কয়েকবছর ধরে লৌহকপাটের মধ্যে রয়েছে। প্রহর গুনছে, কবে বাইরের পরিবেশ, পরিবারের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটবে? বাইরে বেরিয়ে কি মানিয়ে নিতে পারবে? কর্মসংস্থানেরই বা কী হবে?

তাদের কথা ভেবে সংশোধনাগারে চালু হল জুম্বা, যোগা, বন্দিদের সন্তানদের জন্য আঁকার ক্লাসের সঙ্গে মেডিটেশন সহ মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণের ক্লাস। পাশাপাশি পুরুষদের জন্যও কর্মসংস্থানের কথা ভাবা হচ্ছে।

পাশাপাশি প্রতি মাসে সেখানে আসবেন চর্মরোগ, স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞরা। আয়োজন করা হবে চক্ষু পরীক্ষা এবং রক্ত পরীক্ষা শিবিরের। এবিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লায়ন্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ি সেবা। সংগঠনের তরফে দেওয়া হয়েছে সেলাই মেশিন, হুইলচেয়ার।

অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কথায়, 'অপরাধকে ঘৃণা করো, অপরাধীকে নয়। এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে এধরনের অনুষ্ঠান সত্যি প্রশংসনীয়। এগুলোর পাশাপাশি বন্দিদের কীভাবে নাচ, গান, নাটকের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। এখানে অনেকের মধ্যেই প্রতিভা রয়েছে।'

নিয়মিত হবে রক্ত ও চোখ পরীক্ষা

অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপারের পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন ডিএসপি ক্রাইম শান্তিনাথ পাঁজা, জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিশ্বরূপ বিশ্বাস, জুম্বা প্রশিক্ষক ঐশিকা রায় প্রমুখ।

উপজাতি মর্যাদা না পেলে 'ভোট বয়কট'

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতি (এসটি)-র মর্যাদা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দিল গোর্খা ভারতীয় জনজাতি মহাসংঘ। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলে জানুয়ারি মাস থেকে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন এমনকি প্রয়োজনে বিধানসভা ভোট বয়কটের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

রবিবার এক কর্মসূচি শেষে সংগঠনের সভাপতি এমএস রাই বলেছেন, '১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। এটা শুধু একটা দাবি নয়, এটা আমাদের অধিকার। এবার দাবি আদায়ের জন্য আমরা চরম পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এবিষয়ে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টকে ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ না করায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

গুরুং, ভুজেল, মংগর, নেওয়ার, যোগী, খাস, সোনোয়ার, থামি, রাইয়ের মতো ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের। এই দাবিতে এবার গোর্খা ভারতীয় জনজাতি মহাসংঘ নামে একটি সংগঠন আন্দোলনের রাস্তায় নেমেছে।

রবিবার এই জনজাতিগুলির পুরুষ, মহিলারা নিজস্ব সংস্কৃতির পোশাক পরে দার্জিলিংয়ে মিছিলে শামিল হন।

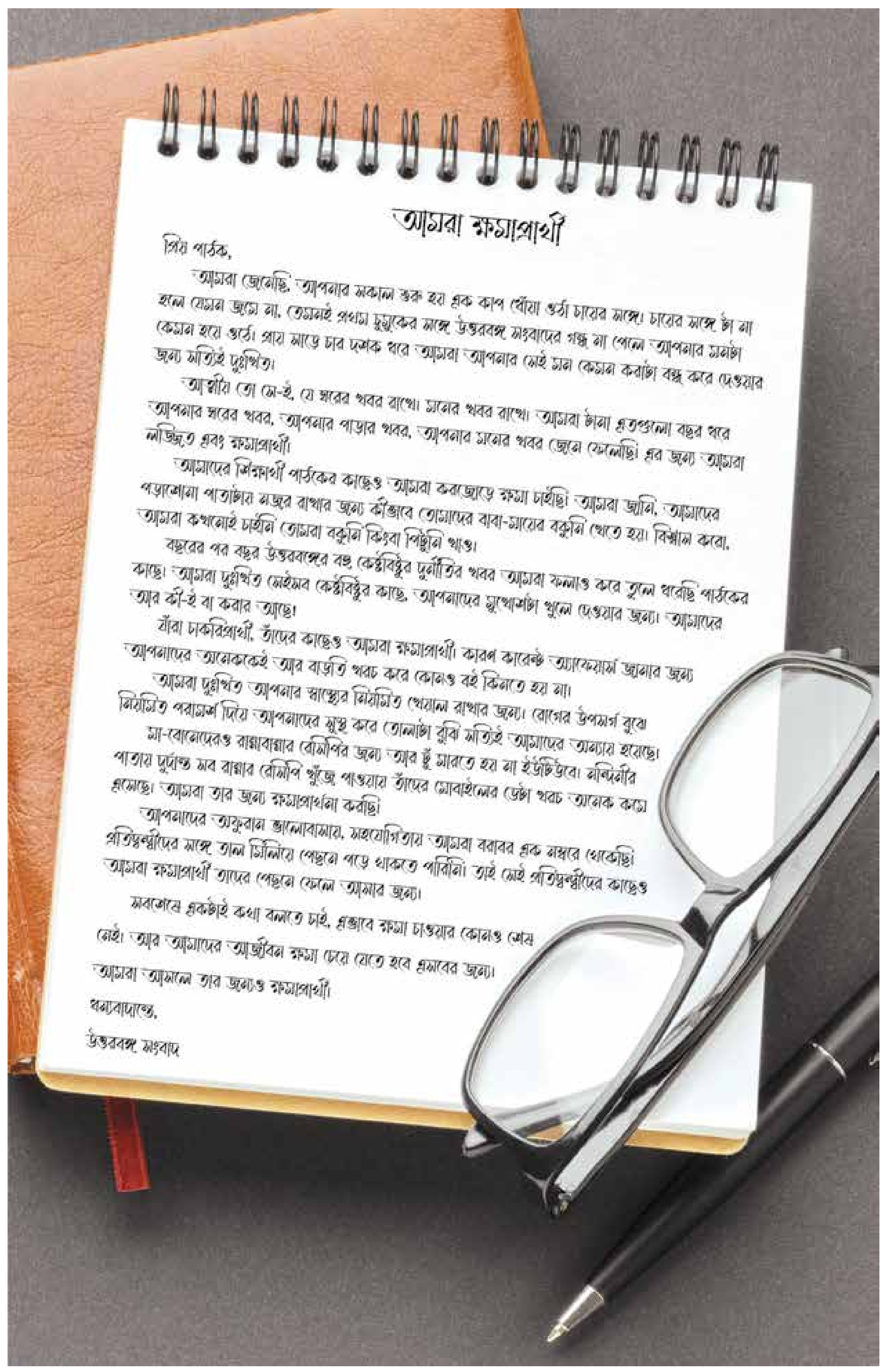

এসআইআর হতেই ঘরে তালা

সাগর বাগচী

মাটিগাড়া, ৯ নভেম্বর : কীভাবে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা এসে মাটিগাড়ায় বসতি গড়ে, শ্রমিক, পরিচারিকা হিসেবে এলাকায় কাজ আদায় করছেন সে বিষয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাস কয়েক মাস আগে নিজস্ব অভিজ্ঞতা সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। বাংলাদেশের এক নাগরিক কীভাবে মাটিগাড়াতে এসে বিভিন্ন পরিচয়পত্র বানিয়ে প্রিয়াংকার বাড়িতে পরিচারিকার কাজ শুরু করেন তা তিনি সবাইকে জানান। মাটিগাড়ার রানাবস্তি, লেনিন কলোনি, বালাসন বস্তি এলাকায় বহু অনুপ্রবেশকারীর ঘাঁটি গেড়ে থাকা নিয়ে বহু চর্চা হয়েছে। তবে এসআইআর শুরু হতেই এলাকায় এমন বহু সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারীর দেখা মিলছে না। লেনিন কলোনি, বালাসন বস্তির মতো এলাকায় এমন তথ্য উঠে এল।

অনুপ্রবেশকারী যে এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছে তা মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি বর্মন স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বৈধ কাগজপত্র নেই, এমন বহু মানুষ এই এলাকায় রয়েছেন। অনুপ্রবেশকারীও রয়েছে। কিন্তু এত মানুষের তথ্য নেই। এসআইআর হলে সেই মানুষজনের পরিচয় বেরিয়ে আসবে।'

মাটিগাড়ার এক বস্তি। অভিযোগ, এখানকার অনেকেই উধাও হয়ে গিয়েছেন।

বালাসন নদীর পাশে লেনিন কলোনি গড়ে উঠেছে। জায়গাটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বস্তি হিসাবে পরিচিত। বালাসন নদীর পাশ দিয়ে সেই বস্তির শেষের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখা গিয়েছে, নদীর পাশে বাঁশ, টিন দিয়ে ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে। বিহারের বাসিন্দা মহম্মদ ফারুক নদী থেকে বালি-পাথর তোলার কাজ করেন। ফারুকের কথায়, 'গত কয়েক বছরে বহু মানুষ এখানে থাকা শুরু করেছে। যার মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকরাও রয়েছেন। কয়েকজন আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁরা এলাকায় ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন। তবে এসআইআর শুরুর পর থেকে এলাকায় তাঁদের কয়েকজনের দেখা মিলছে না। হয়তো বাইরে কোথাও গিয়েছেন। তাঁদের কতজনের কাছে বৈধ কাগজপত্র রয়েছে জানি না।'

তবে ফারুক কিছুটা মুখ খুললেও সিংহভাগ বাসিন্দা এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন। বালাসনের পাশ দিয়ে গড়ে ওঠা রানাবস্তিতেও ছবিটা এক। তরুণ বর্মন ওই এলাকায় বালি তোলার কাজ করেন। এই এলাকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে কি না বলে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তর এল, 'এলাকার এমন অনেক ঘর রয়েছে, যেখানে খোঁজ করলেই অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে জানতে পারবেন।'

বিষয়টি নিয়ে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'যাঁরা শরণার্থী তাঁদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তবে অনুপ্রবেশকারীরা এই অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা, নাশকতামূলক কাজ করতে পারে। তারা যদি অন্যত্র চলে গিয়ে থাকে তবে বিষয়টি দেখার।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ছুটি বলে কথা। ইসলামপুরের বলগুঞ্জায় ছবিটি তুলেছেন শেখ ফরিদ আলম।

মন্ত্রীর উপস্থিতিতে রাস্তার কাজের উদ্বোধনে গোলমাল

বচসায় অনুষ্ঠান শেষ করতে দেরি

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৯ নভেম্বর : বড়দিঘি মালবাজারগামী রাস্তার কাজের উদ্বোধনে গিয়ে পূর্ত বিভাগের বাস্তুকারদের সঙ্গে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ বাকবিতণ্ডায় জড়ালেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও তাঁদের কথা কাটাকাটি হয়। ফলে ৩০ মিনিটের অনুষ্ঠান শেষ করতে তিন ঘণ্টা সময় লেগে যায়।

পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্ব রবিবার সকাল ১১টায় উদ্বোধনের সময় চূড়ান্ত করে। সময়মতো মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি পৌঁছে গেলেও পূর্ত বিভাগের বাস্তুকারদের ও বুলুর বিলম্ব হয়। মন্ত্রী পৌঁছাতেই তড়িঘড়ি অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানের মাঝে পূর্ত বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার বক্তব্য দেওয়ার সময় গোল বাঁধে। স্থানীয় নেতাদের দাবি মেনে জলপাইগুড়ি জেলার পূর্ত বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুদীপকুমার দাস বাসিন্দাদের সামনে রাস্তা মেরামতির খুঁটিনাটি বিষয় স্পষ্ট করে বলেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন, রাস্তা মেরামতির জন্য সরকার ১২ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪৬৬ টাকা বরাদ্দ করেছে। কাজ শেষ করার সর্বোচ্চ সময়সীমা ছয় মাস বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রাস্তাটি ম্যাস্টিকের হবে। ৯.২০ কিমি রাস্তার ১ কিমি সম্পূর্ণ খুঁড়ে নতুনভাবে তৈরি করা হবে। ইঞ্জিনিয়ারদের দাবি, ওই অংশে বড় গর্তের সংখ্যা বেশি। তবে এলাকাবাসী সেই দাবি মানতে চায়নি। তেশিমলার স্থানীয় বাসিন্দা এক্রামুল হকের কথায়, 'জলপাইগুড়ি যাওয়ার অন্যতম প্রধান সড়ক এটি, তাই আমরা চাই সম্পূর্ণ রাস্তা খুঁড়ে নতুনভাবে তৈরি হোক। শুধু সাময়িক মেরামতি হলে আমরা সেটা মানব না।'

সুশীলকুমার প্রসাদের পাশে পূর্ত বিভাগের দুই বাস্তুকার। রবিবার।

যা ঘটেছে

- ইঞ্জিনিয়ারদের শিডিউলে যা লেখা ছিল সেটা মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ মানতে চাননি
- মন্ত্রীর সামনেই মঞ্চের ওপর ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে তিনি বাকবিতণ্ডা শুরু করেন
- একপ্রকার জোর করে সুদীপকে দিয়ে বলানো হয়, গর্ত ভরাটের পর সরকারি নির্দেশ এলে সম্পূর্ণ রাস্তা খুঁড়ে নতুনভাবে তৈরি হবে
- এভাবেই তিন ঘণ্টা কেটে যায়

এদিকে ইঞ্জিনিয়ারদের শিডিউলে যা লেখা ছিল সেটা মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ মানতে চাননি। মন্ত্রীর সামনেই মঞ্চের ওপর ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে তিনি বাকবিতণ্ডা শুরু করেন।

এদিন একপ্রকার জোর করে সুদীপকে দিয়ে বলানো হয়, গর্ত ভরাটের পর সরকারি নির্দেশ এলে সম্পূর্ণ রাস্তা খুঁড়ে নতুনভাবে তৈরি হবে। এভাবেই তিন ঘণ্টা কেটে যায়। এবিষয়ে বুলুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর না দিয়ে চলে যান। যদিও সুশীল বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, 'আমি শুধু তেশিমলার জনগণের হয়ে সওয়াল করেছি, সেটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। পরে মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিষয়টির মীমাংসা হয়।' রাস্তা নিয়ে কেউ বা কারা সমস্যা তৈরি করলে সুশীল তাঁদের দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। সুশীল ছাড়া তৃণমূল ব্লক যুব সভাপতি আরমান আরশাদ ইঞ্জিনিয়ারদের সঠিকভাবে সমীক্ষা করে শিডিউল তৈরির দাবি করেন।

পরে রাস্তায় নারকেল ফাটিয়ে মালের বিধায়ক তথা অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। তাঁর সঙ্গে তেশিমলার প্রধান জয়ন্তী বর্মন, উপপ্রধান ওয়ারেসুল আম্বিয়া ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আরমান আরশাদ সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। তবে সেসময় রাস্তায় পূর্ত বিভাগের বাস্তুকারদের দেখা যায়নি।

টুকরো খবর

পথ দুর্ঘটনা

চালসা, ৯ নভেম্বর : রবিবার সকালে লাটাগুড়ি ও গরুমারা জঙ্গলের মাঝে জাতীয় সড়কের মহাকালধাম সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হল সাউন্ড সিস্টেম ভর্তি একটি ছোট গাড়ি। যদিও দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। খবর পেয়ে মেটেলি থানার ট্রাফিক পুলিশ এলাকায় পৌঁছায়। ময়নাগুড়ি এলাকা থেকে জাতীয় সড়কের পাশে সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে ছোট ওই গাড়িটি এদিন মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যাচ্ছিল। মহাকালধাম এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সড়কের পাশে আউটলাইন হয়ে যায়। গাড়িতে থাকা সাউন্ড সিস্টেম সব সড়কের ওপরে পড়ে যায়। তবে গাড়িটির কোনও ক্ষতি হয়নি।

দেহ উদ্ধার

মালবাজার, ৯ নভেম্বর : রবিবার সাইলি চা বাগানের ঘড়া লাইনে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম বিরসা দাংওয়ার (৪৫)। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, প্রতিদিনের মতো সকালে শৌচকর্ম করতে বিরসা ঝোরায় গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেলেও না ফেরায় পরিবারের লোকজন তাঁর খোঁজখবর শুরু করেন। এরপর তাঁরা ঝোরার ধারে বিরসার নিথর দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে মাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিজ্ঞান অভীক্ষা

ধূপগুড়ি, ৯ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উদ্যোগে বিজ্ঞান অভীক্ষা হল। রবিবার পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ১২০৭ জন পড়ুয়া ধূপগুড়ির ৬টি কেন্দ্রে এই অভীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞানমঞ্চের ধূপগুড়ি শাখার সম্পাদক তপন দাস বলেন, 'প্রতিবছর নিয়ম করে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়ুয়াদের যে আগ্রহ বাড়ছে এটি তার প্রমাণ। আমাদের লাগাতার প্রয়াস সফলতার পথে রয়েছে।'

সহায়তাকেন্দ্র

ধূপগুড়ি, ৯ নভেম্বর : রবিবার সিপিএমের বারোঘরিয়া শাখার উদ্যোগে ভোটার সহায়তাকেন্দ্র শুরু করা হয়েছে। শিবিরে এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ ও অন্যান্য কাজ করে দেওয়া হচ্ছে।

অনিশ্চিত বাথানের জীবন!

প্লাবনে ভেসেছে গবাদিপশুরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ নভেম্বর : প্লাবনে ভেসে গিয়েছে দেড়শো গবাদিপশু। গৃহপালিত সেই পশুই ছিল অনেকের রুটিরুজির একমাত্র অবলম্বন। ফলে এখন জীবনযুদ্ধের ময়দানে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বামনডাঙ্গা বাথান। মোট ৫ জন পশুপালক রয়েছেন এখানে। যে পশুগুলি এখনও অক্ষত, সেগুলি দুগ্ধবতী নয়। ফলে আয়ের পথ বন্ধ। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'ওঁদের বিষয়টি আমার জানা আছে। ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসেব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়েছে প্রশাসন।'

গত ৫ অক্টোবর ভয়ংকর দুর্যোগের শিকার হয় ডুয়ার্সের অন্যতম প্রত্যন্ত বামনডাঙ্গা চা বাগান। সেখানকার মডেল ভিলেজ থেকে ভেসে গিয়ে মারা যান ১১ জন। অগণিত গোরু, মোষ, ছাগলও বানভাসি পরিস্থিতির শিকার হয়। শ্রমিকদের বাড়ির পালিত পশু তো রয়েইছে, সঙ্গে হাতিলাইন নামে এক শ্রমিক মহল্লার শেষপ্রান্তে যে বাথান রয়েছে সেখান থেকেও একের পর এক গবাদিপশু ভেসে যায় ওই অভিশপ্ত ভোরে। স্থানীয়দের ভাষায় ওই বাথানটি গোট নামে পরিচিত। সেখানে বানা ওরাওঁ, কিরণ ওরাওঁ, রণজিৎ ওরাওঁ, জিতু ওরাওঁ ও বিফা ওরাওঁ নামে ৫ জনের গোরু-মোষ নিয়ে দীর্ঘদিনের সংসার। পশুগুলিকে সারাদিন লাগোয়া ফাঁকা মাঠে চরিয়ে সন্ধ্যা ঘনালেই গোট-এর আস্তানায় নিয়ে আসতেন তাঁরা। সকালে দুধ দুইয়ে ফের একই রোজনামচা। সেই দুধ তাঁরা পাইকারদের কাছে বিক্রি করে দিতেন। তবে সেদিনের পর থেকে অর্ধেক পশুর আর খোঁজ নেই। মিলছে না দুধ। ফলে কার্যত কর্মহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। বানা বলেন, 'রাতে গোট ছেড়ে গিয়ে হাতিলাইনের বাড়িতে ছিলাম। জল ঢোকা শুরু হতেই ছুটে এসে সব দড়ি খুলে দিই। তবুও ওঁরা বাঁচতে পারেনি। জলের স্রোতে ভেসে যেতে থাকে। আগে দিনে ৩০ লিটার দুধ পেতাম। এখন তা ৩ লিটারে এসে ঠেকেছে।' রণজিৎ বলছেন, 'যে পশুগুলি দুধ দিত, সেগুলিই তো মারা গিয়েছে। কীভাবে ঘুরে দাঁড়াব, জানা নেই।' জিতু বলেন, 'সরকারি সাহায্য না পেলে আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা দুষ্কর।'

রুজিরুটিতে টান

- গৃহপালিত সেই পশুই ছিল অনেকের রুটিরুজির একমাত্র অবলম্বন
- ফলে এখন জীবনযুদ্ধের ময়দানে বেঁচে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে বামনডাঙ্গা বাথান
- মোট ৫ জন পশুপালক রয়েছেন এখানে
- যে পশুগুলি এখনও অক্ষত, সেগুলি দুগ্ধবতী নয়
- ফলে আয়ের পথ বন্ধ

হতাশ বামনডাঙ্গার পশুপালক বানা ওরাওঁ।

মেধা অন্বেষণ অভীক্ষা রবিবার গয়েরকাটা উচ্চবিদ্যালয়ে।

মেধা অন্বেষণ অভীক্ষায় সাড়া

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৯ নভেম্বর : বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে রবিবার অনুষ্ঠিত হল ২০২৫ সালের মেধা উৎকর্ষ অভিযান। ভালো সাড়া পড়েছে কর্মসূচিতে। জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির সাড়ে ৭ হাজারের বেশি পড়ুয়া অংশ নেয়। রাজ্যে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৭ হাজারের বেশি। আগামী ২১ ডিসেম্বর ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর ২৩ তারিখ কলকাতার মহাজাতি সদনে কৃতীদের পুরস্কৃত করা হবে। পরে জেলা ও সার্কেলের কৃতীদেরও পুরস্কার দেওয়া হবে।

জেলায় মোট ৫৮টি কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা নেওয়া হয়। অংশ নেয় জেলার ৪৮৬টি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা। বাংলার পাশাপাশি হিন্দিমাধ্যমের জন্যও পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মেটেলি ও নাগরাকাটা থেকে পরীক্ষায় বসে ২৫২ জন। মেটেলি ব্লকের মেটেলি স্পেশাল বিএফপি, চালসা জুনিয়ার বেসিক ও কলাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়। কোঅর্ডিনেটর ছিলেন অভিজিৎ বোস, পামেলা দাস ও অমিত দত্ত। ধূপগুড়িতে মোট ছ'টি কেন্দ্রে ১,৬২২ জন পড়ুয়া পরীক্ষা দেয়। বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫৯ জন পড়ুয়া গয়েরকাটা উচ্চবিদ্যালয়ে পরীক্ষায় বসে। অন্যদিকে, মাল আদর্শ বিদ্যাভবনে পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এবিপিটিএ-র সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, 'রাজ্যের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২ লক্ষ পড়ুয়া মেধা অন্বেষণে বসেছিল। মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়েছে।'

চোলাই কারখানায় পুলিশের অভিযান

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৯ নভেম্বর : শিকারপুর অঞ্চলের দুই জায়গায় রবিবার অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ চোলাই মদ ও মদ তৈরির উপকরণ ধ্বংস করেছে রাজগঞ্জ থানার অধীন বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। ওই কারখানাগুলিও ভেঙে দেয় পুলিশ।

এদিন প্রথমে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের প্রায় ১ কিলোমিটার ভিতরে ধোপেরহাট এলাকায়, একটি কারখানায় অভিযান চালিয়ে ১২০ লিটার চোলাই মদ ও ৫৫০ লিটার গাঁজানো চোলাই তৈরির তরল বা ফারমেন্টেড ওয়াশ ধ্বংস করে পুলিশ। শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ধোপগুড়ির বাসিন্দা ধনেশ রায় বহুদিন ধরে ওই এলাকায় চোলাইয়ের কারখানাটি চালাচ্ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। আগে থেকেই কোনওভাবে পুলিশ আসার খবর পেয়ে ধনেশ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যান।

পুলিশের অভিযানের বিষয়ে বেলাকোবা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার চিরঞ্জিত পাল বলেন, 'ধোপেরহাটে ওই কারখানা চলার কথা জানা ছিল না। পুলিশি অভিযানের বিষয়েও আগে থেকে কিছু জানা ছিল না। তারা আগে থেকে জানালে আমরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতাম।'

এই অভিযানের পরেই শিকারপুরের রাঙ্গারবাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা চন্দিকা রায় নিজের বাড়ি থেকে চোলাইয়ের কারখানা চালাচ্ছিলেন। ধনেশের মতো তিনিও পলাতক।

ওই কারখানা থেকে ৩৫ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং প্রায় ৮২০ লিটার ফারমেন্টেড ওয়াশ ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ।

ফারমেন্টেড ওয়াশ ধ্বংস করছে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার।

ঝুলন্ত দেহ

চালসা, ৯ নভেম্বর : বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল একজনের। মৃতের নাম পরিমল রায় (৩৮)। তিনি মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবরাবস্তির বাসিন্দা। রবিবার সকালে স্থানীয়রা পরিমলকে নিজের ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এরপরই খবর দেওয়া হয় মেটেলি থানায়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিনই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। জানা গিয়েছে, পরিমলের স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে কর্মসূত্রে বাইরে আছেন। তদন্ত শুরু করেছে মেটেলি থানার পুলিশ।

আদালত থেকে ধৃতদের পুলিশ ভ্যানে তোলার আগে। রবিবার দিনহাটায়।

পালাতে গিয়ে ধৃত ৩ বাংলাদেশি

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৯ নভেম্বর : এসআইআর আতঙ্কে ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে পালানোর হিড়িক পড়েছে। এমনটা করতে গিয়ে কোচবিহার জেলার নানা সীমান্তে অনেকে ধরা পড়েছে। এবারে দিনহাটা-২ ব্লকের শালমারা দলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারত ছেড়ে বাংলাদেশ পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে তিন বাংলাদেশি বিএসএফের হাতে ধরা পড়লেন। তাঁদের সহযোগিতার অভিযোগে দুই ভারতীয় নাগরিককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ওই ভারতীয়রা ওই বাংলাদেশিদের প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা করে নিয়েছিলেন। শনিবার শালমারা দলবাড়ি সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। বিএসএফের ১৬২ নম্বর ব্যাটালিয়নের আধিকারিকরা এই পাঁচজনকে ধরে সাহেবগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেন।

কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'বিএসএফ তিন বাংলাদেশি ও দুই ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করেছে। পরে তাঁদের সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।' ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশকর্তা জানান। ধৃতদের রবিবার দিনহাটা মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। সরকারি আইনজীবী অপূর্ব সিনহা বলেন, 'বিচারক ধৃত বাংলাদেশিদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজত ও ধৃত ভারতীয়দের ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছেন।'

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে খুলনার জেসমিন রহমান, চট্টগ্রামের খালিদা আক্তার ও ঢাকার মহম্মদ হাসান আলি রয়েছেন। সীমান্ত পারাপারে তাঁদের সহায়তা করার অভিযোগে দুই ভারতীয় নাগরিক মহিরউদ্দিন শেখ ও নজরুল শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধৃত বাংলাদেশিদের কাছ থেকে পাসপোর্ট, বাংলাদেশি পরিচয়পত্র ও ভারতীয় টাকা উদ্ধার হয়েছে। বাংলাদেশি এই বাসিন্দারা সাফাইকর্মী হিসেবে বেঙ্গালুরুতে হোটেলে কাজ করতেন। কিন্তু এসআইআর শুরুর পর তাঁরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দেশে ফিরে যেতে তাঁরা মহিরুদ্দিনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ঠিক হয়, মহিরুদ্দিনরা ওই তিনজনকে নিজেদের বাড়িতে রেখে সীমান্ত পারাপার করিয়ে দেবেন। তবে জেসমিনদের দেখে বিএসএফের সন্দেহ হয়। বিএসএফ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

সচেতনতা কর্মসূচি

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : জলপাইগুড়ির এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে লাগানো গাছের পরিচর্যা করতে রবিবার ময়নাগুড়ির পয়ারবাড়ি যান সদস্যরা। সংস্থাটির তরফে পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে কাজ করা হয়। গতবছর ঘূর্ণিঝড়ের পর এলাকায় বেশকিছু গাছ লাগিয়েছিলেন তাঁরা। সেগুলো কতটা বড় হয়েছে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি এদিন সংস্থার সদস্যরা গাছগুলোর পরিচর্যাও করেন। সদস্য গণেশ ঘোষ বলেন, 'গতবছর ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রচুর গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এরপর আমরা সেই এলাকায় জাম, কাঁঠাল, মেহগনি সহ প্রায় ১০০টি গাছের চারা লাগিয়েছিলাম। ১ বছর পর গিয়ে দেখা গিয়েছে, গাছগুলো সব বেঁচে আছে এবং বড় হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'মহিলাদের হাত ধরে বিশ্বকাপের ট্রফি এসেছে দেশে। দলের অংশ ছিলেন উত্তরবঙ্গের মেয়ে রিচা ঘোষ। তাই সংস্থার সদস্য দেবী চক্রবর্তী এলাকার ১২ জন মেয়ের হাতে ব্যাট-বল-স্টাম্প তুলে দেন।'

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ধূপগুড়ি, ৯ নভেম্বর : পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় রবিবার ধূপগুড়ি-নাথুয়াগামী মেজর ডিস্ট্রিক্ট রোডের কালীরহাটের বীণাপাণি এলাকায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় (৫৪)। বাড়ি কালীরহাট এলাকায়। এদিন র‍্যাশন নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক দ্বিজেন্দ্রনাথকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করা হলেও চালক পলাতক। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

পথবাতি দাবি

ময়নাগুড়ি, ৯ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের পেটকাটি সেতুতে পথবাতির দাবি তুলেছেন স্থানীয় ও পথচারীরা। ময়নাগুড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ পেটকাটি ও ময়নাগুড়ির মধ্যে যোগাযোগকারী কলাখাওয়া নদীর সেতুতে দীর্ঘদিনের দাবি পথবাতির। পথবাতি না থাকায় রাতে যাতায়াতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এবিষয়ে ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাবী ভাইস চেয়ারম্যান ঝুলন সান্যাল জানান, শীঘ্রই ওই সেতুতে সোলার লাইট লাগানো হবে।

শান্তিকামনায়

নাগরাকাটা, ৯ নভেম্বর : গত ৫ অক্টোবরের বিধ্বংসী প্লাবনে মৃত স্থানীয় বাসিন্দা ও গবাদিপশু ও বুনো জন্তুদের আত্মার শান্তিকামনায়, রবিবার গীতা পাঠের আয়োজন করা হয় বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজে। ডুয়ার্স সনাতন জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে এদিন গীতা ও গায়ত্রী মন্ত্র পাঠের পাশাপাশি পূজার্চনাও করা হয়। পরে বাসিন্দাদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মৃতদের পরিবারের সদস্যরা সকলে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্যোক্তাদের পক্ষে নারায়ণ ভরদ্বাজ বলেন, 'মৃতদের আত্মার চিরশান্তি কামনায় এই কর্মসূচি। এমন বিপর্যয় যাতে আর কখনও না আসে, ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনাও করি।'

নজরে দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের পঞ্চকন্যা

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৯ নভেম্বর : বাংলা অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা দলের হয়ে জাতীয় স্তরে ভলিবল প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েছেন হলদিবাড়ির সীমান্তবর্তী স্কুলের পাঁচ ছাত্রী। ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমস অনূর্ধ্ব-১৭ বালিকা ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে। আগামী ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর প্রতিযোগিতা চলবে। সেখানে বাংলা দলের হয়ে খেলবে দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের পাঁচজন। রাজ্য দলে ১২ জনের মধ্যে পাঁচজনই দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের পড়ুয়া হওয়ায় খুশির হাওয়া বিদ্যালয় তথা এলাকায়।

এ বছর রাজ্য ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কোচবিহার জেলা দল। সেই দলের প্রত্যেক সদস্যই ছিল দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের ছাত্রীরা। আর সেই দল থেকে তনুশ্রী রায়, মল্লিকা রায়, পূজা রায়, শিউলি রায় সরকার ও তনুশ্রী রায় বাংলা দলে জায়গা করে নিয়েছে। গত বছরও রাজ্য দলে তনুশ্রী, মল্লিকা ও শিউলি রাজ্য স্কুল মহিলা দলে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এ বছর নতুন করে আরও দুজন সুযোগ পেল।

দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী মল্লিকা ও তনুশ্রী। শিউলি, পূজা ও তনুশ্রী দশম শ্রেণির ছাত্রী। ওদের সকলেরই স্বপ্ন দেশের জার্সি পরে খেলার। বিদ্যালয়ের টিচার ইন-চার্জ কমলকান্তি রায় জানান, 'বিদ্যালয় থেকে পাঁচ ছাত্রী সুযোগ পাওয়ায় আমি গর্বিত। ওরা আগামীতে আরও এগিয়ে যাবে।' বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্ত বলেন, 'গতবছর রাজ্য দলে তিনজন সুযোগ পেয়েছিল। সেখানে এবার পাঁচজন সুযোগ পাওয়ায় আমি খুব খুশি।'

তনুশ্রীর বাবা কল্যাণ রায় পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। তনুশ্রী জানাল, ছোট থেকে তার খেলার প্রতি অদম্য জেদ। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে ভালো জায়গায় প্রশিক্ষণ নিতে পারেনি। খেলার সরঞ্জাম ও পুষ্টিকর খাবারও জোটে না। তবুও গতবারের মতো এবারও চ্যাম্পিয়ন হওয়া স্বপ্ন তার চোখে।

এবছরই রাজ্য স্কুল দলে সুযোগ পেয়েছে পূজা রায়। তার বাবা লেবু রায় পেশায় দিনমজুর। সংসারের খরচ চালাতেই হিমসিম খাচ্ছেন তিনি। মেয়ের পড়াশোনা বা খেলাধুলোর খরচ জোগানো অসম্ভব বলেই জানালেন তিনি। তবু তিনি চান, খেলার পথ ধরেই মেয়ে যেন অনেক দূর যায়। পূজা জানাল, আধপেটা খেয়ে তাকে খেলার প্রশিক্ষণ নিতে যেতে হয়। তবু খেলার টানে একদিন প্রশিক্ষণে কামাই দেয় না।

ছাত্রীদের এই সাফল্যের পিছনে কামাত বিন্দি পল্লি যুব সংঘ ও প্রশিক্ষক তাপস রায়ের অবদান অনেকটাই। প্রশিক্ষক তাপসের কথায়, 'ওই স্কুলের খেলোয়াড়রা খুবই সিরিয়াস। তাদের পারফরমেন্সও খুব ভালো। এই জন্যই ওরা নির্বাচিত হয়েছে।'

কামাত বিন্দি পল্লি যুব সংঘ ক্লাব সদস্য স্বপন রায় বলেন, 'রাজ্য দলের হয়ে স্থান পাওয়া প্রতিটি খেলোয়াড় দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে উঠে এসেছে। কারও বাবা পরিযায়ী শ্রমিক, কেউ কৃষক পরিবারের সন্তান।' তাঁর ভরসা, 'আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস জাতীয় স্কুল গেমসে বাংলা দল ভালো ফল করবে।'

বাংলার দলে সুযোগ পাওয়া দেওয়ানগঞ্জের পাঁচকন্যা।

> রাজ্য দলের হয়ে স্থান পাওয়া প্রতিটি খেলোয়াড় দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে উঠে এসেছে। কারও বাবা পরিযায়ী শ্রমিক, কেউ কৃষক পরিবারের সন্তান। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস জাতীয় স্কুল গেমসে বাংলা দল ভালো ফল করবে।
>
> **স্বপন রায়** *ক্লাব সদস্য, কামাত বিন্দিপল্লি যুব সংঘ*

গ্রেপ্তার

আপত্তিকর ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ায় আত্মহত্যার চেষ্টা করল নাবালিকা। বীরভূমের ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মালগাড়ির ধাক্কা

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে শাখার বালিচক স্টেশনে মালগাড়ির ইঞ্জিন ও দুই বগির ধাক্কা লাগে প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে। বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটেনি। ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে রেল।

সরব বাংলা পক্ষ

দমদমের নাবালিকার গণধর্ষণের প্রতিবাদে মিছিল করল বাংলা পক্ষ। এয়ারপোর্ট ১ নম্বর গেট থেকে নাগেরবাজার পর্যন্ত মিছিল হয়। ধর্ষকদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে বাংলা পক্ষ। মিছিলে নেতৃত্ব দেন গর্গ চট্টোপাধ্যায়।

আত্মঘাতী মা

ছেলের মৃত্যু দেখার পরই তিনতলা থেকে ঝাঁপ মেরে আত্মঘাতী হলেন মা। পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের রাইনগ্রামের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে।

শিশুকে যৌন নির্যাতনে গ্রেপ্তার ঠাকুরদা

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : হুগলির তারকেশ্বরে চার বছরের ঘুমন্ত শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের জালে তার ঠাকুরদা। শনিবার ভোরে মশারি কেটে শিশুটিকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর পাশবিক অত্যাচারের পর স্টেশন সংলগ্ন একটি নর্দমা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাকে। ইতিমধ্যেই তার মেডিকেল টেস্ট করা হয়েছে। যৌন নির্যাতনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। হুগলির গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন প্রাথমিক তদন্তের পর জানান, যৌন নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত একজনই। গুড়াপের শিশু ধর্ষণের মতো এই ঘটনারও তদন্ত দ্রুত শেষ করা হবে। তদন্তের জন্য ৫ জনের একটি দলও গঠন করা হয়েছে।

> একটা শিশুর জীবন নষ্ট হয়ে গেল। সত্য লুকোতে পুলিশ প্রশাসন মিথ্যে ভাবমূর্তি তৈরি করছে। তারা সত্যি পুলিশ কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি একজন ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

শিশুর ঠাকুরদাকে দীর্ঘ জেরার পর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার আরও জানান, ঘটনাটি স্পর্শকাতর, অপ্রত্যাশিত। রবিবার আদালত বন্ধ থাকায় অভিযুক্তকে একদিনের জন্য জেলে পাঠানো হয়েছে। সোমবার আদালতে হাজির করানো হবে। ইতিমধ্যেই ফরেন্সিক দল নমুনা সংগ্রহ করেছে। চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটিকে তদন্তে যুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন শিশুটি হোমে থাকবে। এই ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'একটা শিশুর জীবন নষ্ট হয়ে গেল। সত্য লুকাতে পুলিশ প্রশাসন মিথ্যে ভাবমূর্তি তৈরি করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি একজন ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী।'

ঠাকুমার পাশেই শিশুটি শুয়ে ছিল। ভোর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে স্টেশন সংলগ্ন নর্দমা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। শিশুটির যৌনাঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তার গলায়, যৌনাঙ্গে কামড়ের দাগ ছিল। তাকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারের দাবি, যৌনাঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। এর পর শিশুটিকে নিয়ে পুলিশের কাছে যায় পরিবারের সদস্যরা। তবে অভিযোগ, তাদের থানা থেকে চলে যেতে বলা হয়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধের পর মেডিকেল পরীক্ষার জন্য ফের শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় জানান, এই ঘটনায় রেল পুলিশের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে বলে তিনি মনে করছেন। রাজ্য পুলিশের তরফে সকালে অভিযোগ জানানোর কথা বলা হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরের কথা শুনে ওই পরিবার থানা থেকে চলে যায়। তবে শিশুটির চিকিৎসা সহ সমস্ত রকমের সহায়তা করেছে প্রশাসন।

ব্রেনস্ট্রোকে মৃত্যু বিএলও'র

মেয়ের মুখে বিষ, এসআইআর আতঙ্কের অভিযোগ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা ও বর্ধমান, ৯ নভেম্বর : কাজের চাপে ব্রেনস্ট্রোক হয়ে এক বিএলওর মৃত্যুর অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নমিতা হাঁসদা (৫০) বলরামপুরে ২৭৮ নম্বর বুথের বিএলও হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি মেমারি থানার বোহার দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চক বলরামের বাঙাল পুকুর এলাকার বাসিন্দা। শনিবার রাতে তিনি ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর স্বামী মাধব হাঁসদা বলেন, 'কাজের চাপেই এই ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদিন বেশি সংখ্যক বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এত চাপ নিতে পারছিলেন না। কর্মরত অবস্থাতেই ব্রেনস্ট্রোক হয়েছে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি।' তাঁর ছেলে মানিক হাঁসদাও অত্যাধিক কাজের চাপকেই দায়ী করেছেন।

জেলা শাসক আয়েশা রানি জানান, যাঁরা অসুস্থ তাঁদের ডিউটি থেকে বাদ দেওয়া হয়। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখছেন। বিএলও ঐক্যমঞ্চের সম্পাদক স্বপন মণ্ডল সিইওর দপ্তরে চিঠি দিয়ে নমিতার পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি করেছেন।

এরই মধ্যে এসআইআর আতঙ্কে ছয় বছরের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন হুগলির ধনেখালির এক গৃহবধূ। পরিবারের সকলে এনুমারেশন ফর্ম পেলেও শুধু তিনিই পাননি। তাই মানসিক অবসাদের জেরে আত্মহত্যার চেষ্টা বলে দাবি পরিবারের। বর্তমানে দুজনেই এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বিধায়ক অসীমা পাত্র বলেন, 'বিজেপি নেতারা যেভাবে বলছেন, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেব, তাতে গোটা বাংলায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।' পূর্ব বর্ধমানের কালনাতেও ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকার কারণে ক্ষিতীশ শর্মা নামে এক ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ।

> কাজের চাপেই এই ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদিন বেশি সংখ্যক বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এত চাপ নিতে পারছিলেন না। কর্মরত অবস্থাতেই ব্রেনস্ট্রোক হয়েছে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হয়নি।
>
> **মাধব হাঁসদা**
> মৃতের স্বামী

বিএলওদের এনুমারেশন ফর্ম বিলিতে অনিয়ম, তাঁদের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা নিয়েও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। এদিকে পিংলা বিধানসভার খড়্গপুর ২ ব্লকের তেঁতুলমুড়ি ১৩২ নম্বর বুথে বিএলওর স্বামী ও তৃণমূল নেতা ফর্ম বিলি করেছেন বলে অভিযোগ। হাওড়ার উনসানির সর্দারপাড়ায় তৃণমূলের সহায়তা শিবিরে ফর্ম বিলির অভিযোগ নিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও। নিউআলিপুরের সাহাপুরে স্কুলের মধ্যে ক্যাম্প করে এনুমারেশন ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠেছে। যদিও বিএলওদের দাবি, এলাকাবাসীদের অনুরোধেই তাঁরা এটা করেছেন। কয়েকজন এই ক্যাম্প থেকে ফর্ম তুলেছেন। কালনায় রাস্তা থেকে উদ্ধার হয়েছে বালুরঘাট এলাকার ২৭টি এনুমারেশন ফর্ম। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তায় পড়ে থাকা ফর্মগুলি নিয়ে যাচ্ছিলেন বিজেপির বিএলএ ১। তাঁকে আটকে রেখে কালনা থানায় খবর দেওয়া হয়। ওই বিএলএ-কে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। মহকুমা শাসক জানান, দক্ষিণ দিনাজপুরের এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকটি মিসিং ছিল। এগুলি সেই ফর্ম কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে এনুমারেশন ফর্ম বিলির সময়সীমা বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে চিঠি দিয়েছেন বিএলও ঐক্যমঞ্চ। তাদের দাবি, ১১ নভেম্বরের বদলে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ফর্ম বিতরণের সময় বাড়ানো হোক।

সেয়ানে-সেয়ানে... রবিবার কলকাতার পথে মোরগের লড়াই। ছবি : রাজীব মণ্ডল

৩১ শতাংশ উপভোক্তা কাজ শেষ করেননি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : টাকা পাওয়ার প্রায় ১ বছর পরও প্রায় ৩১ শতাংশ উপভোক্তা এখনও বাংলার বাড়ি প্রকল্পে কাজ শেষ করেনি। গত ডিসেম্বরে রাজ্যের ১২ লক্ষ ৩৪ হাজার উপভোক্তাকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। গত জুন মাসে দ্বিতীয় কিস্তির আরও ৬০ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও ৩ লক্ষ ৭০ হাজার বাড়ি তৈরি অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কোচবিহার জেলাতেই রয়েছে ২৯ হাজার বাড়ি। এছাড়াও মুর্শিদাবাদে ৩৯ হাজার, উত্তর ২৪ পরগনায় ৪৭ হাজার ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৪৬ হাজার বাড়ি তৈরি অসম্পূর্ণ রয়েছে। এই বাড়িগুলি তৈরি কেন সম্পূর্ণ হয়নি তা নিয়ে জেলা শাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। অসম্পূর্ণ বাড়িগুলির উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে কারণ খোঁজার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছর ডিসেম্বরে আরও ১৬ লক্ষ উপভোক্তাকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপভোক্তাদের তালিকা তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। চলতি আর্থিক বছরের (২০২৫-২৬) বাজেটে এই ১৬ লক্ষ উপভোক্তার বাড়ি তৈরির জন্য টাকা সংস্থানও রাখা হয়েছে। তার আগে জেলাগুলি থেকে সমীক্ষা রিপোর্ট চেয়ে পাঠান মুখ্যসচিব। সেখানেই দেখা যায়, প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার উপভোক্তা এখনও বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করেননি। কেউ লিনটন পর্যন্ত কাজ করে রেখে দিয়েছেন, আবার কেউ ছাদ ঢালাই করেননি। প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর লিনটন পর্যন্ত কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। লিনটন পর্যন্ত কাজ শেষ হলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার কথা। মে মাসের মধ্যে লিনটন পর্যন্ত কাজ করার নির্দেশ থাকলেও প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ উপভোক্তা জুলাই মাস পর্যন্ত লিনটনের কাজ শেষ করার পর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা অনেকেই এখনও বাড়ির কাজ অসম্পূর্ণ রেখেছেন। তাঁরা যাতে দ্রুত কাজ শেষ করেন সেইজন্য বিডিওদের এলাকায় তদারকিও করতে বলা হয়েছে।

যদিও প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশ মনে করছেন, এবার রাজ্যে বর্ষা বেশি হওয়ার কারণে কাজ আটকে যাওয়া স্বাভাবিক। দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবছর তিনবার বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে সেখানে কাজের অগ্রগতি শ্লথ হওয়ার কথা। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়া জেলাগুলির মধ্যে হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া জেলায় কাজের অগ্রগতি ভালো। তুলনামূলকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার জেলায় পরিস্থিতি ততটা ভয়াবহ না হলেও সেখানে কাজ পিছিয়ে রয়েছে। সেই জন্য কারণ খতিয়ে দেখতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'উপভোক্তারা যাতে দ্রুত কাজ শেষ করেন, সেজন্য তাঁদের আমরা উৎসাহিত করছি। এজন্য জনপ্রতিনিধিদেরও দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে।'

রবি-বঙ্কিমের অসম্মান, সরব গণমঞ্চ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : সম্প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে কর্ণাটকের বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর কাগেরির মন্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। রবিবার দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'আরএসএস-বিজেপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিদেশের দালাল বলে দেগে দিতে চায়।' তাদের দাবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরির অপচেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির।

ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় সরব হয়েছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা ও ব্রাত্য বসু। জোড়াসাঁকোতে বিশ্বকবির মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শশী দাবি করেন, অবিলম্বে এই মন্তব্যের জন্য কর্ণাটকের সাংসদের পদত্যাগ করা উচিত। এদিন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, সাংসদ দোলা সেন, ইতিহাসবিদ সৈয়দ তানভির, বাসুদেব ঘটক, বর্ণালি মুখোপাধ্যায়, নাজমুল হক ও অভিনেতা ভিভান ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্টের দাবি, বন্দেমাতরম কিংবা জনগণমন নিয়ে মন্তব্য করার অধিকার নেই বিজেপির। বিজেপি হিন্দু বলে যাঁদের দাগিয়ে দিতে চায়, রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রেণিতে পড়েন না। কারণ, তিনি সম্প্রীতির কথা বলে গিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দে মাতরমের' সার্ধশতবর্ষ পালনের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে নয়াদিল্লিতে কর্ণাটকের সাংসদ মন্তব্য করেছিলেন, ইংরেজদের খুশি করতে জনগণমন লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গণমঞ্চের পালটা যুক্তি, রবীন্দ্রনাথ পঞ্চম জর্জের আগমন উপলক্ষ্যে জনগণমন লিখেছিলেন। বিজেপির এই জ্ঞানও নেই। দেশের এই মহান দুই সংগীতকে সমান সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়েছে মঞ্চ।

দমদমে নাবালিকা ধর্ষণের প্রতিবাদে মিছিল কলকাতায়। রবিবার।

মৃতদের পরিবারের পাশে অভিষেকের দল

এসআইআর পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন কল্যাণের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিশেষ প্রতিনিধিদল রবিবার পৌঁছে গিয়েছিল এসআইআর আতঙ্কে মৃত ব্যক্তিদের বাড়িতে। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভায় ২৯১ জনের নাম ভোটার তালিকা থেকে উধাও বলেও অভিযোগ উঠেছে। রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের অভিযোগ, 'কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন চক্রান্ত করে হাজার হাজার নাম বাদ দিচ্ছে। কমিশনের কাছে জবাব চাইতে যাব।'

সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, '২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম থাকলে তাঁকে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। ফর্ম জমা দিলে তবেই নতুন ভোটার তালিকায় নাম উঠবে। জমা না দিলে নাম উঠবে না। তাহলে ২০২৪ বা ২০২৫-এ যিনি ভোট দিয়েছেন, তাঁর ভোটাধিকার কেন থাকবে না?' দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ২১২ নম্বর বুথে অভিযোগ উঠেছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় এলাকার ৪১ জন ভোটারের নাম থাকলেও নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে তাঁদের নাম নেই। দুর্গাপুর মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস ও পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস পোন্নাবলমের কাছে তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছেন। রবিবার এলাকায় যান দুর্গাপুর ১ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি রাজীব ঘোষ, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতা। যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় নেই, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। সুমন জানিয়েছেন, বিষয়টি কমিশনকে জানানো হবে। স্থানীয় সঞ্জয় সেনের কথায়, '২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও কমিশনের তালিকায় আমাদের নাম নেই।' বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের পালটা অভিযোগ, 'তৃণমূল এসআইআর নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।'

এদিন অভিষেকের নির্দেশে এসআইআর আতঙ্কে মৃত বিমল সাঁতরার জামালপুরের বাড়িতে যান বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রবি চট্টোপাধ্যায়। ভাঙড়ে মৃত সফিকুল ইসলামের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিধায়ক সওকত মোল্লা ও দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। বহরমপুরে মৃত তারক সাহার বাড়িতে যান মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও বিধায়ক অপূর্ব সরকার। কুলপিতে মৃত হাফেজের বাড়ি যান সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও বাপি হালদার। বীরভূমের সাঁইথিয়ায় মৃত বিমান প্রামাণিকের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। আগামী কিছু মাসের মধ্যে দিল্লিতে কমিশনের দপ্তর অভিযান করার বার্তা ইতিমধ্যেই দিয়েছেন অভিষেক। রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, মৃতদের পরিবারকে সঙ্গে নিয়েই দিল্লি অভিযান করতে পারে ঘাসফুল।

ডিসেম্বরে বাঘ শুমারি

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : ১১ ও ১২ ডিসেম্বর সুন্দরবনে শুরু হচ্ছে বাঘশুমারি। এজন্য সুন্দরবনের জঙ্গলের একাংশে পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। প্রতিবছরই একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাঘের সংখ্যা জানতে এই শুমারি হয়। শুধু সুন্দরবনেই নয়, বাঘের সংখ্যা জানতে উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলেও এই শুমারির ব্যবস্থা করা হয়। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে শুমারি নিয়েও শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

জঙ্গলের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে বাঘের পায়ের ছাপ সংগ্রহ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক চিহ্ন খতিয়ে দেখে বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বাঘশুমারির কাজ করা হয়।

বন দপ্তর জানাচ্ছে, ১১ ও ১২ ডিসেম্বর পর্যটকদের জন্য সুন্দরবনে জলপথে ভ্রমণও বন্ধ থাকছে। ওই দু'দিন কোনও বোট বা লঞ্চ পর্যটকদের নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারবে না। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষের খবর, বাঘশুমারির প্রথম পর্যায়ের কাজ চলবে এই দু'দিনে। সেই কারণেই পর্যটন বন্ধের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পর্যটকদের যাতায়াত ও শব্দদূষণের কারণে শুমারির কাজে বিঘ্ন ঘটে। তাই ওই দু'দিন পর্যটকবিহীন রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১১ ও ১২ ডিসেম্বর সুন্দরবনে প্রবেশের জন্য অনলাইন বুকিংও বন্ধ থাকবে, ফলে কোনও পর্যটনকেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

সরকারি এই নির্দেশিকার পর বোট মালিক ও ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে কিছুটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও তাদের আর্থিক ক্ষতি হবে, তবু পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ রক্ষার স্বার্থে পর্যটকদের বুকিং তারা বাতিল করছে ও অর্থ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করছে।

সুন্দরবনবাসীরাও চাইছেন, বাঘশুমারির কাজ যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। সুন্দরবনে প্রায় প্রতি চার বছর অন্তর বাঘশুমারি হয়। তবে তার মধ্যেও ছোট ছোট অঞ্চলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ বা প্রাথমিক গণনা প্রতি বছরই চালানো হয়। সেই অনুযায়ী এবার ১১ ও ১২ ডিসেম্বর প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করা হচ্ছে।

ফের চিটফান্ডের হদিস আসানসোলে

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়

আসানসোল, ৯ নভেম্বর : আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে রবিবার আসানসোল দক্ষিণ থানায় একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। যেখানে আরও একটি চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে হাজার হাজার মানুষের প্রতারিত হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। এদিন প্রতারিত হওয়া শতাধিক মানুষ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান।

২০০ কোটি কেলেঙ্কারির অভিযোগ

বিধায়ক জানান, সম্প্রতি আসানসোলে একই ধরনের চিটফান্ড কেলেঙ্কারির ঘটনা সামনে এসেছিল। সেই কেলেঙ্কারিতে শাসকদল তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের নেতা শাকিল আহমেদের ছেলে তহসিন আহমেদ জড়িত। এবার আসানসোলে আবারও একই ধরনের কেলেঙ্কারির অভিযোগ সামনে এল। তিনি বলেন, 'অ্যারোপোনিক্স এগ্রিকালচার অ্যান্ড সাপোর্ট ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট নামে একটি কোম্পানি এই চিটফান্ড কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত। এই কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই, সেইসঙ্গে ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়েও হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কোম্পানির মালিক ফায়াজ আহমেদ এবং মহম্মদ নাদিম এই কেলেঙ্কারির মাথা। সেইসঙ্গে রয়েছে বিজয় পণ্ডিত, সাবির আনসারি, রোহিত রানা এবং সাকির আলি। এদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। যার পরিমাণ ২০০ কোটি টাকারও বেশি বলে জানা গিয়েছে।' এই পুরো কেলেঙ্কারিতে জড়িত সমস্ত অপরাধীদের সাতদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চিটফান্ডের মাথা এবং তার সঙ্গীরা আসানসোল শহরের বাসিন্দা। তারা আপাতত ফেরার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিভিন্ন দপ্তরের কাজের রিপোর্ট তলব

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নিজেদের এলাকায় এসআইআরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রাজ্যের মন্ত্রীরা। দপ্তরের কাজে যতটা প্রয়োজন ততটা সময় দিতে পারছেন না তাঁরা। বিধানসভা ভোটের আগে এখন এটাই ভাবাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

নবান্নের ওপর মহল সূত্রের খবর, রাজ্যে এসআইআরের কাজের সরগরম আবহের মধ্যেও ব্যস্ততা কাটিয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পূর্ত, পুর ও নগরোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, কৃষি ও সেচের মতো দপ্তরগুলির কী কাজ হয়েছে বা হচ্ছে, বাজেট বরাদ্দের টাকা কীভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে, আশু আগামী পরিকল্পনাই বা কী, তার মূল্যায়ন চান মুখ্যমন্ত্রী।

মন্ত্রীরা এসআইআরের কাজে ব্যস্ত থাকলেও দপ্তর সচিবরা এই কাজে কতটা এগিয়ে আছেন তথ্য পরিসংখ্যান সহ তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী হাতে পেতে চান। এ ব্যাপারে মুখ্য সচিবকে নির্দেশও দিয়েছেন তিনি বলে জানা গিয়েছে নবান্ন সূত্রেই।

নবান্নের শীর্ষ মহলের ধারণা, রাজ্যে এসআইআরের কাজের হাওয়া গরম হওয়ার আগে মন্ত্রীসভার ছোটখাটো রদবদল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনা বারবার ধাক্কা খেয়েছে। এখন ওই উদ্যোগ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে গুটিয়েও নিয়েছেন। বিধানসভা ভোটের পর নতুন সরকার গঠনের সময়ই মন্ত্রীসভার চেহারা নিয়ে আবার তিনি ভাববেন বলেই ঘনিষ্ঠ মহলে তা জানিয়ে দিয়েছেন। এখন শুধু ভোটের আগে দলকে ঠিকভাবে তৈরি করা এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের গতি বাড়ানোর দিকেই নজর মুখ্যমন্ত্রীর।

নবান্নে তাঁর সচিবালয়ের খবর, রাজ্যে ভোটার তালিকার সংশোধনের কাজে আবহ কিছুটা স্তিমিত হওয়ার পরই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির কাজের মূল্যায়ন করতে মুখ্যমন্ত্রী আলাদা আলাদাভাবে বৈঠক করবেন। চলতি মাসের শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচির খসড়া তৈরি করা হচ্ছে। নবান্নে তাঁর সচিবালয় এই ব্যাপারে এখন থেকেই তৎপর বলে জানা গিয়েছে। মন্ত্রীদের আপাতত বাদ দিয়েই তাঁদের দপ্তর সচিবদের এ বিষয়ে সক্রিয় করা হচ্ছে।

বন্ধ ঘড়ি অক্সিজেন পায় গোপালের কাছে

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : রং চটে যাওয়া দেওয়াল। তার গায়ে সাজানো ধুলো জমে থাকা ফ্রেঞ্চ, সুইস, ব্রিটিশ ঘড়ির সারি। কাঠের রেকে অর্ধজীবিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে টেবিল ক্লক, হ্যান্ড ওয়াচ, ব্যাটারি চালিত ও মেকানিক্যাল ঘড়ির রাশি। ম্যাগনিফাইং লেন্সে চোখ রেখে ভিতরের কলকবজা নেড়েচেড়ে দেখছেন সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। শিয়ালদা স্টেশন থেকে এমজি রোড ধরে কলেজ স্ট্রিটের দিকে হাঁটলেই বাঁদিকের ফুটপাথে একফালি একটি দোকান। ৫০এ মহাত্মা গান্ধি রোডের এই ঠিকানায় এসে অক্সিজেন খুঁজে পায় দম আটকে যাওয়া ঘড়িগুলি। তার জোগান দেন গোপালচন্দ্র দাস। পূর্বপুরুষের এই দেড়শো বছরের দোকান আগলে পুরোনো কলকাতার সময় আঁকড়ে ধরে রেখেছেন এই বৃদ্ধ।

কলেজ স্ট্রিটের এক কোণে পড়ে থাকা দোকানটিকে বাইরে থেকে দেখলে যেন মনে হয় এখানে এসে সময় থমকে গিয়েছে। সারাদিন কত শব্দ, 'টিকটিক', 'ঢংঢং'। সকাল থেকে সন্ধে চোখ, মস্তিষ্ক ও আঙুলের কারসাজিতেই মৃতপ্রায় ঘড়িগুলিতে প্রাণ ফিরিয়ে আনেন সময়ের কারিগর। উঠে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার চাইমিংটির বাক্স খুলে দম দিয়ে দেখালেন। বললেন, 'জানেন, এটায় দিনে ৪ বার দম দিতে হয়। মথুরা থেকে যন্ত্রপাতি এনে ঠিক করতে হয়েছে।'

গোপালবাবু বললেন, 'একেবারে প্রথমে আমার প্রিন্টিংয়ের ব্যবসা ছিল। ফোটোগ্রাফিতেও প্রবল ঝোঁক ছিল। কিন্তু বাপ-ঠাকুরদার স্মৃতি বলে এত সহজে এই কাজ ছাড়তে পারিনি। আমার পর দোকান চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কেউ নেই। ছেলে আইটি সেক্টরে কাজ করে।' ঘড়ি হাতে নিয়েই তিনি বুঝে যান অসুখের কারণ এবং কী পথ্য প্রয়োজন। ফরাসি, জাপানি, জার্মানি, আমেরিকান, ভারতীয় মিলিয়ে বহু পুরোনো অ্যান্টিক ঘড়ি রয়েছে তাঁর কাছে।

দোকানে ঘড়ি সারাতে ব্যস্ত গোপালচন্দ্র দাস।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ বছর আগে সূর্য-ঘড়ি, জল-ঘড়ি, বালি-ঘড়ির ইতিহাস কমবেশি সবার পড়া। জার্মানি উদ্ভাবক পিটার হেনলেইন প্রথম যান্ত্রিক ঘড়ি আবিষ্কার করেছিলেন। কালের বিবর্তনে পকেট ওয়াচ থেকে হাতঘড়ি, ব্যাটারিচালিত ঘড়ি পেরিয়ে বর্তমানে এখন স্মার্ট ওয়াচের রমরমা। মোবাইল ফোনের সব কারুকার্য এক নিমেষে স্মার্ট ওয়াচটায় করে ফেলা দেদার সহজ। তাই আক্ষেপ নিয়েই বললেন, 'এখনকার জেনারেশন পুরোনো ঘড়ি নিয়ে আগ্রহী নয়। আসলে ইতিহাসের সংরক্ষণ নিয়ে তাঁদের কোনও মাথাব্যথা নেই।'

অ্যানসোনিয়া, অ্যাংলোসুইস, ক্লোক, গ্র্যান্ড ফাদার, রোলেক্স, ওমেগা, টিসো থেকে শুরু করে নানা কুলীন গোত্রীয় হাতঘড়ির কোনওটার লিভার বদল, কোনওটার স্প্রিং সবই যেন তাঁর নখদর্পণে। তাঁর মন্তব্য, 'বিদেশ থেকেও লোকেরা আসেন। একবার লন্ডন থেকে একজন একটি ঘড়ি এনেছিলেন। সেটি ছিল ইউনিভার্সাল হ্যান্ডমেড। সারাতে ৮০ হাজার টাকা নিয়েছিলাম।' একরাশ আশা নিয়েই বৃদ্ধ বললেন, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি এই পুরোনো জিনিসগুলি নিয়েই বেঁচে থাকব। এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব।' ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ির হর্ন, স্ট্রিট লাইটের আলো, হিমেল হাওয়ার সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক শান্ত সন্ধ্যায় যেন পেন্ডুলামগুলি দুলতে দুলতে বলে উঠল, 'আছে আছে, এখনও দম আছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭১ সংখ্যা, সোমবার, ২৩ কার্তিক ১৪৩২

নিয়মভঙ্গের খেলা

প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন শেষণের জমানায় কোনও ক্ষেত্রেই পান থেকে চুন খসার জো ছিল না। এখনকার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর জমানায় নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যথেচ্ছাচারের গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ উঠছে। এই সমস্যা বেশি করে আসছে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে (এসআইআর) কেন্দ্র করে।

এক সপ্তাহেরও বেশি হয়ে গেল রাজ্যে বাড়ি বাড়ি এনুমারেশন ফর্ম বিলি চলছে। সেই কাজে নিযুক্ত আছেন ৮০০০০ বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)। যাঁদের অধিকাংশ প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকের শিক্ষক। তাঁরা এই অতিরিক্ত কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাবেন। কিন্তু এসআইআর নিয়ে শুরু থেকেই তৃণমূল ও বিজেপির পরস্পরের বিরুদ্ধে হুংকারে বিএলও-রা আতঙ্কিত।

মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, একজন ভোটারের নামও তালিকা থেকে বাদ দিতে দেবেন না তিনি। বিএলও-দের একাংশ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু আদালত জানিয়ে দেয়, কমিশনের দেওয়া দায়িত্ব পালন করতেই হবে বিএলও-দের। অন্যথায় শাস্তি। একইসঙ্গে নিজের মূল কর্মক্ষেত্র স্কুলও সামলাতে হবে তাঁদের।

পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রধান সমস্যা হল, বহু জেলায় এনুমারেশন ফর্ম বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিলি করা হচ্ছে না। কমিশনের নিয়ম, বিএলও-রা বাড়িতে গিয়ে ফর্ম দেবেন ও ভোটারদের সব বুঝিয়ে বলবেন। তারপর আবার আরেক দিন গিয়ে পূরণ করা ফর্ম নিয়ে আসবেন। প্রতিটি বাড়িতে তিনবার যাওয়ার কথা তাঁদের। অথচ বিভিন্ন জেলা থেকে উলটো খবর পাওয়া যাচ্ছে।

বাস্তবে ফর্ম বিলি, পূরণে সহায়তা ইত্যাদি এরাজ্যে পুরোটা চলে গিয়েছে শাসকদলের নিয়ন্ত্রণে। সকাল থেকে পাড়ায় পাড়ায় টোটোয় মাইকে ভোটারদের উদ্দেশে আবেদন করা হচ্ছে, বিএলও-রা বাড়িতে যাবেন না। এনুমারেশন ফর্মের জন্য ওয়ার্ড অফিসে আসতে হবে সকলকে। সেখানে গিয়ে ফর্ম নিয়ে যেতে হবে, বাড়িতে পূরণ করে ফের ওয়ার্ড অফিসে জমা করতে হবে।

একেবারে গোড়ায় এই অভিযোগ আসছিল মূলত মালদা ও মুর্শিদাবাদ থেকে। তারপর উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা শহরতলি, নদিয়া, বীরভূম সহ বহু জেলা থেকে এমন অভিযোগ আসছে। কোথাও তৃণমূল অফিস, কোথাও তৃণমূল নেতার অফিস, কোথাও কাউন্সিলারের অফিস, কোথাও কোনও পরিচিত চায়ের কিংবা মুদির দোকান থেকে মাইকে ঘোষণা করে ফর্ম তোলার আহ্বান করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলির নির্দেশ দিয়েছে। অথচ বিএলও-রা তৃণমূলের নজরদারিতে সেই নির্দেশ পালন করতে পারছেন না। তৃণমূল এই কাজে সহায়তা করার জন্য বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) তো দিয়েছেই, তার ওপর কোনও বাড়িতে বিএলও যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁর ওপর নজরদারি করতে ৩৫-৪০ জন তৃণমূল কর্মীকে পাঠানো হচ্ছে।

ফলে নিজের মতো করে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন না বিএলও-রা। যদিও নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, দু-এক জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে এমন ঘটে থাকতে পারে। যেখানে এমন ঘটনা ঘটেছে, সেখানে যথাযথ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। কমিশন এই দাবি করলেও বাস্তব চিত্রটা যে ভিন্ন, তা সাধারণ মানুষ দেখতেই পাচ্ছে। সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে বিজেপি এইসব অনিয়মকে ঠেকাতে পারছে না। শুধু কমিশনে একের পর এক নালিশ করে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। সাংবিধানিক সংস্থাটি তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করছে কি না, তা নিয়ে সংশয় জাগছে। শুধু বিএলও-দের ওপর হম্বিতম্বি চলছে। বাড়ি বাড়ি না গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। আটজন বিএলও-কে শোকজ-ও করেছে। অন্যদিকে, সেটিং তত্ত্বের কথাও উঠেছে। বাংলার মতো বিপুল জনসংখ্যার রাজ্যে এক মাসে প্রতিটি বাড়িতে যাওয়া যদি কঠিনই হয়, তাহলে ঢাকঢোল পিটিয়ে এই কর্মযজ্ঞ আয়োজন তাই প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

ন্যায়বিচার থমকে হুমকির আড়ালে

অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তদন্ত কমিটি হয়। তদন্তের ফল জানা যায় না। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় না।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

অক্টোবর মাসটা পার হয়ে গেল। এক বছর আগে এমনই এক অক্টোবরের শেষের দিনগুলিতে আরজি কর মেডিকেলে এক চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্য উত্তাল ছিল। সেই নির্যাতিতার কল্পিত নাম দেওয়া হল অভয়া। অভয়া খুনের ন্যায্য বিচারের দাবিতে সরকারি জুনিয়ার এবং সিনিয়ার চিকিৎসকদের আন্দোলনে তোলপাড় হয়েছিল বাংলা। বিপাকে পড়ে রাজ্য সরকার নরমে-গরমে আন্দোলন স্তিমিত করার অপচেষ্টা করেছে।

সুপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়েছে। সিবিআই একের পর এক শুনানিতে মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দিয়েছে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে। রিপোর্টে একের পর এক চাঞ্চল্যকর এবং ভয়ংকর সব তথ্য উঠে আসায় বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি চন্দ্রচূড়। বলেছিলেন, ওই ঘটনায় জড়িত যাঁদের নাম উঠে আসছে, তা প্রকাশ্যে এলে ভয়ানক কাণ্ড ঘটে যাবে। শীর্ষ আদালতের সেইসব শুনানির দিকে তখন তাকিয়ে থাকত সারা দেশ।

আন্দোলনরত জুনিয়ার চিকিৎসকরা ধর্মতলার ধর্নামঞ্চে বসে মোবাইলে সেই শুনানি দেখতেন। শেষপর্যন্ত সিবিআই কলকাতা পুলিশের তদন্তে সিলমোহর দিয়েছিল। শিয়ালদা আদালত সেই তদন্তে ধর্ষণ ও খুনে একমাত্র দোষী সাব্যস্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। সিবিআইয়ের এই তদন্তে খুশি হয়নি অভয়ার পরিবার, চিকিৎসকদের বড় অংশ।

ওই সময় সুপ্রিম কোর্ট সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য একগুচ্ছ নির্দেশ জারি করেছিল। গত এক বছরে রাজ্য সরকার সেইসব নির্দেশ কতটা মেনেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন অনেক। অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে গত বছর এই সময়ের উত্তাল এবং স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলন আজ একেবারেই স্তিমিত। অভয়া মঞ্চ এবং সরকারি ডাক্তারদের কিছু সংগঠন মাঝে মাঝে রাস্তায় নামে বটে। 'অভয়ার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই' বলে স্লোগানও দেয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সেই স্লোগান নবান্নের চোদ্দোতলায় পৌঁছায় কি না, জানা নেই।

অভয়া কাণ্ড ঘটে যাওয়ার প্রায় ১৪ মাস পরেও সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির বিরাম নেই। চলতি উৎসবের মরশুমে দুর্গাপুরে এক বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। ওই তরুণী ওডিশার বাসিন্দা। পরিবার তাঁকে নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এই রাজ্যে মেয়েকে রাখতে ভরসা পাননি সন্ত্রস্ত বাবা-মা।

তারপরই উলুবেড়িয়া সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সিভিক ভলান্টিয়ারের নিগ্রহের শিকার হন এক তরুণী চিকিৎসক। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এনে তাঁকে মারধর করা হয়। ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। কী করে বাড়ি ফেরেন, দেখে নেওয়া হবে বলে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজও করা হয়। অভিযুক্তদের পিছনে শাসকদলের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। আরও আছে। গাইঘাটায় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে নিগৃহীতা হন এক ইঞ্জিনিয়ার তরুণী। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে মার খান সরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসক। এই ঘটনায় ধৃতদের মধ্যে এক তৃণমূল নেতার আত্মীয় আছেন বলে অভিযোগ।

এরপর আসুন কলকাতার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এসএসকেএমে। সেখানে এক নাবালিকাকে শৌচালয়ে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত এক অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী। তিনি আবার এসএসকেএম হাসপাতালের কর্মী নন। এনআরএস মেডিকেলের কর্মী। চিকিৎসকের নীল অ্যাপ্রন, নীল টুপি পরে সেই রক্ষী কী করে হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ঢুকলেন, কে জানে!

এর মধ্যে বীরভূমের মহম্মদবাজারে এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লাঞ্ছিত হয়েছেন এক নার্স। ছুটির মধ্যে হাসপাতালে ডিউটি করতে গিয়ে তাঁকে মার খেতে হয়েছে এক মদ্যপের হাতে। নার্সের মাথায় ২২টি সেলাই পড়েছে। ঘটনার ঘনঘটা আরও আছে। উত্তরবঙ্গের ইসলামপুর হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সকে ধমকেছেন সেখানকার রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা শাসকদলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

নার্সের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে গেলে নার্স ইনচার্জকেও শাসকদলের নেতার রোষানলে পড়তে হয়। ওই নেতার সঙ্গীরাও ধমকধামক দেন প্রবীণ নার্স ইনচার্জকে। কানাইয়ালাল তাঁকে বদলির হুমকি দেন। সেই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। দিনকয়েক আগেই কান্দি হাসপাতালে এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীকে নিগ্রহ করা হয়েছে।

সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস, জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস, অভয়া মঞ্চের অভিযোগ, আরজি করের ঘটনা থেকে রাজ্য সরকার কোনও শিক্ষা নেয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মানেনি সরকার। সরকারি হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকরা এখন আতঙ্কেই থাকেন। যথারীতি বিভিন্ন হাসপাতালে শাসকদলের মদতপুষ্ট চিকিৎসকদের হুমকি-সংস্কৃতির দাপট চলছে। এক কথায়, গত বছর আরজি করের সেই নৃশংস ঘটনার পরেও সরকারি হাসপাতালগুলির হাল ফেরেনি।

সরকারি হাসপাতালে যখন ডাক্তার, রোগীর ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন সেগুলি বন্ধ করার বদলে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের চক্রান্ত খুঁজে বেড়ালেন। স্বাস্থ্য দপ্তরে যে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে, তা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। দুর্নীতি, বেনিয়ম, এক শ্রেণির চিকিৎসকের দাদাগিরি, বদলি, পোস্টিংয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, লবিবাজি ইত্যাদি সব চলছে অবাধে।

সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে এক-একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সরকার ঘটা করে বৈঠক করে। তদন্ত কমিটি হয়। নানা সিদ্ধান্ত হয়। তদন্ত কমিটির ফল জানা যায় না। সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত হয় না। শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের একটাই লবজ শোনা যায়, আইন আইনের পথে চলবে। আমরা এসব ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নিয়ে চলি। কোনও কোনও মুখপাত্র বা মন্ত্রী আবার দাবি করেন, এখানে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। তারপরেই তাঁরা বিজেপি শাসিত রাজ্যে কোথায় কী ও কত অপকম্ম হয়েছে, তার খতিয়ান খুঁজতে শুরু করে দেন। বোঝানোর চেষ্টা করেন, ওইসব রাজ্য কত খারাপ। সরকার বা পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয় বলেই কি সাত খুন মাফ হয়ে যায় বাংলায়?

এসএসকেএমে নাবালিকার শ্লীলতাহানির পর আমরা কী দেখলাম? নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ হাসপাতাল কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করলেন। সেই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি একাধারে পুলিশমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুললেন, তাঁর হাতে থাকা দুই দপ্তরকে নিশানা করা হচ্ছে না তো এসব ঘটিয়ে? এসবের পিছনে বিরোধীদের চক্রান্ত রয়েছে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন।

সরকারি হাসপাতালে যখন ডাক্তার, রোগীর ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন সেগুলি বন্ধ করার বদলে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের চক্রান্ত খুঁজে বেড়ালেন। স্বাস্থ্য দপ্তরে যে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে, তা একটা বাচ্চা ছেলেও জানে। দুর্নীতি, বেনিয়ম, এক শ্রেণির চিকিৎসকের দাদাগিরি, বদলি, পোস্টিংয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, লবিবাজি ইত্যাদি সব চলছে অবাধে।

গত বছর আরজি কর আন্দোলনের আবহে জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে নবান্নের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী যেসব গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার অনেক কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। ২০২৪-এর ১৪ অগাস্ট রাতে কারা আরজি কর মেডিকেলে তাণ্ডব চালাল, তা আজ পর্যন্ত জানা গেল না। মেয়ের ধর্ষণ ও খুনের ন্যায্য বিচারের দাবিতে আজও অভয়ার বাবা-মা দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা বলছেন বটে, শেষ দেখে ছাড়ব। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও হাত গুটিয়ে বসে আছে। শুনানির দিন ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে।

তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আগ বাড়িয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করলেন। এজলাসে বসে তিনি সিবিআইয়ের রিপোর্ট দেখে প্রায়ই আঁতকে উঠতেন। এখনও অভয়ার পরিবার ন্যায়বিচার পায়নি জেনে অবসরের পরেও তিনি আঁতকে ওঠেন কি না, কে জানে। মাননীয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, আপনি কি একটু খোঁজ নেবেন ওই অসহায় পরিবারটির?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩২

কোচবিহারের মহারানি সুনীতি দেবীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৫৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি জয় গোস্বামী।

আলোচিত

আদবানিজির দীর্ঘ জনজীবনকে একটিমাত্র ঘটনার ভিত্তিতে বিচার করা অন্যায্য। যেমন নেহরুজিকে কেবল চিন যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য বিচার করা যায় না, ইন্দিরা গান্ধির কর্মজীবনকে জরুরি অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। আধুনিক ভারত গঠনে আদবানিজির ভূমিকা স্মরণীয়। তিনি প্রকৃত রাষ্ট্রনায়ক।

- শশী থারুর

ভাইরাল/১

বেঙ্গালুরুর চার্চ স্ট্রিট থেকে নিজের গন্তব্যে পৌঁছোতে এক মহিলা বাইকক্যাব ভাড়া করেছিলেন। যাওয়ার পথে চালক তাঁর উরুতে বারবার স্পর্শ করতে থাকেন। মানা করলেও শোনেননি। পরে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভাইরাল/২

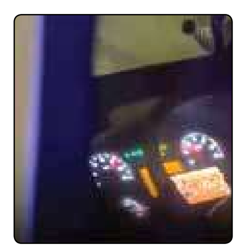

মুম্বই থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছিল বাসটি। রাত তখন ২টো ৫০। হাইওয়েতে ছুটে চলা বাসের চালক মোবাইলে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'বিগ বস' দেখছিলেন। এক যাত্রী সেই ভিডিও শেয়ার করতেই বরখাস্ত করা হয়েছে চালককে।

জনমন
জনমত

প্রদীপের নীচে চির অন্ধকার

দেশকে সেরা প্রমাণ করে হরমন-জেমিমারা যখন সবাইকে দেখিয়ে দিলেন 'আমরাও পারি' বা মেয়েরাও পারে, ঠিক সেই সময় খবরে প্রকাশ, এক ঠাকুমা সদ্যোজাতকে মেয়ে বলে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। আলিপুরদুয়ারের খবর তো আরও ভয়ানক। প্রথমে বাচ্চা হারিয়ে গিয়েছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ। পরে জানা গেল, মা তার বাচ্চাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। যদিও খবরে প্রকাশ, মা কিছুটা হলেও মানসিক ভারসাম্যহীন। আমি ক্ষেত্রবিশেষে অনেক মানসিক ভারসাম্যহীন মাকে দেখেছি। তাঁরা কেউ সন্তানের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেননি।

দেশের মেয়েদের আজও যদি এই ভাবনায় হত্যা করার প্রবণতা থাকে তাহলে অভাগা এই দেশে রিচা-ঝুলনরা মরমে মরে যাবে। সেইসঙ্গে আরও লজ্জা আমাদের, যারা একটু হলেও চাইছি নিজের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে। সে লড়াই করেই হোক বা সহজেই হোক। তাই দেশের সব মেয়ের মায়েদের কাছে নিবেদন, তাঁরা মা, এটাই তাঁদের শেষ পরিচয় হোক। প্রত্যেকটি মেয়েকে অনুভব করতে দিন তারা কারও থেকে কোনও ক্ষেত্রে কম নয়। আমরা গর্ব করতে শিখি যে আমরা মেয়ে, আমরা মা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া এই ধরনের অমানবিক, ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, সেইসঙ্গে প্রকৃত দোষী ও ইন্ধন দানকারীদের শাস্তির দাবি করছি।

সুনীতা দত্ত
গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি।

নিয়োগকর্তাদের কাছে প্রস্তাব

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত নিয়োগের আগে কর্মপ্রার্থী যে রাজ্যে নিযুক্ত হবেন সেই রাজ্যের ভাষা জানার একটি পরীক্ষা নেয়। কারণ ব্যাংকের কাজে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানীয় ভাষা না জানলে গ্রাহকদের অসুবিধা হয়। একই রকম কাজ পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ করে থাকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের স্থানীয় ভাষা জানার পরীক্ষা পোস্ট অফিসে নিযুক্তির সময় নেওয়া হয় না। ফলে বাংলা না জেনেও অনেক কর্মী পশ্চিমবঙ্গে পোস্ট অফিসের কাজে নিযুক্ত হন। পোস্ট অফিসের গ্রাহকরা সেজন্য বেশ অসুবিধায় পড়েন। ডাক বিভাগে যাঁরা কর্মচারী নিযুক্ত করেন তাঁদেরও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মতো একই ধরনের স্থানীয় ভাষা জানার পরীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। ফলে আমাদের মতো কর্মপ্রার্থীদের কিছুটা সুবিধা হবে।

পামেলা আইচ, সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

মন ভালো রাখতে হাতিয়ার ছাদবাগান

ছাদবাগানের পরিচর্যায় যে সময় যায় সেটাই 'কোয়ালিটি টাইম'। নিজের সৃজনশীলতা অন্য পর্যায়ে উন্নীত হয়।

অভিজিৎ পাল

ডিপ্রেশন বা মনখারাপ আজকাল অনেকেরই নিত্যসঙ্গী। তবে তা কাটানোর সহজ উপায়ও কিন্তু আছে, হাতের নাগালেই। 'রুফটপ গার্ডেন' বা 'ছাদবাগান'।

নগরায়ণ বাড়ছে, পাশাপাশি জমির আকালও। আগে প্রত্যেক বাড়িতে বড় উঠোন, ফুলের বাগান থাকত, কিছু সবজির চাষবাসও হত। সেসব বর্তমানে উধাও। বিশেষত শহর এলাকায় তা বটেই। স্বস্তির বিষয় বলতে, শহর এলাকায় অনেক বাড়িতেই আজকাল ছাদবাগানের দেখা মিলছে। সেখানে নানারকম ফুল গাছের পাশাপাশি ছোট আকারে সবজি চাষ করা হচ্ছে। বাড়ির ছাদে তৈরি এই ছোট্ট বাগান শুধু পরিবেশকেই শীতল রাখে না, সামগ্রিকভাবে বাড়ির তাপমাত্রা কমাতেও সাহায্য করে। টব বা বেডে ফুল, ভেষজ গাছ, সবজি— যা খুশি চাষ করা যায়। অল্প পরিশ্রমে নিজের খাবার উৎপাদনের আনন্দ মেলে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, দূষণ হ্রাসের পাশাপাশি এলাকার প্রতি পাখি, কীটপতঙ্গকে আকর্ষিত করা সম্ভব হয়। ব্যস্ত শহরে রুফটপ গার্ডেন মানসিক প্রশান্তি ও টেকসই জীবনের দিকে এক সুন্দর পদক্ষেপ।

মাঝে কয়েক বছর আগেও শহরে সাধারণ সময়ে ফুলের বড়সড়ো একটা আকাল দেখা যেত। বর্তমানে সেই ছবিটা কিছুটা বদলেছে। অন্তত ঘরোয়া কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ফুল সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মানুষ কিছুটা স্বাস্থ্য সচেতন হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অনেকেরই অভিযোগ, বাজারে উপলব্ধ সবজির মধ্যে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে বাড়িতে যে সমস্ত সবজির চাষ সম্ভব হচ্ছে সেখানে ঘরোয়া সার প্রয়োগ হচ্ছে। বাড়ির পচনশীল বর্জ্য সহজেই সার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ মিলছে। ফলে উৎপন্ন সবজি রাসায়নিকমুক্ত অবস্থায় মিলছে। মন খারাপ হলে ছাদের বাগানের ফুল, সবজি, ফল দেখে মানসিকভাবে হালকা হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া, গাছের যত্ন মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে বলে গবেষণায় দেখা গিয়েছে। ছাদবাগানের পরিচর্যায় যে সময়টুকু অতিবাহিত হয় সেটাই আসল 'কোয়ালিটি টাইম'। নিজের সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যবোধ এক অন্য পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে।

তবে কিছু বিষয় লক্ষ রাখা উচিত। যেমন, জলের অপচয় রোধ। এক্ষেত্রে ছাদেই বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। তবে, পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সিঞ্চন করা উচিত। ছাদের বাগানের গাছ জলের অভাবে শুকিয়ে গেলে তার থেকে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। ছাদবাগান থেকে এই দায়বদ্ধতার শিক্ষা আমরা পেতে পারি। দ্বিতীয়ত, যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে সেজন্য জল সিঞ্চনের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এছাড়াও ছাদের ভারবহন ক্ষমতার দিকেও নজর দিতে হবে।

ছাদবাগান প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থানের এক নতুন উদাহরণ। সামান্য পরিসরে সৃজনশীলতা প্রকাশেরও এক মাধ্যম। আজ যদি শহরের প্রত্যেক ছাদে একটা করে বাগান শোভা পায়, শহর নতুন করে প্রকৃতিকে ফিরে পাবে। আমরা আবার আমাদের সোনালি দিনগুলিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাব।

(লেখক প্রাথমিক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৮৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। সগৌরবে অবস্থান ৪। ধর্মীয় সংকীর্ণতা মুক্ত সাধক সম্প্রদায় ৫। পয়গম্বর, হজরত মোহম্মদ ৭। ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৮। কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবীর আরাধনা ৯। রাত ১১। যে লোহা পুড়িয়ে গোরু-মোষের গায়ে দাগ দেওয়া হয় ১৩। ধর্ম-এর কথ্যরূপ ১৪। তুষার, হিমানী ১৫। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নদী ও সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস, জোয়ার।

উপর-নীচ : ১। খ্রিস্টীয় চার্চের যাজকবিশেষ ২। চিঠিপত্র বা প্রশ্নের উত্তর ৩। সংগীতের রাত্রিকালীন রাগবিশেষ ৬। বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত নদীবিশেষ ৯। নানারকম ১০। আচার-ব্যবহার প্রথা, মতবাদ ১১। পুত্র, বালক ১২। সপ্ত পাতালের অন্যতম।

সমাধান ■ ৪২৮৭

পাশাপাশি : ১। ছন্নমতি ৩। কড়চা ৫। কমলাকর ৭। মদত ৯। কলভ ১১। বরকন্দাজ ১৪। তড়াক ১৫। কক্ষান্তর।

উপর-নীচ : ১। ছমছম ২। তির্যক ৩। কপিলা ৪। চাউর ৬। কন্দল ৮। দস্তুর ১০। ভরপুর ১১। বয়েত ১২। কতক ১৩। জনৈক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিলামে উঠবে চোকসির সম্পত্তি

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : পিএনবি কেলেঙ্কারির অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত মেহুল চোকসির সম্পত্তি এবার নিলামে উঠতে চলেছে। চোকসির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রায় ৪৬ কোটি টাকার সম্পত্তি নিলামে তোলার অনুমতি দিয়েছে মুম্বইয়ের একটি বিশেষ আদালত। নিলামের তালিকায় রয়েছে মোট ১৩টি সম্পত্তি। তার মধ্যে রয়েছে, মুম্বইয়ের বোরিভালি এলাকার ৪টি ফ্ল্যাট, যেগুলির এক একটির বাজারদর প্রায় ২ কোটি ৫৫ লক্ষ, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের একটি বাণিজ্যিক ভবন, রুপোর বাট এবং কিছু মূল্যবান রত্ন। সম্প্রতি চোকসিকে বেলজিয়ামের আদালত ভারতে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

জামিন পেলে দেশে হরমিত

চণ্ডীগড়, ৯ নভেম্বর : একটি ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত পঞ্জাবের আপ বিধায়ক হরমিত সিং পাঠানমাজরা অস্ট্রেলিয়া থেকে দাবি করেছেন 'জামিন পেলে তবেই দেশে ফিরব।' ১ সেপ্টেম্বর বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন জিরাকপুরের এক মহিলা। এরপর থেকেই পলাতক হরমিত। দীর্ঘ দু-মাস ধরে নানা জায়গায় তল্লাশি চালিয়েও খোঁজ মেলেনি। তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করে পাতিয়ালা পুলিশ। একটি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অবশেষে নিজের খোঁজ দিয়েছেন তিনি। হরমিতের দাবি, এর নেপথ্যে রয়েছে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।

সমকামী প্রেমে খুন সদ্যোজাত

চেন্নাই, ৯ নভেম্বর : প্রেমে বাধা হয়ে পড়েছিল পাঁচ মাসের সদ্যোজাত। তাই প্রেমিকার সঙ্গে মিলে নিজের ছেলেকে খুন করল মা। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি জেলায়। মৃত শিশুর বাবার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে মা বারাথি ও তাঁর সঙ্গিনী সুমিত্রাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দম্পতির আরও দুটি কন্যাসন্তান রয়েছে। স্তন্যপানের সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে শিশুটি। পুলিশ জানিয়েছে, শ্বাসরোধের কারণেই মৃত্যু হয়েছে সদ্যোজাতের। এরপর স্ত্রীর ফোনে কিছু ছবি ও ভয়েস মেসেজ খুঁজে পান সুরেশ। জানতে পারেন তিন বছর ধরে সুমিত্রা নামে এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছে বারাথি। কিন্তু ছেলে হওয়ার পর থেকে সঙ্গিনীকে সময় দিতে পারত না।

বন্ধুকে আমন্ত্রণ করে গুলি ছাত্রের

গুরুগ্রাম, ৯ নভেম্বর : স্কুলের দুই বন্ধুর মধ্যে কথাকাটাকাটিকে কেন্দ্র করে পুরোনো আক্রোশের এক ভয়ংকর ঘটনার সাক্ষী থাকল গুরুগ্রামের সেক্টর ৪৮। একাদশ শ্রেণির সেই দুই ছাত্রের মধ্যে ঝগড়া বেধে ছিল বেশ কিছুদিন আগে। পুলিশ জানিয়েছে, তার জেরে সহপাঠীকে শনিবার রাতে বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে এনে গুলি চালায় অভিযুক্ত। তার সঙ্গে আরও এক ছাত্র ছিল। দুই কিশোরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। গুলিবিদ্ধ ছাত্র আশঙ্কাজনক অবস্থায় মেদান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গুরুগ্রামের পুলিশ জানিয়েছে, খবর এসেছিল সদর থানায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ যায়। ততক্ষণে আক্রান্তকে পরিজনেরা হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, পাঁচটি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্তের ঘরের ভিতরের একটি বাক্স থেকে ৬৫টি তাজা কার্তুজ ও একটি ম্যাগাজিন মিলেছে। অভিযুক্তের বাবা সম্পত্তি-ব্যবসায়ী। তাঁর পিস্তল ছিল। লাইসেন্স পাওয়া সেই পিস্তলটি হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে। আহতের মা লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, স্কুলের এক বন্ধু ফোনে তাঁর ছেলেকে রাতের খাবারের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তিনি প্রথমে আপত্তি করেছিলেন। শেষে যেতে দেন। ওই বন্ধুর সঙ্গে তাঁর ছেলের ঝামেলা হয়েছিল মাস দু'য়েক আগে।

কাঁপল আন্দামান

পোর্ট ব্লেয়ার, ৯ নভেম্বর : মাঝারি মানের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান ও নিকোবর। রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় দ্বীপপুঞ্জে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৪। ভূমিকম্পের উৎসস্থল আন্দামান সাগরের ৯০ কিলোমিটার গভীরে। কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। জারি হয়নি সুনামি সতর্কতা।

বন্ধ ভারত-নেপাল সীমান্ত

প্রচার শেষ বিহারে, নজরে ভোটের হার

পাটনা, ৯ নভেম্বর : বিহারে প্রায় ২ মাস ধরে চলা ভোটের প্রচারে ইতি পড়ল রবিবার। মঙ্গলবার রাজ্যের ২০ টি জেলার অবশিষ্ট ১২২টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। ভাগ্য নির্ধারণ হবে ১১৬৫ জন পুরুষ, ১৩৬ জন মহিলা এবং ১ জন রূপান্তরকামী প্রার্থীর। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ৭২ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ভারত-নেপাল সীমান্ত। সুরক্ষাও বাড়ানো হয়েছে সীমান্ত এলাকায়।

ভোটের আগে শেষ রবিবাসরীয় প্রচারে শাসক ও বিরোধী উভয় শিবির রীতিমতো ঝড় তোলে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, বিরোধী মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব প্রমুখ চুটিয়ে প্রচার করেন রাজ্যের নানা প্রান্তে। প্রথম দফায় অতীতের যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে ৬৫.০৮ শতাংশ ভোট পড়ে। এনডিএ এবং বিরোধী মহাজোট উভয় শিবিরই দাবি করেছে, তাদের পক্ষেই যে জনাদেশ যাচ্ছে তার প্রমাণ এই রেকর্ড ভোট। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফায় ভোটদানের হার আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ফেলতে পারে কিনা সেদিকে এখন সব শিবিরের নজর।

রবিবার রোহতাস ও আরওয়ালে দুটি পৃথক জনসভা করেন অমিত শা। দুটি সভাতেই রাহুল গান্ধি ও তেজস্বী যাদবকে তীব্র ভাষায় নিশানা করেন তিনি। শা বলেন, 'রাহুল গান্ধি এবং লালুপ্রসাদ যাদবের ছেলে বিহারে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য যাত্রা বের করেছিল। রাহুল গান্ধি চাইলে পাটনা থেকে ইতালি পর্যন্ত যাত্রা করতেই পারেন। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তিনি অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে পারবেন না। আমরা দেশ ও বিহার থেকে প্রত্যেকটি অনুপ্রবেশকারীকে তাড়াব।' অমিত শা এদিন সীতামারিতে ৮৫০ কোটি টাকা খরচ করে মা সীতার জন্য একটি মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাশাপাশি সাসারামের একটি জনসভায় বিহারে ডিফেন্স করিডর ও অর্ডিন্যান্স কারখানা তৈরি করা হবে বলেও জানান।

অন্যদিকে রাহুল গান্ধি পূর্ণিয়ার জনসভা থেকে ভোট চুরি নিয়ে সুর চড়ান। তাঁর তোপ, 'আমি হাল ছাড়িনি। আমি স্পষ্ট বলছি, নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা এবং সিইসি জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করছেন। বিহারের তরুণ, জেন জিকে তাই বলছি, আপনারা সতর্ক থাকুন। বুথে নজরদারি চালানোর দায়িত্ব আপনাদের। কিছুতেই ভোট চুরি হতে দেবেন না।' রাহুল এদিনও বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি এবং নীতীশ কুমার আম্বানি-আদানিদের জন্য কাজ করছেন। ওঁরা আপনাদের ভবিষ্যত চুরি করছেন। মানুষ রোজগার চাইছে। ইনস্টাগ্রাম চান না।'

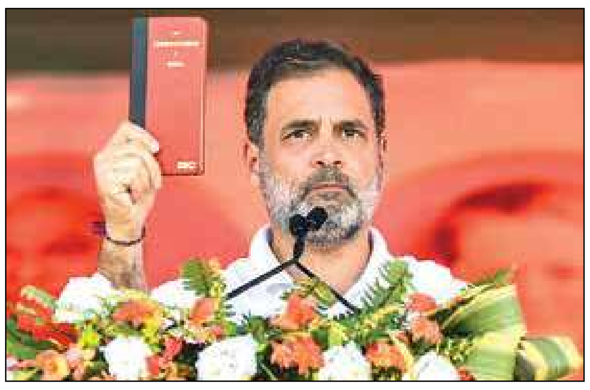

> আমি স্পষ্ট বলছি, নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা এবং সিইসি জ্ঞানেশ কুমার ভোট চুরি করছেন। বিহারের জেন জিকে তাই বলছি, আপনারা সতর্ক থাকুন। বুথে নজরদারি চালানোর দায়িত্ব আপনাদের। কিছুতেই ভোট চুরি হতে দেবেন না।
>
> **রাহুল গান্ধি**

দেরির শাস্তি পুশ-আপ

ভোপাল, ৯ নভেম্বর : ছোট-বড় যেই হোন, নির্ধারিত সময়ের পরে ক্লাসে বা কর্মস্থলে গেলে শাস্তি অবধারিত। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও তার ব্যতিক্রম নন। দেরি করে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সংগঠন সৃজন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় তাঁকেও শাস্তির কোপে পড়তে হল শনিবার। তবে তাঁর শাস্তি ছিল একটু আলাদা-১০টি পুশ-আপ। বিহারে ভোট প্রচারের ফাঁকে মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিতে কংগ্রেসের সংগঠন সৃজন অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাহুল গান্ধি। কিন্তু যেহেতু তিনি ওই অনুষ্ঠানে দেরিতে যোগ দেন, তাই তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির নিদান দেন দলের প্রশিক্ষণ প্রধান শচীন রাও। রাহুল তখন জানতে চান, তাঁকে কী করতে হবে। রাও মজার ছলে বলেন, 'অন্তত ১০টি পুশ-আপ।' আর দেরি না করে সাদা টি-শার্ট ও ট্রাউজার পরা রাহুল গান্ধি সঙ্গে সঙ্গে পুশ-আপ দেওয়া শুরু করেন।

তাঁকে এমন করতে দেখে বৈঠকে উপস্থিত বাকি জেলা কংগ্রেস সভাপতিরা যাঁরা দেরি করে এসেছিলেন, তাঁরাও এই 'টিম বিল্ডিং এক্সারসাইজ'-এ অংশ নেন। রাহুল পরে জানান, জেলা সভাপতিদের থেকে খুব ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। শুধু পুশ-আপ দেওয়া নয়, রবিবার জঙ্গল সাফারিও করেন রাহুল গান্ধি। এই নিয়ে তাঁকে নিশানা করে বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা এক্সে লিখেছেন, 'রাহুল গান্ধির কাছে এলওপি-র অর্থ হল লিডার অফ পর্যটন ও পার্টি করা। বিহারে ভোটপর্ব চললেও তিনি ছুটি কাটাচ্ছেন। এরপর যখন ওঁরা হারবেন তখন এইচ ফাইলসের ওপর পাওয়ার পয়েন্ট পেশ করে নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করবেন।' রাহুল অবশ্য ভোট চুরি এবং এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তোপ দেগেছেন বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে।

আদবানির পাশে থারুর

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির পাশে দাঁড়ালেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে আদবানির তুলনা টেনে থারুর বলেছেন, শুধুমাত্র একটি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতার কয়েক দশকের জনসেবার মূল্যায়ন করা উচিত নয়। শনিবার লালকৃষ্ণ আদবানির ৯৮ তম জন্মদিন ছিল। তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ এক্সে লিখেছেন, 'বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা দীর্ঘদিন ধরে যে জনসেবা করেছেন, তা মাত্র একটি ঘটনায় সীমাবদ্ধ করে ফেলাটা অন্যায়। জওহরলাল নেহরুর সমগ্র রাজনৈতিক জীবন কেবল চিনের ধাক্কার ঘটনা দিয়ে বা ইন্দিরা গান্ধিকে জরুরি অবস্থা দিয়ে যেমন বিচার করা যায় না, ঠিক সেভাবেই আদবানির প্রতিও সুবিচার করা উচিত।' কংগ্রেস অবশ্য থারুরের এই মন্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত বলে দূরত্ব বাড়িয়েছে। অন্যদিকে নেটিজেনরা বলেছেন, বিভাজনের রাজনীতিতে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতার ভূমিকা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। এই দেশে বিদ্বেষের মহাবীজ বপন করাটা মোটেই জনসেবা নয়।

আছড়ে পড়বে ফাং ওয়াং

ম্যানিলা, ৯ নভেম্বর : শক্তিসঞ্চয় করে অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে টাইফুন ফাং ওয়াং। সোমবার ভোররাতে ঘূর্ণিঝড়টি ফিলিপিন্স উপকূলে আছড়ে পড়বে। স্থলভাগে প্রবেশের সময় গতিবেগ ঘণ্টায় ২৩০ কিমি হতে পারে। বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দেশের পূর্ব ও উত্তর অংশের লক্ষাধিক বাসিন্দাকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সারে জাঁহা সে আচ্ছা... রবিবার গুয়াহাটিতে বায়ুসেনার কুচকাওয়াজ।

হিন্দুধর্মও নিবন্ধিত নয়, বার্তা ভাগবতের

বেঙ্গালুরু, ৯ নভেম্বর : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে (আরএসএস) নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে কংগ্রেস। আরএসএসে অহিন্দুদের প্রবেশাধিকার নিয়েও নানা সময় প্রশ্ন উঠেছে। সংগঠনের নিবন্ধন নিয়েও বিতর্ক নতুন নয়। রবিবার প্রতিটি প্রসঙ্গ ধরে ধরে জবাব দিয়েছেন সংঘচালক মোহন ভাগবত। বেঙ্গালুরুতে আরএসএসের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'সমালোচনা আমাদের আরও বিখ্যাত করে তুলেছে। কর্ণাটকে আমরা তা লক্ষ করেছি। সমালোচকদের বলছি আপনারা আরও সমালোচনা করুন।' সংঘপ্রধানের বক্তব্য, 'আরএসএসকে মোট ৩ বার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিবার সেই নিষেধাজ্ঞা খারিজ করে দিয়েছে আদালত। সংসদে আরএসএসের পক্ষে-বিপক্ষে বক্তৃতার ঝড় উঠেছে। সব প্রশ্ন বা বিতর্কের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আমাদের নেই। এ নিয়ে সময় নষ্ট করতে পারব না। আমাদের অনেক কাজ আছে।'

সম্প্রতি আরএসএসকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এদিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সুর চড়ালেও প্রিয়াঙ্ক বা কংগ্রেসের নাম নেননি ভাগবত। তাঁর সাফ কথা, 'নিষেধাজ্ঞা জারি করার মাধ্যমে সরকারই আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা না থাকলে কাদের নিষিদ্ধ করত।' আরএসএসের নিবন্ধন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, '১৯২৫ সালে সংঘের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তখন ঔপনিবেশিক শাসন। আমরা কি নিবন্ধনের জন্য ব্রিটিশদের দরজায় দরজায় ঘুরতাম!'

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন কংগ্রেস সরকার নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করেনি বলে ভাগবত জানান। বলেন, 'আমাদের দেশে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। ব্যক্তিসমষ্টিরও আইনি স্বীকৃতি রয়েছে। আমরা ব্যক্তিসমষ্টি হিসাবে শ্রেণিভুক্ত স্বীকৃত সংগঠন।' হিন্দুধর্মের সঙ্গে আরএসএসের তুলনা টেনে ভাগবত বলেন, 'অনেক কিছুই তো নিবন্ধিত নয়। এমনকি হিন্দুধর্মও নয়।' সংঘে কি মুসলিমদের প্রবেশাধিকার রয়েছে। সংঘচালক জানান, শুধু মুসলিম নয়, খ্রিস্টান এমনকি ব্রাহ্মণদেরও তাঁদের সংগঠনে ঠাঁই হয় না। কারণ, আরএসএস কখনই ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কাউকে সদস্যপদ দেয় না। আরএসএসের সদস্য হতে হলে একটি শর্ত, ভারত মায়ের সন্তান হওয়া। যে কোনও ভারতীয় সংঘে যোগ দিতে পারেন।

ভাগবতের কথায়, 'সংঘে কোনও ব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার নেই, কোনও বর্ণের কারও প্রবেশাধিকার নেই, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও এই নীতি কার্যকর হয়। মুসলিম, খ্রিস্টান সহ যে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতি ছেড়ে সংঘে যোগদান করতে পারেন। যখন আপনি শাখায় আসবেন তখন আপনি ভারত মায়ের পুত্র হিসেবে আসবেন। আমরা ধর্মীয় পরিচয় দেখি না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন ধর্ম বা জাতির সদস্য, আমরা তা কখনই জানতে চাই না।'

ভাগবত-বার্তা

- সমালোচনা আমাদের আরও বিখ্যাত করে তুলেছে
- আমাদের দেশে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়
- ব্যক্তিসমষ্টিরও আইনি স্বীকৃতি রয়েছে
- আমরা ধর্মীয় পরিচয় দেখি না

আসল না নকল... রবিবার নভি মুম্বইয়ের ইসকন মন্দিরে হেমা মালিনী।

কমিশনকে নিশানা স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ৯ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের পর এবার এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে সুর চড়ালেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। রবিবার ডিএমকে জেলা সম্পাদকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি সাফ বলেন, 'একজন বৈধ ভোটারের নামও যাতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না পড়ে, সেদিকে দলের নেতা-কর্মীরা যেন সতর্ক নজর রাখেন।' স্ট্যালিন বলেন, 'এসআইআর প্রক্রিয়ার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। তামিলনাড়ুতে যাতে ভোট চুরি না হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে।'

ইতিমধ্যে এসআইআরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে ডিএমকে। মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনেই এসআইআর হচ্ছে। ডিএমকে-র নেতৃত্বাধীন সরকার ফেলার জন্য এই প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গেও এসআইআর নিয়ে লাগাতার নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মতো তামিলনাড়ুতেও ভোট রয়েছে। স্ট্যালিন বলেন, 'আদর্শগত জায়গা থেকে বা রাজনৈতিকভাবে ওরা ডিএমকে-কে হারাতে পারবে না। তাই ঘুরপথে এসআইআরের মতো পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এটা ডিএমকে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।'

দলীয় কর্মীদের তাঁর নির্দেশ, 'কোনও বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায়, সেদিকে যেমন নজর রাখতে হবে তেমনই সুনিশ্চিত করতে হবে, কোনও অবৈধ ভোটারও যেন ভোটার তালিকায় নাম তুলতে না পারেন।'

৬০০ পরিবার উচ্ছেদ অসমে

গুয়াহাটি, ৯ নভেম্বর : সংরক্ষিত বনভূমি এলাকা জবরদখল মুক্ত করতে নতুন করে অভিযান শুরু হয়েছে অসমে। রবিবার অভিযান চলেছে গোয়ালপাড়ার দহিকাটা রিজার্ভ ফরেস্টের ১,১৪০ বিঘা জমিতে। বিরাট পুলিশ বাহিনী ওই এলাকায় বসবাস করা প্রায় ৬০০টি পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে। তাদের অধিকাংশই বাংলাভাষী মুসলিম বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

গোয়ালপাড়ার ডেপুটি কমিশনার প্রদীপ তিমুং জানিয়েছেন, সংরক্ষিত অরণ্যে বেআইনিভাবে বসতি তৈরি করা পরিবারগুলিকে দু-সপ্তাহ আগে এলাকা খালি করার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মতো এদিন শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ অভিযান চলেছে। তিনি বলেন, '৫৮০টি পরিবার ১,১৪০ বিঘা জমি দখল করে রেখেছিল। নোটিশ পাওয়ার পর তাদের প্রায় ৭০ শতাংশ জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছে। বাকিরাও চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।' গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশে এদিন উচ্ছেদ অভিযান চলেছে বলে ডেপুটি কমিশনার জানিয়েছেন।

২০২১-এ হিমন্ত বিশ্বশর্মা মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অসমে বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ অভিযানে গতি এসেছে। উচ্ছেদ হওয়া মানুষের বেশিরভাগই বাংলাভাষী মুসলিম বলে বিরোধীদের দাবি। সম্প্রতি রাজ্যে বেআইনি দখলদার উচ্ছেদ অভিযান জারি রাখার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

তিরুবনন্তপুরম, ৯ নভেম্বর : সদ্য উদ্বোধন হওয়া এর্নাকুলাম-বেঙ্গালুরু বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে স্কুল পড়ুয়াদের দিয়ে আরএসএসের গান গাওয়ানোকে কেন্দ্র করে বিতর্ক যেন থামছেই না। এবার এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপ দাবি করে তাঁকে একটি চিঠি লিখেছেন সংশ্লিষ্ট স্কুল সরস্বতী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

মোদিকে লেখা চিঠিতে স্কুল অধ্যক্ষ ডিন্টো কেপি প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমাদের শিশুরা কি তবে মাতৃভূমির প্রশংসা করে দেশাত্মবোধক গানও গাইতে পারবে না?' অধ্যক্ষের দাবি, গানটিতে কোনওভাবেই দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী বা রাজনৈতিকভাবে আপত্তিকর কিছু ছিল না।

তিনি অভিযোগ করেন, মিথ্যা প্রচারের কারণে ছাত্রছাত্রী এবং স্কুলের সুনাম নষ্ট হয়েছে। বিতর্কের জেরে দক্ষিণ রেল যেভাবে স্কুল পড়ুয়াদের গান গাওয়ার ভিডিও এক্স হ্যান্ডেল থেকে সরিয়ে দেয়, তারও বিরোধিতা করেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

অস্ত্র দিতে গিয়ে ধৃত ৩ পাক জঙ্গি

আহমেদাবাদ ও বেঙ্গালুরু, ৯ নভেম্বর : দেশের বিভিন্ন জায়গায় নাশকতার ব্যাপক ছক চালিয়েছিল তিন জঙ্গি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা তা পারল না। তিনজনই ধরা পড়েছে। গুজরাট পুলিশের সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস) জঙ্গিদের সন্ত্রাসবাদী হানার ছক বানচাল করে দিয়েছে। অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুর পারাপ্পানা আগরাহারা কেন্দ্রীয় জেলের অন্দরের কিছু ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসায় কর্ণাটক প্রশাসনের চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছে। এডিজিপি বি দয়ানন্দের কাছে সংশ্লিষ্ট সংশোধনাগার সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়েছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরমেশ্বর।

তিন জঙ্গিকে গুজরাট পুলিশের সন্ত্রাসবিরোধী দপ্তর জেরা করে জেনেছে, তিনজনই পাক গুপ্তচর সংস্থা, আইসিস ও বিভিন্ন জঙ্গি-মডিউলের সঙ্গে যুক্ত। দু'জনের বাড়ি উত্তরপ্রদেশে। একজন হায়দরাবাদের বাসিন্দা। আইসিসের ওই জঙ্গিরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক কষেছিল। এদিনের গ্রেপ্তারিকে বড় সাফল্য বলে মনে করছে গুজরাট পুলিশ। খবর, ধৃত আহমেদ মহিনুদ্দিন সইদ, মহম্মদ সুহেল ও আজাদকে একবছর ধরে নিশানায় রেখেছিল গুজরাট এটিএস। দেশের কোন কোন শহর তাদের টার্গেটে ছিল, সে বিষয়ে কোনও তথ্য অবশ্য জানা যায়নি।

এদিকে এই ঘটনার ঠিক আগের দিন বেঙ্গালুরুর একটি কেন্দ্রীয় জেলের অন্দরের ভিডিও প্রকাশ্যে এসে হুলস্থুল ফেলে দিয়েছে কর্ণাটক প্রশাসনে। ভিডিওটি জেল কর্তৃপক্ষের অপদার্থতাকেই সামনে নিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শনিবার সংশোধনাগারটির ভিতরের কিছু ঘটনার ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর পারাপ্পানা আগরাহারা কেন্দ্রীয় জেলের বন্দিদের কেউ মোবাইলে মজে, কেউ টিভি দেখছে। আইসিস জঙ্গি জুহেব হামিদ ফোন ঘাঁটছে। ধর্ষণে সাজাপ্রাপ্ত উমেশের হাতে দু'টি ফোন। ভিডিওটি দেখে জেল কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর বলেছেন, 'আমি এসমস্ত বরদাস্ত করব না। বন্দিরা জেলের ভিতর সবরকমের সুযোগ পেলে তারা জেলে কেন রয়েছে? বলা হচ্ছে জেলে কর্মীর সংখ্যা কম। এটা কোনও অজুহাত নয়। আমরা সিসিটিভি ও জ্যামার অনুমোদন করেছি। এগুলো খুব কম জায়গায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।'

মুনিরের পদোন্নতি, বিক্ষোভ পাকিস্তানে

অবসরের পরেও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ

ইসলামাবাদ, ৯ নভেম্বর : অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানের মাটিতে পরপর আছড়ে পড়েছে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র। বিমানঘাঁটি থেকে জঙ্গি শিবির, ধ্বংস হয়েছে সবকিছু। বিপরীতে পাক সেনাবাহিনীর ছোড়া শয়ে শয়ে ড্রোনকে ধ্বংস করছে ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সাম্প্রতিক সংঘাতে সুবিধা করতে না পারলেও পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের পদোন্নতি আটকাচ্ছে না। কিছুদিন আগে ফিল্ড মার্শাল হয়েছেন। এবার তাঁর জন্য নতুন পদ চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস (প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান) তৈরি করতে চলেছে শাহবাজ শরিফ সরকার। সংবিধান সংশোধন করে তাঁকে আরও ক্ষমতা, সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং অবসরের পরেও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সংশোধনীতে। যার মধ্যে রয়েছে, সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে আজীবন কোনও মামলা দায়ের করা যাবে না। মুনিরের অবসরের পরেও যে রক্ষাকবচ কার্যকর থাকবে।

সরকারি প্রস্তাব নিয়ে উদ্বেগে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলি। সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সেনাপ্রধানের গুরুত্ব বাড়িয়ে বর্তমান সরকার ঘুরপথে পাকিস্তানকে সামরিক শাসনে আনতে চাইছে কি না, প্রশ্ন উঠেছে। শনিবার পাক সরকারের তরফে পার্লামেন্টে সেনাপ্রধানের নতুন পদ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পেশ হওয়ার পর থেকে দেশের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ইমরান খানের পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'সংবিধানের ২৭তম সংশোধনীর পর, ফিল্ড মার্শাল আজীবন সুযোগ-সুবিধা পাবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সারা জীবন কোনও মামলা দায়ের করা যাবে না। আসিম মুনির তাঁর নিজের অপকর্মের জন্য এতটাই ভীত যে তিনি নিজের চারপাশে একটি প্রতিরক্ষা প্রাচীর তৈরি করছেন। তিনি ভয় পাচ্ছেন যে, দেশের জন্য যা করেছেন তার জন্য তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।'

পাক পার্লামেন্টের দু-কক্ষে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবে সেনাপ্রধান বা চিফ অফ আর্মি স্টাফ পদের নাম বদলে চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস (প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান) করার পাশাপাশি ৩ বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় রাখতে চেয়ারম্যান অফ দ্য জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটি (সিজেসিএসসি) স্থায়ী ভাবে তুলে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, এখন থেকে সেনাপ্রধানই প্রতিরক্ষা বাহিনীর শীর্ষকর্তা বলে গণ্য হবেন। প্রস্তাবে কমান্ডার অফ ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড নামে পাকিস্তানের পরমাণু এবং কৌশলগত পরিকাঠামোর নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকবে। তাঁকে চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস-এর পরামর্শ মেনে নিয়োগ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এই পদ তৈরি থেকে স্পষ্ট যে দেশের পরমাণু শক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকবে জেনারেল মুনিরের অনুগত কোনও সেনাকর্তার হাতে।

একনজরে

- সেনাপ্রধান বা চিফ অফ আর্মি স্টাফ পদের নাম বদলে চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস (প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান) করা হবে
- অবলুপ্ত হচ্ছে চেয়ারম্যান অফ দ্য জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটি
- কমান্ডার অফ ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড নামে একটি পদ তৈরির প্রস্তাব। সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীর হাতে থাকবে পরমাণু অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ
- তৈরি হবে ফেডারেল সাংবিধানিক আদালত

মনের যত্ন নিন

আমরা এক পরিবর্তনশীল ও অস্থির সময়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। শক্তি আর প্রতিযোগিতার খেলায় সবাই জয়ী হতে চাইছে। আমদের ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা পদ্ধতি, এমনকি অনুভূতিও নিয়ন্ত্রণ করছে মুঠোফোন বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যার প্রভাব পড়ছে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যে। ফলে কেউ একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ছে, কেউ অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করছে, কারও বা আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় কী করবেন জানালেন দুই বিশেষজ্ঞ।

মানসিক সমস্যা চেনার উপায়

ডাঃ এসএ মল্লিক
জেনারেল ফিজিশিয়ান

আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, চাপ, সম্পর্কের জটিলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য আজ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানসিক অসুস্থতা বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যেখানে একজন মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ও সামাজিক আচরণে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ঘটে এবং তাঁর দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হয়।

লক্ষণ

অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বা ভয় : সামান্য বিষয়েও উদ্বেগ বা আতঙ্ক অনুভব করা।

অস্থিরতা বা হতাশা : মন খারাপ থাকা, আগ্রহের অভাব, আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি।

ঘুম ও খাবারে পরিবর্তন : ঘুম না আসা, অতিরিক্ত ঘুম, খিদে কমা বা বেড়ে যাওয়া।

মনোযোগে ঘাটতি ও ভুলে যাওয়া : কাজে মনোযোগ দিতে না পারা, বারবার ভুল করা।

আচরণে পরিবর্তন : হঠাৎ রাগ, কান্না, একাকিত্ব বা সামাজিক যোগাযোগ থেকে দূরে থাকা।

শরীরের অজানা সমস্যা : মাথাব্যথা, পেটব্যথা বা ক্লান্তি, কিন্তু টেস্টে কোনও কারণ না পাওয়া।

উপরিউক্ত লক্ষণগুলি যদি কয়েক সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় ধরে থাকে, তাহলে এটি মানসিক অসুস্থতার ইঙ্গিত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

মানসিক অসুস্থতা নির্ণয়ের জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে তাঁরা কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যেমন –

বিশদ ইতিহাস নেওয়া : রোগীর মানসিক অবস্থা, পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতি জানা।

মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন : প্রশ্নাবলি ও মানসিক পরীক্ষার মাধ্যমে মানসিক অবস্থা যাচাই।

প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা : থাইরয়েড, ভিটামিন বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যার মূল্যায়ন, কারণ অনেক সময় এগুলিও মানসিক লক্ষণের কারণ হতে পারে।

চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা

প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে —

ওষুধ : মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কিছু ওষুধ দেন যা মস্তিষ্কের রাসায়নিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

মনোচিকিৎসা : কাউন্সেলিং, কগনিটিভ বিহেভিয়ারল থেরাপি (সিবিটি) প্রভৃতি রোগীর চিন্তা ও আচরণ পরিবর্তনে সাহায্য করে।

জীবনধারার পরিবর্তন : নিয়মিত ঘুম, সুষম আহার, ধ্যান, যোগব্যায়াম ও সামাজিক সংযোগ বজায় রাখা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় অত্যন্ত কার্যকর।

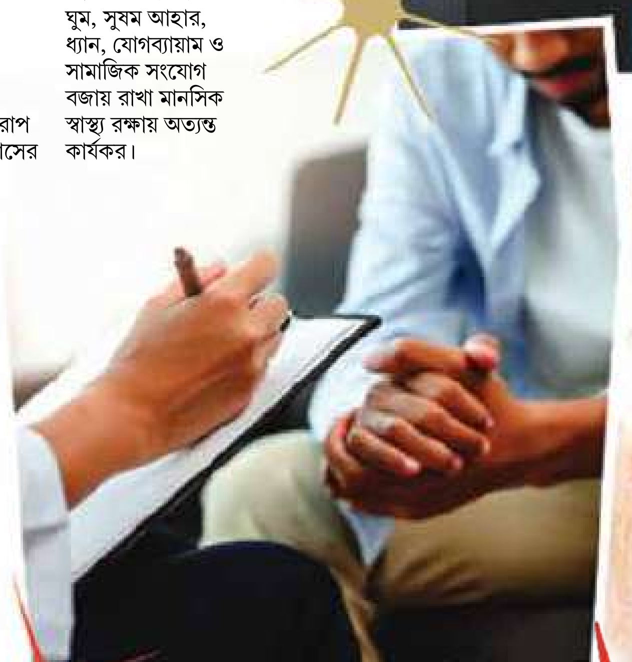

মানসিক অসুস্থতা লজ্জার নয়, এটি শরীরের অন্য রোগের মতোই একটি চিকিৎসাযোগ্য অবস্থা। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা ও সমর্থন পেলে যে কেউ সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেন। তাই নিজের বা প্রিয়জনের মধ্যে ওপরের লক্ষণগুলি দেখলে দেরি না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

নথি নেই? চাপ সামলাবেন কীভাবে?

ডাঃ নির্মল বেরা
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ
বিভাগীয় প্রধান, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এমনিতে রোজকার জীবনে চাপ কম নয়। তার ওপর রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া, যেখানে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের আপডেট দিতে অনেকেই বেশ স্বচ্ছন্দ। এই সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে ইতিবাচক খবরের পাশাপাশি নেতিবাচক খবরও আমাদের কানে পৌঁছাতে বিশেষ দেরি হয় না। এই যেমন সম্প্রতি শুরু হওয়া এসআইআর বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী কর্মসূচির জেরে অনেকেই বেশ উদ্বিগ্ন। কারও কারও আত্মহত্যার ভাইরাল খবরে সেই উদ্বেগ যেন আরও বেড়েছে। ভোটার তালিকা থেকে নিজের নাম হারানোর শঙ্কায় আতঙ্কিত অনেকে।

এই উদ্বেগ, আতঙ্ক অনেকসময় গভীর অস্থিরতা, বর্জনের অনুভূতি বা পরিচয়ের ক্ষতি হিসেবে অনুভূত হয়। বিশেষ করে বৃদ্ধ, বিশেষভাবে সক্ষম, গ্রামীণ বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষজনের মধ্যে এই উদ্বেগ বেশি। গুজব ও ভুল তথ্য এই ভয়কে আরও বাড়িয়ে তোলে। কিছু এলাকায় যাচাই প্রক্রিয়া অবিশ্বাস বা গোষ্ঠীগত উত্তেজনা তৈরি করে, বিশেষত যখন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নাম অধিক যাচাইয়ের আওতায় আসে। এতে সমষ্টিগত বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি বাড়তে পারে। একইভাবে ভোটার যাচাইয়ের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তারা অতিরিক্ত কাজের চাপ, সময়ের সীমাবদ্ধতা ও জনসমালোচনার মুখোমুখি হন। ফলে অবসাদ, বিরক্তি ও পেশাগত মানসিক ক্লান্তি তৈরি হয়।

এক্ষেত্রে অস্থিরতা, বর্ধিত উদ্বেগ, বুকে চাপ অনুভূত হওয়া, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি অ্যাংজাইটির লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এমনকি ক্ষণিকের জন্য শ্বাসকষ্ট বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিংবা প্যানিক অ্যাটাকের সম্ভাবনাও কম নয়।

দিনের বেশিরভাগ সময় মন খারাপ থাকা, খুশির লেশমাত্র অনুভব না করা, খিদে এবং ঘুম কমে যাওয়া, নিজেকে অসহায় মনে হওয়া ধীরে ধীরে মানুষকে আত্মহত্যার মতো ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। কিছুতেই কাজে মন দিতে না পারা, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের মানিয়ে না নিতে পারা-- অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডারের অনুরূপ মানসিক সমস্যা এই প্রেক্ষাপটে প্রকট হতে পারে।

বারবার আতঙ্কিত হওয়া, বারবার কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা, দিনের মধ্যে বারবার সেগুলি পরীক্ষা করা, সবকিছু সঠিক আছে কি না দেখার প্রবণতা দেখা যায়।

সামাজিক বা অর্থনৈতিকভাবে চাপগ্রস্ত মানুষের কাছে ভোটার পরিচয় হারানো বা হারানোর ভয় অনেক সময় নিজেকে জাতীয় সত্তা থেকে মুছে ফেলার অনুভূতি এনে দেয়। এই অনুভূতি থেকে হতাশা, উদ্বেগ হতে পারে এবং নিজেকে মূল্যহীন মনে হতে পারে, যা আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়া গুজব, প্রশাসনিক জটিলতা ও সামাজিক কলঙ্ক থেকে তীব্র মানসিক যন্ত্রণা, আত্মহত্যাপ্রবণ চিন্তা বা আত্মহত্যার চেষ্টা বাড়তে পারে। সেইসঙ্গে অন্তর্ভুক্তির অভাব ও অসহায়তার অনুভূতি চরম পদক্ষেপ করতে বাধ্য করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। তাই মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটি সবার আগে বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

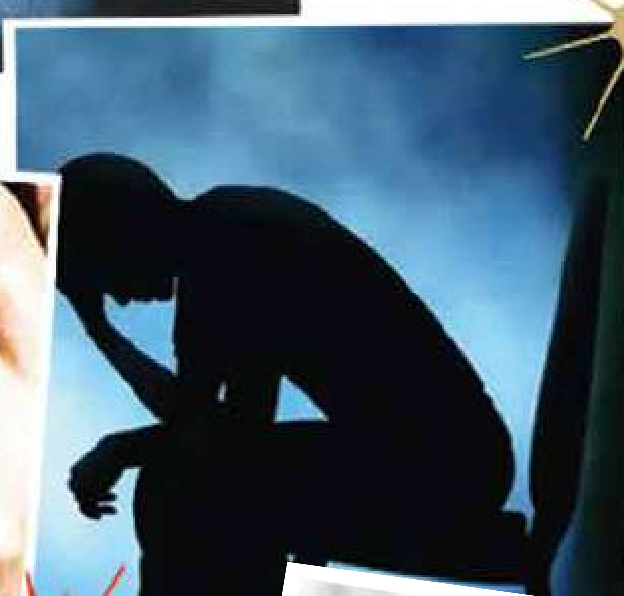

বেআইনি ও যথোপযুক্ত কাগজপত্রবিহীন গোষ্ঠীর মধ্যে বাড়িঘর হারানোর ভয়, নিরাশা, অনিশ্চয়তার মতো লক্ষণের প্রবণতা সাধারণের থেকে বেশি, যা থেকে আত্মহত্যার ঝুঁকি অনেক বাড়ে।

এই অবস্থায় প্রতিরোধ বা সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কয়েকটি উপায় কার্যকরী হতে পারে। যেমন, সকালবেলা যোগব্যায়াম ও হালকা শরীরচর্চা স্ট্রেস ও অ্যাংজাইটি সামাল দিতে সাহায্য করে। স্থানীয় ভাষায় সংবাদমাধ্যম, পঞ্চায়েত ও আধিকারিকদের মাধ্যমে স্বচ্ছ তথ্য প্রচার করে গুজব প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এছাড়া ভোটার হেল্পলাইনকে মানসিক স্বাস্থ্য জরুরি সহায়তা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করা, যাতে আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাৎক্ষণিক সহায়তা পান। পাশাপাশি সামাজিক কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী ও মানসিক স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে মানুষের কাছে সঠিক তথ্য ও মানসিক আশ্বাস পৌঁছে দেওয়া, নির্বাচনি কর্মকর্তাদের মানসিক কষ্ট বা আত্মহত্যার ভাবনা চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

পরিশেষে বলব, ভোটার তালিকার যথার্থতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নাগরিকদের মানসিক সুস্থতা ও মর্যাদা রক্ষা করা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অনভ্যস্ত হাতে শান মস্তিষ্কে

যখনই আপনার মনে হয়, অনেক কথা মনে রাখতে পারছেন না, প্রয়োজনে মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না তখন আপনি হয় পাজল সলভ করেন বা দাবা খেলেন কিংবা ক্রসওয়ার্ড করেন। কিন্তু এইসবের থেকেও সহজ হল, আপনি যে হাতে ব্রাশ করতে বা রান্না করতে বা অন্যান্য কাজ করতে অভ্যস্ত, সেইসব কাজই অন্য হাত দিয়ে করা। সিএমসি ভেলোরের নিউরোলজিস্ট ডাঃ সুধীর কুমারের মতে, দৈনন্দিন কিছু পরিবর্তনেই মস্তিষ্কের সক্রিয়তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ডাঃ কুমারের মতে, পেশির মতো মস্তিষ্ক যখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় তখন তা শক্তিশালী হয়। সাধারণ কাজের জন্য আপনার কম সক্রিয় হাত ব্যবহার করলে তা মস্তিষ্কের সেই অংশকে উদ্দীপিত করে যা সাধারণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। তাই কম সক্রিয় হাত বা বাঁ হাত কিংবা বাঁহাতিরা ডান হাত ব্যবহার করলে শুধু যে কগনিটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়বে তা নয়, নতুন স্নায়ু সংযোগ তৈরিতেও উৎসাহিত করবে।

মস্তিষ্কে শান দিতে ডাঃ কুমার কয়েকটি উপায় জানিয়েছেন। যেমন –

- যে হাত দিয়ে রান্না করতে বা খেতে অভ্যস্ত, সেখানে অন্য হাত ব্যবহার করুন
- ফোন অপারেটেও কম সক্রিয় হাতের ব্যবহার করুন
- ছোট নোট লেখার অভ্যাস
- ব্রাশ করা বা চুল আঁচড়াতে, এমনকি পিয়ানোর মতো যন্ত্র বাজাতেও কম সক্রিয় হাত ব্যবহার করতে পারেন

দৈনন্দিন জীবনের এত কাজের মধ্যে অল্প কয়েকটা কাজও যদি অনভ্যস্ত হাতে করতে পারেন তাহলে তা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাতে প্রকৃত অর্থেই ব্রেন শার্প হবে।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

সীমিত পরিষেবায় সংকটে পশুরা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : কয়েক মাসের মধ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যাতে সকলেরই দাবি জলপাইগুড়িতে পশুদের জন্য একটা জেলা হাসপাতাল গড়ে উঠুক অথবা স্টেট অ্যানিমাল হেলথ সেন্টারগুলো ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা হোক, যাতে মানুষের মতো পশুপাখিরাও চিকিৎসা পেয়ে থাকে।

জলপাইগুড়ি জেলা হলেও এখানে পশু হাসপাতাল বলে কিছু নেই। খাতায়কলমে পশুদের জন্য থাকা দুটো স্টেট অ্যানিমাল হেলথ সেন্টারের মধ্যে একটি প্রধান ডাকঘর মোড়ে, আরেকটি বিডিও অফিসে রয়েছে। তাদের আবার সময়সীমা বাঁধা। বিকেলের পর যদি কোনও অবোলা জীবের সমস্যা হয়, দূত হিসেবে দাঁড়ায় বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংস্থা কিংবা সেন্টারের চিকিৎসক। পয়সা থাকলে অনেকে বাড়ির পোষ্যকে নিয়ে যান প্রাইভেট চিকিৎসকের কাছে।

পশুপ্রেমী সায়নী চন্দর কথায়, 'আমার দাবি সেন্টারে বৃহৎ আকারে পরিষেবা দেওয়া হোক। ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়ার গাড়ি রয়েছে, অথচ জানা নেই কোথায় পরিষেবা দেওয়া হয়। এছাড়া এই সেন্টারে এক্স-রে, রক্ত পরীক্ষা কিছুই হয় না। এজন্য নির্ভর করতে হয় বেসরকারি সংস্থার ওপর। এখানে বেশকিছু ওষুধের জোগান না থাকায় মধ্যবিত্তদের ছুটতে হয় দোকানে।' তাঁর প্রশ্ন, অবোলা প্রাণী বলেই কি এরা বঞ্চিত, নাকি এরা প্রতিবাদের আওয়াজ তুলতে পারছে না বলে এমন পরিস্থিতির শিকার?

২৫ অগাস্ট ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বামনপাড়ায় দেখা গিয়েছিল অসুস্থ এঁড়ে বাছুর। যেহেতু ওই সেন্টার বিকেলের পর বন্ধ থাকে তাই এলাকাবাসীই সেবা করা থেকে ওষুধ দেওয়া, চিকিৎসক আনা সবই করেছেন। যদিও শেষপর্যন্ত মরে যায় সেটি।

অন্যদিকে, ১৫ অক্টোবর শহরের একটি ষাঁড়কে খুঁড়িয়ে চলতে দেখে থানা মোড় এলাকার কিছু মানুষ পশুপ্রেমী সংস্থা সহ চিকিৎসককে খবর দিলে সেবা করে সেটিকে সুস্থ করে তোলা হয়। ২৯ অক্টোবর জাতীয় সড়ক দিয়ে দুই ব্যক্তি একটি ঘোড়াকে নিয়ে যাওয়ার সময় আটকে দিয়েছিলেন এলাকাবাসী। পরে সেই অসুস্থ ঘোড়াকে গোশালাতে রাখলে পরে মৃত্যু হয়।

> ঠান্ডার দিন আসছে। এই সময় অর্থাৎ নভেম্বরের শেষে কিংবা ডিসেম্বরে কুকুরের পার্ভো ও বিড়ালের ক্ষেত্রে ফিলাইন প্যানলিউকোপেনিয়া ভাইরাস লক্ষ করা যায়। সেসময় হাসপাতাল বন্ধ থাকায় আমাদের মতো চিকিৎসকদেরও সমস্যায় পড়তে হয়।
>
> **শুভঙ্কর সরকার**
> পশুপ্রেমী

পশুপ্রেমী তমালিকা সরকারের কথায়, 'সেদিন থানা মোড়ে যেভাবে ট্রাফিক পুলিশ যানজট নিয়ন্ত্রণ করেছিল তাতে এঁড়ে বাছুরটির চিকিৎসা করতে সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু সেই বিকেলে যদি হাসপাতাল খোলা থাকত কিংবা ব্যবস্থা থাকত তাহলে চিকিৎসার পর সেখানে অবজার্ভেশনে বাছুরটিকে রাখা যেত।'

পশুপ্রেমী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'ঠান্ডার দিন আসছে। এই সময় অর্থাৎ নভেম্বরের শেষে কিংবা ডিসেম্বরে কুকুরের পার্ভো ও বিড়ালের ক্ষেত্রে ফিলাইন প্যানলিউকোপেনিয়া ভাইরাস লক্ষ করা যায়। সেসময় হাসপাতাল বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়তে হয়। কবে যে জেলা হাসপাতাল হবে কিংবা এই সেন্টারটি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে!' যদিও স্টেট অ্যানিমাল হেলথ সেন্টারের ভেটেরিনারি অফিসার ডাঃ রাজেশ্বর সিং বলেন, 'সময়সীমা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারি সিদ্ধান্ত যা হবে তা মেনে চলব। আমরা পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন তো বটেই, কখনও ময়নাগুড়ি ব্লক থেকেও গোরু-ছাগলকেও রেফার করতে দেখা যায়। আর পশুদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে সেগুলির চিকিৎসা কীভাবে হবে বলে প্রশ্ন তোলেন দোমোহনি থেকে আসা সুজাতা মণ্ডল।

পশুপ্রেমীদেরও প্রশ্ন, মানুষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ঘাটতি থাকলে যদি প্রশ্ন তোলা যায়, তাহলে পশুদের জন্য নয় কেন?

গণস্বাক্ষর সংগ্রহ

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : অভয়ার 'সুবিচার' চেয়ে গণস্বাক্ষর সংগ্রহে পথে নামলেন অভয়া মঞ্চের সদস্যরা। রবিবার শহরের থানা মোড় (অভয়া চত্বর) থেকে শুরু হয় স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি। চলবে আগামী ৩ মাস। অভয়া মঞ্চের তরফে জানানো হয়, স্বাক্ষর সংগ্রহের পর দিল্লিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে বিচারের দাবি জানানো হবে। ১ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও 'সুবিচার' মেলেনি। তাই রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে। এরপর কর্মক্ষেত্রে নির্যাতিতা এবং নিহত চিকিৎসক অভয়ার জন্মদিন, ৯ ফেব্রুয়ারি দিল্লি যাওয়া হবে। দাবি তোলা হবে প্রকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির।

মিলন সভা

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : পুরসভার প্রয়াস সভাঘরে রবিবার দুপুরে রাউত সম্প্রদায়ের মিলন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের রাউত সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। ডঃ বিআর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণ করে এদিনের সভা শুরু হয়। রাউত সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে শিক্ষা ও সমাজের মূল স্রোতে আরও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই জন্য এই সভার আয়োজন বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়। সভার পাশাপাশি রাজা রাউত সহ পাঁচজন রাউত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মানুষকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংগঠনের জলপাইগুড়ির কোঅর্ডিনেটর প্রতাপ রাউত বলেন, 'আমাদের সম্প্রদায়ের অনেকে এখনও সমাজের উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে। শিক্ষায়ও পিছিয়ে। এই সভার মাধ্যমে আমরা সকলকে একত্রিত করে তাঁদের উৎসাহিত করতেই এই সভার আয়োজন করেছি।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১

থার্মোকলের বাক্স ও গাড়ির আড়ালে মূত্রত্যাগ

জরদায় অবৈধ পার্কিং

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ৯ নভেম্বর : ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো জরদা সেতু দিয়ে আড়াই বছর ধরে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। আর ওই সেতুতে যাওয়ার রাস্তায় এখন অবৈধ পার্কিং জোন তৈরি হয়েছে। সেখানেই রাখা হচ্ছে সারি সারি থার্মোকলের মাছ রাখার বাক্স। ডাঁই হয়ে থাকা থার্মোকলের বাক্স ও গাড়ির সারির আড়ালেই চলছে মূত্রত্যাগ। পাশাপাশি সংস্কারের অভাবে রাস্তার পাশের নর্দমাটিও বুঝে গিয়েছে। যার জেরে দুর্গন্ধে এলাকায় ব্যবসা করতে পারছেন না বহু ব্যবসায়ী। দ্রুত এই জরদা সেতু চালুর পাশাপাশি নর্দমা সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।

পুরসভার তরফে অবশ্য নর্দমা সংস্কারের পাশাপাশি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে নতুন করে সেতু তৈরির চেষ্টা চলছে বলে জানানো হয়েছে। ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাবী চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের কথায়, 'সেতুটি তৈরি হয়ে গেলে সেতুর রাস্তায় অবৈধ পার্কিং জোন এমনি উঠে যাবে। তবে নর্দমাটির যাতে সংস্কার করা যায় সেই উদ্যোগ শীঘ্রই নেওয়া হবে।'

শহরের প্রাণকেন্দ্র জরদা নদী। এই জরদা নদীর ওপরেই নতুন বাজার ও পুরোনো বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী পুরোনো জরদা সেতু দিয়ে যাতায়াত বন্ধ প্রায় বছর দুয়েকের উপর সময় ধরে। পুরোনো জরদা সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় সেটি দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় সেটির ওপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তারপর থেকেই নতুন জরদা সেতু দিয়ে যান চলছে। পুরোনো সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হওয়াতেই সেখানে গড়ে উঠেছে অবৈধ পার্কিং জোন। আর তার পাশেই রাখা হচ্ছে মাছের থার্মোকলের বাক্স। আর সেই গাড়ি ও বাক্সের আড়ালেই থাকা রাস্তার পাশে নর্দমাটিও সংস্কারের অভাবে বুজে যেতে বসেছে। অনেকেই সেই নর্দমার মধ্যে আবর্জনা ফেলছেন দিনের পর দিন। আর গাড়ির আড়ালে যেন অস্থায়ী শৌচাগার তৈরি হয়েছে। যে কারণে এলাকা দূষিত হচ্ছে। দুর্গন্ধে ওই এলাকায় ব্যবসা করতে পারছেন না স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

পুরোনো জরদা সেতুতে প্রবেশের পথে সারি সারি থার্মোকলের বাক্স।

> এলাকা এতটাই দূষিত হয়েছে যে, বহু ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে পারছেন না। পুরোনো সেতুটি চালু না থাকায় অনেক সময় যানজটও হচ্ছে। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে পুরোনো জরদা সেতুটি চালু করার দাবি জানানো হয়েছে। রাস্তার পাশেই নর্দমাটিও পুরসভার তরফে দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন।
>
> **সুমিত সাহা** *সম্পাদক, ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতি*

সমস্যা কোথায়

- ■ জরদা সেতু দিয়ে আড়াই বছর ধরে যান চলাচল বন্ধ
- ■ সেখানেই রাখা হচ্ছে মাছ রাখার থার্মোকলের বাক্স
- ■ সংস্কারের অভাবে পাশের নর্দমাটিও বুজে গিয়েছে
- ■ দুর্গন্ধে এলাকায় ব্যবসা করতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা
- ■ দ্রুত এই জরদা সেতু চালুর পাশাপাশি নর্দমা সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা

ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'এলাকা এতটাই দূষিত হয়েছে যে, বহু ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে পারছেন না। পুরোনো সেতুটি চালু না থাকায় অনেক সময় যানজটও হচ্ছে। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে পুরোনো জরদা সেতুটি চালু করার দাবি জানানো হয়েছে। রাস্তার পাশেই নর্দমাটিও পুরসভার তরফে দ্রুত সংস্কার করা প্রয়োজন।'

জাতীয় সড়ক নাইন ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঠাকুর বলেন, 'শীঘ্রই সেতুটির কাজ যাতে শুরু করা যায় সেই চেষ্টা চলছে।'

পার্কের মোড় থেকে কোরানিপাড়া যাওয়ার রাস্তায় নেই পথবাতি।

রাস্তায় নেই আলো, দুর্ভোগ

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : পান্ডাপাড়া পার্কের মোড় থেকে কোরানিপাড়া মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার পথ। এই পথ ধরেই জলপাইগুড়ি থেকে মণ্ডলঘাট যেমন যাওয়া যায়, ঠিক তেমনি করলার বাঁধ ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে সোজাসুজি পৌঁছানো যায় পুলিশ লাইনে। এই লম্বা রাস্তাটা খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি শহরতলির মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, বিগত কয়েকবছর ধরে সন্ধ্যার পর ওই রাস্তায় যেতে চান না কেউ। কারণ ওই পথে একটিও পথবাতি নেই। যে দু'তিনটে লাইট রয়েছে তাও খারাপ। আর এই সুযোগেই ওখানে বাড়ছে নেশা সহ অসামাজিক কাজ বলে অভিযোগ পথচলতি মানুষ থেকে স্থানীয়দের। কিন্তু সব জানা সত্ত্বেও নির্বিকার গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বলে আক্ষেপ সকলের।

প্রতিদিন এই পথে সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করেন অভিজিৎ রায়। কিন্তু অন্ধকারে পথ চলতে বেশ অসুবিধাই হয়। সামনে থেকে বড় গাড়ির আলো পড়লে রাস্তা আর পাশের নীচু জমি বোঝা যায় না বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর অভিযোগ, 'অনেকটা পথ অন্ধকারে সাইকেল চালাতে হয়। সেই পার্কের মোড়ে একটা লাইট, আবার কোরানিপাড়ার মোড়ে আরেকটা। বর্তমানে শহরের যা অবস্থা। চুরি-ছিনতাই হচ্ছে, সেগুলো ভেবে ভয়ই লাগে।' আরেক স্থানীয় বাসিন্দা শেফালি বর্মনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, 'রাস্তাটা কোরানিপাড়া ও মণ্ডলঘাটগামী মানুষের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরাও টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরে এই রাস্তা দিয়ে। বাইক, টোটো, ভ্যানের সঙ্গে গাড়িও যাতায়াত করে এই পথে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই শুরু হয়ে যায় অসামাজিক কাজ। আলো দুই মোড়ে জ্বললেও বাকি পুরো রাস্তাটা অন্ধকার। পাড়ায় সমাধান ক্যাম্পেও আমরা এনিয়ে বলেছি। গ্রাম পঞ্চায়েত কিছুই করছে না এই বিষয়ে।' এলাকার মহিলারাও যথেষ্টই বিরক্ত। তাঁদের যুক্তি, এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে রীতিমতো গা-ছমছম করে। কখন কী বিপদ হয় এই ভেবে। যেখানে রাতের শহরে পুলিশের উপর গুলি চালানোর মতো ঘটনা ঘটতে পারে, সেখানে আমরা তো সাধারণ মানুষ। আমাদের নিরাপত্তা কোথায়! এই আলোর অভাব এবং নিরাপত্তার প্রশ্ন নিয়ে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মনোজ ঘোষের বক্তব্য, 'আমরা এই পথে বেশকিছু সোলার লাইট বসিয়েছিলাম। কিন্তু সেগুলো সময়ের সঙ্গে খারাপ হয়ে গিয়েছে। এবার পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প থেকে এই বিষয়টি উঠে এসেছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে ইতিমধ্যে। আশা করছি দ্রুত আলোর সমস্যা দূর হবে।'

এক কিমি আঁধার

- ■ পান্ডাপাড়া পার্কের মোড় থেকে কোরানিপাড়া মোড় পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার পথ
- ■ এই পথ ধরেই জলপাইগুড়ি থেকে মণ্ডলঘাট যাওয়া যায়, করলার বাঁধ ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে পৌঁছানো যায় পুলিশ লাইনে
- ■ এই লম্বা রাস্তাটা খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি শহরতলির মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
- ■ বিগত কয়েকবছর ধরে সন্ধ্যার পর ওই রাস্তায় যেতে চান না কেউ, কারণ ওই পথে একটিও পথবাতি নেই
- ■ যে দু'তিনটে লাইট রয়েছে তাও খারাপ, আর এই সুযোগেই ওখানে বাড়ছে নেশার আসর

অবহেলায় বিপন্ন মালের সবুজ

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৯ নভেম্বর : পাহাড়, নদী আর চা বাগানে ঘেরা উত্তরবঙ্গের এই ছোট শহরটি একসময় ছিল প্রকৃতির কোলে লুকিয়ে থাকা এক স্বপ্নপুরী। কিন্তু নাগরিক ও প্রশাসনিক অবহেলায় সেই স্বপ্নপুরীর স্বপ্ন এখন ম্লান। তবু আশার আলো, নতুন উদ্যোগে শহরজুড়ে শুরু হচ্ছে বৃহৎ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। লক্ষ্য একটাই- 'সবুজে ফিরুক মালবাজার'।

প্রতি বছর শীতের মরশুমে মালবাজারজুড়ে দেখা যায় জলসংকট। ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যায় নীচে, বহু এলাকায় টিউবওয়েল শুকিয়ে পড়ে থাকে। অভিজ্ঞদের মতে, শহরের আশপাশে ক্রমাগত গাছপালা নিধন ও মাটির জৈব স্তর নষ্ট হওয়ার ফলেই জলধারণক্ষমতা কমছে দ্রুত। এই সংকটের মাঝে ১২ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি নিতে চলেছে বৃহৎ পরিমাণে গাছ লাগানোর উদ্যোগ। কাউন্সিলার সরিতা গিরি বলেন, 'ছটপুজো পার হয়েছে। এবার আমরা ১২ নম্বর ওয়ার্ডে ধাপে ধাপে গাছ লাগানো শুরু করব। এই উদ্যোগে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলিকেও আমরা পাশে চাই।' এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে মাল শহরের বিভিন্ন সংস্থা।

স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের কনভেনার সুরজিৎ দেবনাথ জানান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি তাঁরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকেও অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। নতুন ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হচ্ছে। এতে শহর পরিচ্ছন্ন হবে, আর নতুন গাছ শহরকে শ্বাস নিতে সাহায্য করবে। ভূগোল শিক্ষক শুভ্রজিৎ ঘোষ বলেন, 'গাছই শহরের প্রাণ। বৃক্ষরোপণ কমে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাচ্ছে। বৃক্ষরোপণের এই নতুন পরিকল্পনা এই ভারসাম্য ফেরাতে বড় ভূমিকা নেবে।' জলসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার নির্মল সাহার মতে, 'গাছ লাগানোই এখন মালবাজার বাঁচানোর প্রথম ধাপ। সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিক ও বর্জ্য পদার্থের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

সমাজমাধ্যমে প্রচারে শহরের তরুণ প্রজন্মও পিছিয়ে নেই। তারাও বিভিন্ন পোস্টে ডাক দিচ্ছে- 'গাছ লাগাও, মালবাজার বাঁচাও'।

স্থানীয় কলেজের ছাত্র দেবম ভৌমিক, সৌভিক পোদ্দার-রা জানান, তাঁদের প্রজন্মই যদি দায়িত্ব না নেয়, আগামী প্রজন্মের জন্য কিছুই থাকবে না। তাই তাঁরা বন্ধুরা মিলে বৃক্ষরোপণের ওপর সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। পরিবেশপ্রেমী নফসর আলি ও স্বরূপ মিত্রও বলেন, 'শুধু গাছ লাগানো নয়, সেগুলি বাঁচিয়ে রাখার দায়ও সবার। এটিকে শহরের সামাজিক আন্দোলন করে তুলতে হবে।'

প্রশাসনিক ও সংস্থাগতভাবে গাছ লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবেও শহরে কিছু মানুষ গাছ লাগানোর ওপর জোর দিয়েছেন। তাই এবার প্রতিটি চারাগাছেই যেন শহরের নতুন শপথ হতে যাচ্ছে- 'প্রকৃতি বাঁচলে, তবেই বাঁচবে মালবাজার'।

শুরু নাট্যমেলা

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রভবনে শুরু হল পঞ্চবিংশ নাট্যমেলা। চলবে ৯ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত। রবিবার শহরের মাদ্রাসা ময়দান থেকে একটি শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে নাট্যমেলার উদ্বোধন হয়। এরপর ডিবিসি রোড, থানামোড়, সমাজপাড়া মোড় হয়ে রবীন্দ্রভবনে পৌঁছায়। এদিন হাকিমপাড়া ভ্রমর নাট্য সংস্থার তরফে পাপড়ি দেব-এর রচনা ও পরিচালনায় 'বাঁশি' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। পাশাপাশি, তরুণ নাট্য সংস্থার তরফে বাপ্পা পালের রচনা ও পরিচালনায় 'নিভৃত যতনে' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

কার্তিকেই লেপ তৈরির ব্যস্ততা। ছবি : মানসী দেব সরকার

লেপের সঙ্গে বাড়ছে তুলোর দাম

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : মন্থার প্রভাবে নভেম্বরের শুরু থেকেই শহরে রাতে শীত শীত অনুভূত হচ্ছে। সপ্তাহের শেষে রাতেই গায়ে উঠল জ্যাকেট, শাল। শীত না এলেও কার্তিকেই যেন শীতের আমেজ। তাই দোকানে দোকানে যেমন শীতের পোশাকের সম্ভার রাখা শুরু হয়েছে, তেমনি একটু একটু করে শহরে পা দিয়েছেন ধুনকররা। শনিবার পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি, দিনবাজার, মার্চেন্ট রোড ঘুরে দেখা গেল, কারিগরদের লেপ তৈরির ব্যস্ততা। অনেকেই আবার দোকানে ঢুঁ দিলেন লেপ কিনবেন বলে। ব্যবসায়ী রবি আগরওয়ালের কথায় উঠে এল লেপের বাজারের ছবিটি। তাঁর যুক্তি, 'প্রকারভেদে লেপতোষক তৈরির কাপড়ের দাম প্রতি গজে ১.৫০ থেকে ২ টাকা বেড়েছে। শিমুল তুলো প্রতি কেজি ২০০ থেকে ৩৬০ টাকা, কার্পাস তুলোর প্রতি কেজি ২৫০ থেকে ৩৬০ টাকা পর্যন্ত দাম রয়েছে।'

শীতে উষ্ণতা দিতে বাজার ছেয়েছে রকমারি কম্বল এবং গরম চাদরে। মাষকলাইবাড়ি, পান্ডাপাড়া, দিনবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় লেপতোষকের পসরা দেখা যায়।

শুভঙ্কর তালুকদার লেপ তৈরির অর্ডার দিতে এসে বললেন, 'আবহাওয়ার যা অবস্থা তাতে সন্ধ্যার পর গরম কাপড় পরতে হচ্ছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে চাদরও দিতে হচ্ছে। কয়েকদিন বাদে ঠান্ডা বাড়বে। তাই আগেভাগেই লেপ বানানোর অর্ডার দিতে এলাম।' জলপাইগুড়ির এক বেডিং স্টোরের মালিক বিবেক সিংহী জানালেন, তোষকের ক্ষেত্রে কার্পাস তুলোই বেশি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া 'র' কটন ও পলি তুলো সহ বিভিন্ন প্রকার তুলো দিয়ে লেপ তৈরি হয়। কিন্তু এখানে শিমুল তুলো দিয়েই লেপ তৈরির চল বেশি। সিঙ্গল লেপের দাম ৯০০ থেকে ১২০০ টাকার মধ্যে। ডাবল লেপ ১২০০ থেকে ১৮০০ টাকার মধ্যে। তুলোর মান ও পরিমাণের ওপর নির্ভর করে লেপের দাম।

বাড়ি গিয়ে লেপ তৈরির মজুরির ওপর পেট চালান এমন কারিগরের সংখ্যা অনেক। আকার অনুযায়ী লেপতোষক তৈরিতে ৩০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত মজুরি পান কারিগররা। নতুন লেপ বানালে মজুরি কম আর পুরোনো লেপের মজুরি বেশি।

ধুনকর সাহাবুদ্দিন বলেন, 'এবার লেপের চাহিদা একটু কম মনে হচ্ছে। এবার তুলোর দামও একটু বেশি। কেজিতে প্রায় ৭০-৮০ টাকা বেড়েছে। অন্যান্যবার এই সময় বহু মানুষ লেপের খোঁজে চলে আসেন। কিন্তু এবছর মাত্র ১০-১২ জন এসেছেন। বাজার কী হবে বুঝতে পারছি না।' ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, গত এক সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে ৫ থেকে ৭টি করে লেপতোষকের অগ্রিম অর্ডার এসেছে। তাঁদের কাজের ব্যস্ততা জানান দিচ্ছে, শীত আসছে।

পাড়ায় পাড়ায়

জলপাইগুড়ি

পোস্টারের সামনেই আবর্জনার স্তূপ

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা কামারপাড়া। ডিবিসি রোড, শিয়ালপাড়া, দিনবাজার সহ একাধিক এলাকার শর্টকাট হল এই রাস্তা। শহরের অন্যতম ব্যবহৃত এবং ব্যস্ত রাস্তা হওয়ায় এখানে প্রচুর দোকান রয়েছে। বিশেষ করে শহরের জামাকাপড়ের হাব বলা যেতে পারে এই রাস্তাকে। সঙ্গে রাস্তার দু'ধারে প্রচুর দোকান এবং বসতবাড়ি রয়েছে। আর এই ব্যস্ত রাস্তার পাশে দুই-তিনটে ফাঁকা জায়গায় রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। সেখানে রোজ বাড়ির বর্জ্য ফেলা হয়। আর ওই আবর্জনায় সারাক্ষণ মাছি, গোরু সহ নানা প্রাণী বিচরণ করে। সঙ্গে দুর্গন্ধ তো আছেই। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিত্যদিন দোকান করছেন কিংবা যাতায়াত করছেন শহরের হাজারো মানুষ।

স্থানীয় দোকানি সুমিত সাহা বলেন, 'আমার দোকান এই পাড়াতেই পড়ে। কিন্তু ওই ফাঁকা জায়গায় কিছু দোকান ও বাড়ি থেকে আবর্জনা ফেলা হয়। তার থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়। পুরকর্মীরাও ঠিকঠাক আবর্জনা সংগ্রহ করেন না। এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।' এই বিষয়ে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সরিতাপ্রসাদ শা বলেন, 'প্রতিদিন আমাদের গাড়ি আবর্জনা পরিষ্কার করে।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'ওই জায়গায় আবর্জনা না ফেলার জন্য পুরসভার তরফে পোস্টার লাগানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও এভাবে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এটা অনৈতিক এবং অসংবেদনশীল। মানুষ নিজেরা ঠিক না হলে মুশকিল। নিজেরাই নিয়ম ভাঙছে, আবার নিজেরাই অভিযোগ করছে। এগুলো ঠিক নয়।'

তথ্য : অনীক চৌধুরী

বাজার ছেয়েছে বারুইপুরের পেয়ারায়

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : শীতকালে দুপুরের খাবার খাওয়ার পর অনেকে গায়ে মিঠে রোদ মেখে ফল খেতে ভালোবাসেন। শীতকালের ফল মানে শুধু কমলালেবু নয়, এই তালিকায় পেয়ারাও রয়েছে। পেয়ারা খেতে অনেকে পছন্দ করেন। যদিও পেয়ারাকে অনেকে রসিকতা করে 'গরিবের আপেল' বলেন। কিন্তু এই ফলের গুণাগুণ আপেলের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। উপকারিতার পাশাপাশি এর দামও সকলের সাধ্যের মধ্যে। এই পেয়ারা এখন জলপাইগুড়ি শহরের বাজার ছেয়ে গিয়েছে। তবে এগুলি স্থানীয় এলাকার পেয়ারা নয়, বরং বারুইপুরের পেয়ারা।

শহরের অধিকাংশ ফল বিক্রেতা এই সুস্বাদু বারুইপুরের পেয়ারা নিয়ে বসেছেন। সকলের কাছে ডাসা ও পাকা পেয়ারা রয়েছে। এই পেয়ারাগুলি দেখতেও যেমন সুন্দর, খেতেও তেমনি সুস্বাদু। বিক্রেতারা জানান, এই বারুইপুরের পেয়ারায় বীজের পরিমাণ কম থাকে। খেতেও খুব সুস্বাদু হয়। তাই শীতের শুরুতে জলপাইগুড়ির বাজারজুড়ে বিক্রি হচ্ছে বারুইপুরের পেয়ারা। এই মিষ্টি পেয়ারা কেনার জন্য ক্রেতাদের ভিড়ও লক্ষ করা যাচ্ছে।

ফল বিক্রেতা রাহুল ভার্গবের কথায়, 'এখন বাজারে এসে অনেকে বারুইপুরের পেয়ারার খোঁজ করছেন। অন্য বছরের তুলনায় এবছর একটু আগেই এই পেয়ারা বাজারে চলে এসেছে। এই পেয়ারার অনেক গুণ রয়েছে বলে শুনেছি।'

দিনবাজারে বিকোচ্ছে বারুইপুরের পেয়ারা।

তিনি জানান, একেকটি পেয়ারার ওজন ১০০-২০০ গ্রাম। বর্তমানে এই বারুইপুরের পেয়ারা শহরের বাজারে কিলো প্রতি ৭০-৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আশা রাখছি, এবার এই পেয়ারা বিক্রি করে বেশ ভালোই লাভ হবে।

বাজারে এখন অন্যান্য ফলের দাম অনেকটা বেশি। সেই সময় সাধ্যের মধ্যে বারুইপুরের পেয়ারা পেয়ে খুশি ক্রেতারাও। রবিবার দিনবাজারে ফল কিনতে এসেছিলেন সুপ্রিয় রায়। তিনি বলেন, 'শীতকালে ফল খাওয়া জরুরি। ফলের মধ্যে পেয়ারা খেতে বেশ ভালো লাগে। পেয়ারার বহু গুণ রয়েছে। তার ওপর বারুইপুরের পেয়ারার স্বাদই আলাদা। বাজারে দেখছি ভালো পেয়ারা উঠেছে। তাই আজ অন্যান্য ফলের বদলে পেয়ারা কিনলাম।'

বিশিষ্ট চিকিৎসক শিলাদিত্য ভাদুড়ির কথায়, 'পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি থাকে। তাই এই ফলটি শীতকালে ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। নিয়মিত পেয়ারা খেলে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।'

তিনি আরও জানান, এই ফলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, লাইকোপেন থাকে যা বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। তাঁর মতে, 'প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় একটি করে পেয়ারা রাখা যেতে পারে।'

চাহিদা

- ■ গত কয়েকদিন ধরে শহরের বাজারে দেদারে বিক্রি হচ্ছে বারুইপুরের পেয়ারা
- ■ একেকটি পেয়ারার ওজন ১০০-২০০ গ্রাম
- ■ প্রতি কিলো ৭০-৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে
- ■ পেয়ারার গুণাগুণের জন্য অনেকে এগুলি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন

রবিবার ডুয়ার্সে হাট জমল না

প্রথম পাতার পর

বিএলও-রা বাড়িতে এসে ঘুরে গেলেন কি না বা আজ আসবেন কি না, সেই আশঙ্কা নিয়েই দিন কাটিয়েছেন তাঁরা। রবিবারের ছুটির দিনটির ভরপুর সদ্ব্যবহার করতে তাই কেউ পিছপা হননি। তেলিপাড়া থেকে শুরু করে রেডব্যাংক চা বাগানের সর্বত্রই দেখা গিয়েছে কাউকে দিয়ে ফর্ম পূরণ করিয়ে নেওয়ার জটলা। যাঁরা এখনও ফর্ম পাননি তাঁরা বিএলও-কে খুঁজেছেন নিজেদের ফর্ম পেতে। এসবেরই প্রভাব পড়ে বানারহাট ও চামুর্চি চেকপোস্টের সাপ্তাহিক হাটে। অন্য সপ্তাহে সকাল থেকে যেমন ভিড় থাকে সেই তুলনায় ভিড় ছিল অনেক কম।

পশ্চিম ডুয়ার্সের একটি পুরোনো হাট হল মেটেলি হাট। এখানেও এদিন ছিল হাটবার। সংলগ্ন চা বাগানগুলি থেকে মেটেলিতে যেমন ক্রেতারা আসেন, তেমনই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরাও আসেন তাঁদের পসরা নিয়ে। এসআইআর-এর গেরোয় মেটেলি হাটও একেবারেই জমেনি। সকালে ফর্ম পূরণ করে স্বস্তি ফিরে আসার পর বেশ কিছু শ্রমিককে অবশ্য বিকেলে কেনাকাটি করতে হাটে আসতে দেখা যায়।

এসআইআর যে কতটা চিন্তায় রেখেছে তা নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিক বাসন্তী ভূমিজের কথায় পরিষ্কার। তিনি বলেন, 'অন্যান্য রবিবার সকালে হাটে যাই। কিন্তু এদিন গোটা সকালই এসআইআর-এর ফর্ম পূরণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সন্ধ্যার ভাঙা হাটে গিয়ে কিছু বাজার করি। একটা বড় কাজ তো হল।' প্রতি রবিবার এই হাটে কাপড়ের দোকান নিয়ে আসেন মালবাজারের ব্যবসায়ী কমল পাল। তিনি বলেন, 'অন্যান্য হাটের তুলনায় এদিন ক্রেতাদের ভিড় অনেকটাই কম ছিল। ফলে ব্যবসাও জমেনি। কী আর করা যাবে?' মালবাজার হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কমল দত্ত বলেন, 'এসআইআর বলে কথা! আমার নিজের ফর্মটাও এখনও পূরণ করতে পারিনি। তাই আমি নিজেও আজ কাপড় নিয়ে হাটে যাইনি।'

ক্রান্তি ব্লকের অন্যতম প্রাচীন ধনতলা হাট এদিন প্রায় ফাঁকা ছিল। রবি ও বৃহস্পতিবার এই দু'দিন ধনতলায় হাট বসে। কাপড় ব্যবসায়ী সুদীপ বণিকের কথায়, 'এমনিতেই পুজোর মরশুম যাওয়ার পর ব্যবসা খারাপ হচ্ছে। এখন এসআইআর হওয়ার পর হাট কার্যত খাঁখাঁ করছে।' সবজি বিক্রেতা শাকালু মহম্মদের বলেন, 'বেচাকেনা খুবই কম। বাজারে সেভাবে লোকই আসছে না। সবাই এখন এসআইআর নিয়ে ব্যস্ত।'

রবিবার নাগরাকাটা ব্লকের লুকসান এবং চম্পাগুড়ি হাটের পরিস্থিতিও ছিল তথৈবচ। দুটি হাটেরই মূল ক্রেতা চা শ্রমিকরা। গ্রাসমোড় চা বাগানের অরুণ ওরাওঁ নামে এক শ্রমিক হাটে না গিয়ে সকালে নিজের ৪ নম্বর শ্রমিক মহল্লায় এলাকার এক শিক্ষিত তরুণকে দিয়ে ফর্ম পূরণ করাচ্ছিলেন। এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছে বাগানের অলিগলির সর্বত্র। রীতিমতো চেয়ার, টেবিল পেতে সবাই একজোট হয়ে ফর্ম পূরণ করেছেন। ধরণীপুর চা বাগানের সুমিতা নট্ট নামে এক মহিলা বলেন, 'আপাতত বাগান বন্ধ। অন্যত্র বিঘা শ্রমিকের কাজে যাচ্ছি। সোমবার থেকে ফের ব্যস্ত হয়ে পড়ব। বাড়ি ফিরতে সেই সন্ধে। তার ওপর শীতের বেলা। তাই ঝুঁকি না নিয়ে এদিনই ফর্ম পূরণ করে নিয়েছি।'

বিধানসভায় প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা ইটাহারের প্রাক্তন বিধায়কের

কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন অমল

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ৯ নভেম্বর : পদ্মে মোহ নেই। ঘাসফুলে কলকে নেই। অবশেষে ফুলের মায়া ছেড়ে 'ধাত্রী' দলের হাত ধরতে চলেছেন ইটাহারের দুইবারের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অমল আচার্য। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১২ নভেম্বর কংগ্রেসে যোগ দেবেন তিনি। প্রদেশ ও জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলার পরেই তিনি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

অমল বলেন, 'আমার রাজনৈতিক সহকর্মী, সমর্থক ও অনুগামীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের পরামর্শ নিয়েই আমার পুরোনো দল কংগ্রেসে ফিরে যাচ্ছি। আগামী বুধবার বেলা ১টায় আমার সহযোদ্ধা তথা ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সামাদ ও আরও কয়েকজন নেতাকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছি। পরে বাকি অনুগামীরাও কংগ্রেসে যোগ দেবেন।' উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের তরফেও একই বার্তা মিলেছে। অমল আচার্যর মতো দাপুটে নেতাকে ফিরে পাওয়ার খবরে কংগ্রেস শিবিরও মরা গাঙে জোয়ার আসার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তুষার গুহ বলেন, 'আগামী ১২ নভেম্বর কলকাতায় দলের প্রদেশ কার্যালয়ে ইটাহারের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অমল আচার্য ও ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সামাদ তাঁদের বেশ কিছু অনুগামীকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেবেন।' কংগ্রেস সূত্রে খবর, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা এই রাজ্যে দলের পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেত্রী দীপা দাশমুন্সি ও উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত ওইদিন দলের পতাকা তুলে দেবেন অমল ও আব্দুসের হাতে। অমলের দলে যোগদান প্রসঙ্গে কংগ্রেসের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তুষার গুহর প্রতিক্রিয়া, 'অমলদা কংগ্রেসেরই লোক ছিলেন। কংগ্রেস দলটা করেই তিনি নেতা হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রত্যাবর্তন আমাদের কাছে অবশ্যই আনন্দের বিষয়। তিনি দলে ফিরলে কংগ্রেস পুনরায় পুরোনো ফর্মে ফিরবে। ইটাহারের পাশাপাশি জেলাতেও কংগ্রেস আরও শক্তিশালী হবে।'

কার্যত কংগ্রেসই ছিল অমল আচার্যর রাজনৈতিক জীবনের

অমল আচার্য।

আঁতুড়। তিনি নিজেও মনে করেন, কংগ্রেস তাঁর কাছে ধাত্রী মায়ের মতো। ছাত্র পরিষদ থেকে যুব কংগ্রেস নেতা হিসেবে দীর্ঘদিন রাজনীতি করার পর প্রদেশ কংগ্রেস সদস্যও হয়েছিলেন তিনি। ২০০১ ও ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ইটাহার থেকে দুইবার কংগ্রেসের প্রার্থীও হয়েছিলেন। যদিও দুইবারই সিপিআই প্রার্থী শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন তিনি। এরপর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের আঁচ পেয়ে ২০১১ সালে বিধানসভা ভোটের মুখে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়ে ইটাহার থেকে জোড়াফুল প্রতীকের প্রার্থী হয়ে প্রথম বিধায়ক নির্বাচিত হন অমল। পরের বছর তাঁকে দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা

> আমার রাজনৈতিক সহকর্মী, সমর্থক ও অনুগামীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের পরামর্শ নিয়েই আমার পুরোনো দল কংগ্রেসে ফিরে যাচ্ছি। বুধবার বেলা ১টায় আমার সহযোদ্ধা তথা ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সামাদ ও আরও কয়েকজন নেতাকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছি। পরে বাকি অনুগামীরাও কংগ্রেসে যোগ দেবেন।
>
> **অমল আচার্য** প্রাক্তন বিধায়ক

সভাপতি করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৬-তে দ্বিতীয়বার তৃণমূল বিধায়ক হওয়ার বছর চারেক পর থেকেই দলের অন্দরে তাঁকে ঘিরে বিরুদ্ধ হাওয়া বইতে শুরু করে। ইটাহারে সংখ্যালঘু মুখকে প্রার্থী করার জিগির ওঠে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে। সেই পাকেচক্রে তৃণমূলের টিকিট হাতছাড়া হয় অমল আচার্যর। অভিমানে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার করেন। তৃণমূলকে হটানোর রাজনৈতিক মিশন সফল না হওয়ায় পোড়খাওয়া নেতা অমল অভিমান ভুলে ফের তৃণমূলেই ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু ঘাসফুল শিবির থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। এরপর গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে কিছুদিন রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় ছিলেন তিনি। গত মার্চ মাস থেকে ছাব্বিশের নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ফের গা-ঝাড়া দিয়ে মাঠে নামেন অমল। গ্রামে গ্রামে চা চক্রের নামে জনসংযোগ করে নিজের জনভিত্তি গড়ার কাজ শুরু করেন। ছাব্বিশের নির্বাচনে ফের অমল প্রার্থী হতে চলেছেন বলে কয়েক মাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জিগির তোলেন তাঁর অনুগামীরা। কিন্তু চা চক্র থেকে সোশ্যাল মিডিয়া - সর্বত্রই তাঁর দিকে ধেয়ে আসে একটাই প্রশ্ন, 'আপনি কোন দলে?' প্রশ্নের উত্তর মিলবে আগামী বুধবার। অমল আচার্য জানিয়েছেন, শুধু কংগ্রেসে যোগ দেওয়াই নয়, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ইটাহারে তাঁকেই হাত প্রতীকের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরা হবে বলে কংগ্রেসের তরফে সবুজ সংকেত মিলেছে। অমল কংগ্রেসের প্রার্থী হলে ইটাহারে ভোট রাজনীতির সমীকরণ কি পালটাবে? সেটাই এখন দেখার।

মনোরোগী ছিলেন পূজার মা-ও

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : শিশুকন্যা খুনে অভিযুক্ত মা পূজা দে ঘোষের পারিবারিক ইতিহাসও কম রহস্যজনক নয়। পূজার প্রথমপক্ষের স্বামী এবং পূজার মায়ের রহস্যমৃত্যু (আত্মহত্যা) হয়েছিল বলে পরিবারের লোকেরা জানাচ্ছেন। আরও জানা যাচ্ছে, সিজোফ্রেনিয়া জনিত মনোরোগ পূজার মায়েরও ছিল। বছর তেইশের পূজার মধ্যেও সেই রোগের প্রভাব পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ছোটবেলায় সেই রোগের বিষয়ে তেমন বোঝা না গেলেও লকডাউনের সময় এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, খাবারে অনীহার মতো উপসর্গ দেখা দেয় পূজার। তারপরেই মনোরোগের বিষয়ে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন। বিশেষ করে প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা ছিল না বললেই চলে। স্বামীর সঙ্গে বাইকে বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করত মাঝে মাঝে। বাড়ির রান্না করলেও অন্যান্য কাজ করতে চাইত না। অবসরে মোবাইল ফোনে পূজা ব্যস্ত থাকত বলে জানান শ্বশুর। পুলিশের এক কর্তা বলেন, 'শিশুকে জলে ফেলার বিষয়টি স্বীকার করেছে পূজা। আরও বিশদে জানতে তদন্ত চলছে।' শিশুমৃত্যুর ঘটনার পর রবিবার দক্ষিণ চেচাখাতা ডিএস কলোনির গলিতে থমথমে পরিবেশ লক্ষ করা গিয়েছে। শিশুটির বাড়িতে শ্রাদ্ধের জন্য পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলছিলেন তার বাবা জয়দীপ ঘোষ। জয়দীপ বলেন, 'মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। কিছুদিন আগেই অন্নপ্রাশন দিয়েছি। আর এখন মেয়ের শ্রাদ্ধশান্তির কাজের প্রস্তুতি চলছে।' জয়দীপ জানাচ্ছেন, বিয়ের পর কয়েকবার স্ত্রীর মানসিক পরিস্থিতি বদলে যেতে দেখেছেন তিনি। স্নান, খাওয়াদাওয়া না করে চুপচাপ বসে থাকা, পলকহীন চোখে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা, এসব অস্বাভাবিকতা দেখে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। তারপর আবার সুস্থ হয়ে ফিরেও আসেন স্ত্রী। কিন্তু সন্তান জন্মানোর প্রায় এক মাস পর থেকেই পরিস্থিতি বদলে যায়। মেয়ে চক্ষুশূল হয়ে ওঠে পূজার। তাকে জোরে আঘাত করতেও দেখেছেন পরিবারের লোকজন। প্রতিবেশী রূপা

শিশুকন্যা খুন

দত্ত বলেন, 'বিয়ের পর রাস্তাঘাটে তেমন দেখা যায়নি পূজাকে। এমনকি শিশু খুনের ঘটনার পরেও ও নিজের কথাই বলে চলছিল।'

শিশুটিকে যে খাটে বিশ্রামের জন্য শেষবার রাখা হয়েছিল, সেখানে বসে ছিলেন ঠাকুরদা মলয় ঘোষ। রবিবার দুপুর পর্যন্ত কিছু খেতে পারেননি বলে জানালেন।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নীলাদ্রি নাথ বলেন, 'সিজোফ্রেনিয়া বা পোস্টপার্টাম সাইকোসিস রোগ থাকলে শিশুর প্রতি অনীহা জন্মাতে পারে। প্রসব পরবর্তী সময়ে হতে পারে মানসিক বিকার। যা থেকে নিজের সন্তানের ক্ষতি করে থাকতে পারেন রোগী। এমনকি আত্মহত্যা করতে পারে। তবে সঠিক চিকিৎসা হলে রোগী সুস্থ থাকেন।'

ফুলের জলসাঘর... *শ্রীনগরের 'বাঘ-ই-গুল-ই-দাউদ' নামে পরিচিত ক্রিসান্থেমাম বাগানে। রবিবার। -পিটিআই*

বিডিও'র 'কীর্তি' ভোলেননি মানুষ

আলিপুরদুয়ারে প্রশান্তর 'বাড়ি' এখন শুনসান

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : এমনিতেই বিডিও প্রশান্ত বর্মনের নাম গত কয়েক বছর ধরে বেশ চর্চার বিষয় রাজ্যে। নানা সময়ে নানা অভিযোগ উঠে এসেছে এই দাপুটে আধিকারিকের বিরুদ্ধে। তার ওপর সম্প্রতি সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা অপহরণ ও খুনে মূল অভিযুক্ত প্রশান্তকে নিয়ে ফের সরগরম চারদিক। বর্তমানে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত এর আগে কালচিনির বিডিও ছিলেন।

একসময় আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজ সংলগ্ন প্রশান্তর প্রাসাদোপম বাড়ির সামনের রাস্তায় চার চাকা গাড়ির সারি দেখা যেত। রাত বাড়তেই গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। এমনকি সেই বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় গাড়ি পার্কিং নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রশান্ত। তারপর বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়ায়। একসময় সেই বাড়ি দেখভালের জন্য সারাক্ষণ এক কর্মী থাকতেন বলে প্রতিবেশীরা জানান। তবে এখন দিনেরবেলায় কাউকে দেখা যায় না। তবে সিসিটিভি ক্যামেরার

বীরপাড়ায় প্রশান্ত বর্মনের বাড়ি।

নজরদারিতে মাছি গলারও উপায় নেই। প্রায় ছয় মাসের বেশি সময় ধরে ওই বাড়িতে কাউকে যাতায়াত করতে দেখেননি স্থানীয়রা। স্বাভাবিকভাবেই গাড়ির বাড়বাড়ন্তও নেই। বাড়ির প্রতিটি গেটে তালা ঝোলানো রয়েছে। তবে মাঝেমধ্যে রাতে কেউ এসে সেই বাড়িতে নজরদারি চালান বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। স্থানীয় এক ব্যক্তির মন্তব্য, 'এখন রাস্তাঘাটে যানবাহনের জটলা থাকে না। প্রায় ছয় মাস হল ওই বাড়ির সামনে লোকজন দেখা যায় না।' ইতিপূর্বে দমনপুর এলাকাতেও কয়েকজন চিকিৎসকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রশান্ত। মারধরও করা হয়েছিল তাঁদের। স্থানীয়রা ভোলেননি সেই ঘটনাও। এছাড়া আলিপুরদুয়ার শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে এক পরিচিতের বাড়িতেও বিডিওর আনাগোনা ছিল। সেখানে অবশ্য চার চাকার গাড়ি অনেকটা দূরেই পার্ক করা হত বলে প্রতিবেশীরা জানান। যদিও সেখানেও গাড়ি রাখা নিয়ে অনেকেরই আপত্তি ছিল। তবে গত এক বছর ধরে সেখানে প্রশান্তকে দেখতে পাননি স্থানীয়রা। এমনকি সেই আত্মীয়কেও আর নিয়মিত দেখা যায় না। আলিপুরদুয়ার শহরের এক বাসিন্দা বলেন, 'এখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে প্রশান্তকে মাঝেমধ্যেই দেখা গেলেও গত প্রায় এক বছরে তাঁকে আসতে দেখা যায়নি।'

এবার আসা যাক কালচিনিতে। সেখানে বিডিও থাকাকালীন প্রশান্তর বিরুদ্ধে সমব্যথী প্রকল্পের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ করেছেন জনপ্রতিনিধিদের অনেকে। আরও জানা যায়, স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির পেট্রোল পাম্প থেকে প্রশান্ত নিয়মিত জ্বালানি তেল নিতেন। যার টাকা তিনি কোনওদিনও মেটাননি বলে অভিযোগ। এনিয়ে তাঁকে কিছু বলার সাহস পাননি ওই জনপ্রতিনিধি তথা পেট্রোল পাম্প মালিক।

সামাবিয়ংয়ে চেরি ব্লসম

প্রথম পাতার পর

তবে বেশিরভাগই হালকা গোলাপি রংয়ের। মোটামুটি ২০ দিন ধরে চলে ফুল ফোটার পালা। এই সময় ঝান্ডি থেকে শেরপাগাঁও হয়ে লাভা যাওয়ার পথে সারি সারি গাছে গোলাপি রংয়ের হাতছানি উপভোগ করে এই পথে আসা পর্যটকদের দল। ঝান্ডির এক রিসর্ট মালিক রাজেন প্রধান বলেন, 'এই সময় যাঁরাই ঝান্ডি, লাভায় বেড়াতে আসেন তাঁদের আশপাশের জায়গা ঘোরানোর জন্য সামাবিয়ং নিয়ে যেতেই হয়।' শুভম পোদ্দার নামে আর এক রিসর্ট মালিক জানালেন, বলিউডের বহু ছবিতে ফুলে ঢাকা চেরি গাছের নীচে বা আশপাশে নায়ক-নায়িকার রোমান্সের দৃশ্য দেখে উৎসাহী পর্যটকরা, বিশেষ করে উঠতি বয়সের যুগলরা সামাবিয়ংয়ে এসে রিলস, ভিডিও বানাতে শুরু করেছেন।'

এত আয়োজন থাকলেও তার দর্শক আনতে রাজ্য সরকার বা জিটিএ কেউই এখনও সুনির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা করেনি। জিটিএ'র পর্যটন উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাসদ (কাউন্সিলার) নরদেন শেরপা বলেন, 'জিটিএ'র তরফে পর্যটনের প্রসারে বিশেষ করে অফবিট ডেস্টিনেশনগুলোকে প্রচারে আনতে লাগাতার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সামাবিয়ং টি এস্টেটের চেরি ব্লসম নিয়েও আমাদের ভাবনাচিন্তা রয়েছে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগামীদিনে সেখানে চেরি ব্লসম ফেস্টিভাল আয়োজন করা হবে।'

রাজ্য পর্যটন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক জ্যোতি ঘোষ বলেন, 'কালিম্পং জেলার ওই এলাকায় পর্যটনের প্রসারে রাজ্য সরকার লাগাতার পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে। যার ফলে লাভা, ঝান্ডি প্রভৃতি এলাকায় পর্যটকদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। তবে বিশেষ করে চেরি ব্লসম ফেস্টিভাল আয়োজন করা নিয়ে এখনও পর্যন্ত পর্যটন বিভাগের তরফে কোনওরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'

পৃথিবীর পাঠশালা

বাঁশ থেকে প্লাস্টিক

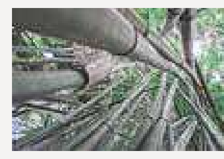

চিন থেকে এক নতুন চমক! গবেষকরা বাঁশ থেকে এক ধরনের জৈব প্লাস্টিক তৈরি করেছেন, যা খুব মজবুত এবং পুরোপুরি বায়োডিগ্রেডেবল। এই প্লাস্টিকটি বাঁশের সেলুলোজকে আণবিক স্তরে দ্রবীভূত করে তৈরি করা হয়েছে। এই প্লাস্টিকটি উচ্চ চাপ সহ্য করতে এবং ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ওপরেও স্থিতিশীল থাকতে পারে। সবথেকে ভালো দিক হল, এটি ৫০ দিনের মধ্যে মাটিতে সম্পূর্ণভাবে মিশে যায় এবং এর মূল শক্তি বজায় রেখে পুনর্ব্যবহার করা যায়। এটি তেলভিত্তিক প্লাস্টিকের এক দারুণ বিকল্প হতে পারে, যা পরিবেশের জন্য খুব উপকারী।

তেজস্ক্রিয়তায় বাঁচে ছত্রাক!

বিজ্ঞানীরা চেরনোবিল এক্সক্লুশন জোনের ভেতরে একধরনের কালো ছত্রাক খুঁজে পেয়েছেন, যা ভয়ংকর তেজস্ক্রিয়তার মধ্যেও দিব্যি বেঁচে আছে। এই ছত্রাকটির নাম ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম স্ফেরোস্পারমাম (Cladosporium sphaerospermum)। বেশিরভাগ জীবের বিপরীতে, এই ছত্রাকটি তার উচ্চ মেলানিন উপাদানের জন্য তেজস্ক্রিয়তাকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে! গবেষকরা এর নাম দিয়েছেন 'রেডিওসিন্থেসিস', অনেকটা উদ্ভিদ যেমন সূর্যালোককে শক্তিতে রূপান্তর করে। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে যে, কীভাবে এই ছত্রাককে দূষিত স্থানগুলোতে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণে বা মহাকাশচারীদের জন্য প্রাকৃতিক সুরক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রাতের আলো, ড্রাইভারের দুর্ভোগ

যুক্তরাজ্যের এক গবেষণা বলছে, ২৫ শতাংশ ড্রাইভার অতিরিক্ত উজ্জ্বল হেডলাইটের কারণে রাতে গাড়ি চালানো পুরোপুরি এড়িয়ে চলেন। আর বাকি ৭৫ শতাংশ এই একই কারণে রাতে কম ড্রাইভ করেন। যদিও রাতে ৪০ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটে, তবুও ড্রাইভাররা অভিযোগ করেন যে, উজ্জ্বল আলো অস্বস্তিকর এবং রাতে গাড়ি চালানোকে কষ্টকর করে তোলে। এর থেকে বাঁচতে পিছনের আয়নাকে 'নাইট মোডে' উলটে দেওয়া যেতে পারে। অনেকেই হেডলাইটের উজ্জ্বলতা সীমিত করার জন্য আইন প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছেন।

জোড়া সন্তানে কর মকুব

পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট একটি আইনে সই করেছেন, যেখানে কমপক্ষে দুটি সন্তান আছে এমন বাবা-মায়েদের জন্য ব্যক্তিগত আয়কর মকুব করা হয়েছে। যাঁদের বার্ষিক আয় একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, তাঁরা এর সুবিধা পাবেন। এটি প্রেসিডেন্টের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির অংশ ছিল। এতে সাধারণ পরিবারগুলো মাসে প্রায় এক হাজার জ্লটি (পোল্যান্ডের মুদ্রা) সঞ্চয় করতে পারবে। যদিও কর বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, কম আয়ের পরিবারগুলোর তেমন লাভ হবে না। কিন্তু উচ্চ আয়ের মানুষই বেশি সুবিধা পাবেন। এই সংস্কারটি একটি বৃহত্তর কর প্যাকেজের অংশ।

কালাধান্দার কমান্ড সেন্টার পুণ্ডিবাড়ি

প্রথম পাতার পর

শুধু তৃণমূল নয়, বিজেপির কিছু নেতার সঙ্গেও ওই আমলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, সেই নেতাদের মাধ্যমে মেঘালয় এবং অসমে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছেন আমলা। সোনার কারবারে বিজেপির মেদিনীপুরের এক বড় নেতার সঙ্গেও আমলা ও তৃণমূল নেতার একাধিক বৈঠক হয়েছে। মেদিনীপুরের এক প্রাক্তন আমলার (পরে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে) সঙ্গেও সোনা সিন্ডিকেটের যোগসূত্র মিলেছে। সিন্ডিকেটের লুট করা সোনা একাধিকবার মেদিনীপুর হয়ে বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছেছে।

আমলা ও নেতার সোনা সিন্ডিকেট তাদের কুকর্মের জন্য কীভাবে সরকারকে ব্যবহার করছে তা পুণ্ডিবাড়িতে গেলেই পরিষ্কার হবে। বিলাসবহুল রিসর্ট তৈরি ছাড়াও জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ধারে কয়েক একর জমি কিনে সেগুলো প্লট করে বিক্রি করতে শুরু করেছে সিন্ডিকেটের কারবারিরা। গ্রামের ভেতরেও জমি কিনেছে সিন্ডিকেট। বিস্ময়করভাবে তাদের জমি কেনার পরই সেই জমির পাশ দিয়ে সরকারি প্রকল্পে তৈরি হয়েছে একের পর এক পাকা রাস্তা। পরিকল্পনা করে সিন্ডিকেটের জমির দর বাড়াতেই যে সরকারি প্রকল্পের ব্যবহার হয়েছে তা সহজেই বুঝেছেন গোয়েন্দারা।

আমলার চাইতে কোনও অংশে কম নয় তার কুকর্মের শাগরেদ তৃণমূল নেতা। পুণ্ডিবাড়ির সেই সামান্য লোকটি এখন হয়ে উঠেছে ক্রাইম থ্রিলারের অন্যতম ট্রিগার। নেতার পুরোনো বাড়ি এখন প্রাসাদোপম অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। প্রভাবশালী আমলার ভরসায় সে এবং তার দুই ভাই কোচবিহার-২ ব্লকজুড়েই কার্যত লুটের কারবার চালাচ্ছে। সরকারি প্রকল্পের জমি হাতিয়ে নিতেও পিছপা হয়নি সে। নেতা ও তার দুই ভাই ডজনেরও বেশি বাউন্সার নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণী সিনেমার নায়কদের স্টাইল নকল করে ঘোরা নেতার ভাই সম্প্রতি কোটি টাকা দামের দুটি গাড়িও কিনেছে।

সূত্রের খবর, স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের পর নেতার ঘনিষ্ঠ তিন ব্যক্তি গা-ঢাকা দিয়েছে গোপন ঠিকানায়। তাদের মধ্যে দুজনের বাড়ি পুণ্ডিবাড়ি এলাকাতেই। তাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও রাজ্যে লুকিয়ে রাখা হতে পারে বলেও সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা। সোনা সিন্ডিকেটের অপরাধ সাম্রাজ্য কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায় আপাতত সেই পরিকল্পনাতেই ব্যস্ত আমলা ও নেতা।

স্বার্থপর আপসে দুর্নীতির জাল

প্রথম পাতার পর

এটা কি অনৈতিকতার অমানিশার কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ নয়?

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আইয়ান সিনিয়র বলেছিলেন, 'যেখানে অনৈতিক অর্থ প্রদানের কারণে তৃতীয় কোনও পক্ষ সুবিধা পায়, যার ফলে তারা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার নিশ্চিত করে, তাতে দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত পক্ষ এবং তৃতীয় পক্ষ- উভয়েই লাভবান হয়।' এই পর্যবেক্ষণ আজ সকলের কাছে জলের মতো পরিষ্কার! পশ্চিমী সাবেকি উদারনীতিবাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ সর্বস্বতার প্রবল ঝোঁক দুর্নীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে দিচ্ছে।

আত্মনিমগ্নতার কারণে যতক্ষণ না ব্যক্তিস্বার্থে ঘা পড়ে, ততক্ষণ সবকিছু মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা চলতে থাকে। এই অদ্ভুত আপসকামিতা অনৈতিক কাজকর্মকে মান্যতা দেয়। ফলে দুর্নীতি যাঁরা করে চলেছেন, তাঁরা সমাজে মান্যতা পেয়ে যান। দুর্নীতির জাঁতাকলে সাধারণ মানুষ হাঁসফাঁস করলেও কিছু করে উঠতে পারে না। চরম অসহায়তার দুঃসহ যন্ত্রণাই শুধু সঙ্গী হয়। রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাস করার অভ্যাস মধ্যবিত্ত বাঙালি বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে গণতন্ত্রের অন্যতম দুই শক্তিশালী স্তম্ভ প্রশাসন তথা আমলাতন্ত্র ও বিচার বিভাগের উপরও আস্থা, বিশ্বাসের জায়গাটা ধাক্কা খাচ্ছে। কোনদিকে যাচ্ছে আমাদের ঐতিহ্যবাহী গণতন্ত্র?

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদি অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত সরকারি আমলাদের বদান্যতায় দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পেয়ে চলছে। তাঁদের ক্ষমতার স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন করা না গেলে আমাদের দেশ ও আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার! কিন্তু প্রশ্নটা হল 'বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে?'

প্রশাসনের স্তরে স্তরে যেভাবে দুর্নীতির শিকড় গজিয়েছে, তা দেখে নাগরিকদের একাংশের মধ্যেও সহজে বিত্তশালী হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। আন্না হাজারে'র ভ্রষ্টাচারবিরোধী লড়াইয়ের সময় দেশজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ তৈরি হয়েছিল। আন্নার শিষ্যরা ক্ষমতা পেয়ে সেই উত্তাল আন্দোলন ভুলেই গেলেন! আন্না হাজারেও এখন বিস্মৃতির অতলে!

রাজনৈতিক নেতারা প্রায় সকলে মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বড় বড় বুলি আওড়ে ক্ষমতার অলিন্দে জাঁকিয়ে বসে সেসব বেমালুম ভুলে যান! দুর্নীতিতে যুক্ত সরকারি আধিকারিক, কর্মীদের সঙ্গে মিলে তৈরি হয়ে যায় চক্র! সেই চক্রব্যূহে নিষ্পেষিত হতে থাতে অসহায় সাধারণ মানুষ।

বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপালে সাম্প্রতিক উত্তাল আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সীমাহীন দুর্নীতির অবসান। দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা বা কর্মীদের প্রশ্রয় দিলে নৈরাজ্যকেই আহ্বান করা হয়। তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে ভরসার জায়গাটা ফেরানো বোধহয় কখনোই সম্ভব হবে না।

প্রধান শিক্ষক, বানারহাট উচ্চবিদ্যালয়

বঞ্চনায় বিস্টের অস্ত্র কেন্দ্রের চিঠি

নিজস্ব সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : সদ্য বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের ত্রাণ নিয়ে বারবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট অভিযোগ করেছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে বিপুল ত্রাণ তহবিল থাকা সত্ত্বেও কোনও সাহায্যই পৌঁছয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহনের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিকে ভিত্তি করে বিস্ট দাবি করেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের প্রতি চরম অবহেলা ও বৈষম্যমূলক নীতি অবলম্বন করছে।'

রাজুর অভিযোগ, ২৪ অক্টোবর তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পাঠানো বিপর্যয় ত্রাণ তহবিলের তথ্য জানতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি দিয়েছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি অনুযায়ী বিপর্যয় মোকাবিলা এবং ত্রাণ বিলির দায়িত্ব সম্পূর্ণ রূপে রাজ্য সরকারের। অথচ তিস্তা বন্যা (২০২৩) থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের অক্টোবরের ভয়াবহ ভূমিধস ও বন্যা, একটি ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গবাসীর পাশে দাঁড়ায়নি রাজ্য।

নীলবাতির গাড়ি

প্রথম পাতার পর

তাও জেনেছে পুলিশ। ধৃতদের জেরায় উঠে এসেছে, নিউটাউনের একটি বাড়িতে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে দত্তাবাদ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রথমে বেল্ট ও পরে লাঠি দিয়ে মারা হয়। এতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে, শুধু অপহরণ ও খুন নয়, অন্য অনৈতিক কাজেও ওই বিডিও জড়িত বলে রবিবার অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

দলীয় কাজে জলপাইগুড়িতে পৌঁছে তিনি বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি, এই বিডিও খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি সহ প্রচুর জায়গায় নামে এবং বেনামে তাঁর প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে। বিডিও হয়ে এটা তো তিনি পারেন না। অন্য কোনও অবৈধ কাজ, সেটা সোনা বা অন্য কোনও পাচার, এমনকি মাদকের কারবার আছে কি না, সেটা তদন্ত হওয়া দরকার।' সুকান্তর অভিযোগ, 'কোনও এক বিচারকেরও নাকি তাঁর মাথায় হাত রয়েছে।'

অভিষেককে নিয়ে যুবরাজ

‘মরে যাবে, তবু ব্যাট দেবে না’

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : ব্যাট তাঁর কাছে কার্যত তলোয়ার।

ক্রিজে নেমে যা দিয়ে বোলারদার ‘রক্তাক্ত’ করতে পছন্দ করেন। দেশ হোক বা বিদেশ, প্রতিপক্ষ বিশ্বসেরা বোলার হলেও মেজাজই যেন আসল রাজা তাঁর কাছে। সেই অভিষেক শর্মার ব্যাটের প্রতি ভালোবাসার গল্প শোনালেন কোচ, মেন্টর যুবরাজ সিং।

মরে গেলেও নাকি নিজের ব্যাট কখনও হাতছাড়া করেন না অভিষেক! কেউ চাইলে তো নয়ই। বাকি সবকিছু সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু ব্যাট নয়! মজার সুরে প্রিয় ছাত্রকে নিয়ে এমনই গোপন কথা প্রকাশ্যে আনলেন যুবি।

অভিষেককে পাশে বসিয়ে যুবরাজ বলেছেন, ‘ওর থেকে সবকিছু নিতে পারবে, কিন্তু কখনও ব্যাট পাবে না। মরে যাবে, মার খাবে, কান্নাকাটি করবে, কিন্তু তবুও ব্যাট ছাড়বে না! এমনকি ওর কাছে যদি ১০টি ব্যাটও থাকে, তারপরও জিজ্ঞাসা করলে বলবে দুইটি মাত্র আছে।’

এশিয়া কাপের পর অস্ট্রেলিয়া সফর- টানা দুই সিরিজে সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন অভিষেক। জুটি বেঁধেছেন প্রিয় বন্ধু শুভমান গিলের সঙ্গে। তরুণ যে ওপেনিং জুটি স্বপ্ন দেখাচ্ছে, ভরসা জোগাচ্ছে। টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের কথায়, শুরুতে ‘অভিমান’ জুটির উপস্থিতি সমর্থকদেরও মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

ইরফান পাঠানের মুখে যদিও অভিষেককে নিয়ে সতর্কবার্তা। প্রাক্তনের মতে, অজি সিরিজে সেরার পুরস্কার পেলেও বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি চোখে পড়েছে। ইচ্ছে আছে যা অভিষেকের কোচ যুবরাজকে জানানোর। ইরফান বলেছেন, ‘ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলেছে অস্ট্রেলিয়ায়। এশিয়া কাপেও সফল। কিন্তু বিশ্বকাপ আলাদা মঞ্চ। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশ পুরোদস্তুর প্রস্তুত হয়ে নামবে। প্রতি বলেই যদি ও ক্রিজ থেকে বেরিয়ে আসে, বিগহিটের প্রবণতা ধরা পড়ে যাবে।’

নিজের দাবির সপক্ষে যুক্তিও দেখালেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার। ইরফান বলেন, ‘বিপক্ষ ইতিমধ্যেই অভিষেকের ব্যাটিং নিয়ে কাঁটাছেড়া করছে। সবসময় পরিকল্পনা এক থাকলে আটকে যাবে। আমার বিশ্বাস, টিম ম্যানেজমেন্ট নজর রাখছে। যুবরাজও খেয়াল করছে নিশ্চয়। ইচ্ছে আছে এই ব্যাপারে যুবরাজের সঙ্গে কথা বলার।’

ইরফানের পরামর্শ, অভিষেকের উচিত ব্যাটিং নিয়ে আরও ভাবনাচিন্তা করা। প্রতি বলে এগিয়ে এসে মারা যায় না। সঠিক বল, কোন বোলারকে আক্রমণ করবে, তা বেছে নেওয়া জরুরি। শেষ ম্যাচেও দুইটি ক্যাচ পড়েছে। একটা ধরলেই শুরুতে ফেরার কথা। অভিষেকের উচিত ব্যাটিংয়ে প্ল্যান ‘বি’, ‘সি’-ও প্রস্তুত রাখা। ঝুঁকির শট খেলতে পছন্দ করে, ভালো কথা। কিন্তু ব্যর্থ হলে ক্রিকেটপ্রেমীরাই প্রশ্ন তুলবে এটা কেমন শট!

> বিপক্ষ ইতিমধ্যেই অভিষেকের ব্যাটিং নিয়ে কাঁটাছেড়া করছে। সবসময় পরিকল্পনা এক থাকলে আটকে যাবে। আমার বিশ্বাস, টিম ম্যানেজমেন্ট নজর রাখছে। যুবরাজও খেয়াল করছে নিশ্চয়। ইচ্ছে আছে এই ব্যাপারে যুবরাজের সঙ্গে কথা বলার।
>
> **ইরফান পাঠান**

‘ডাক পেয়ে বাবা-আমি কেঁদেছি’

ঠাকুমার শেষ ইচ্ছে পূরণেই টিম ইন্ডিয়ায় অক্ষর

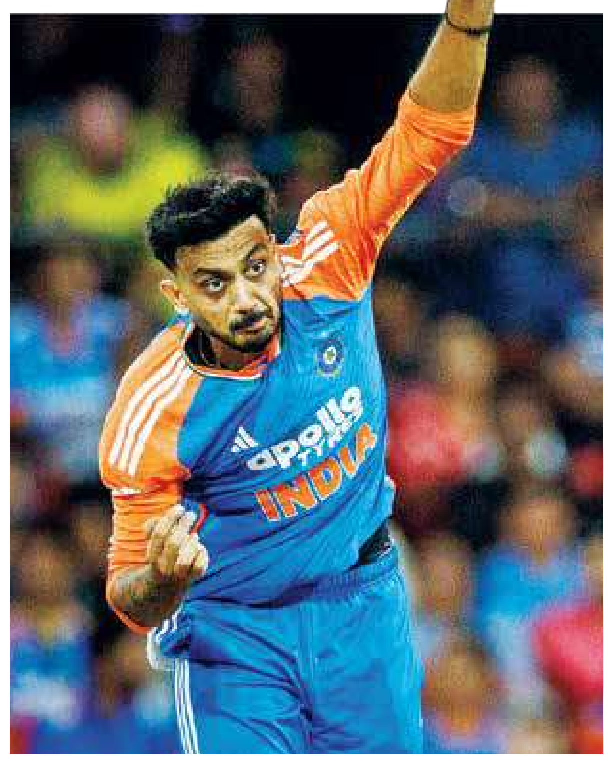

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : খুব ইচ্ছে ছিল টিভিতে নাতির খেলা দেখবেন।

জীবদ্দশায় যদিও সেই স্বাদ পূরণ হয়নি ঠাকুমার। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঠাকুমার সেই ইচ্ছেই অক্ষর প্যাটেলকে পৌঁছে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার অভিষ্ট লক্ষ্যে। প্রিয় মানুষের শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে ক্রিকেটকে ধ্যানজ্ঞান করে নেন। পরিশ্রম, প্রচেষ্টার ফল ২০১৪ সালে শেষপর্যন্ত লক্ষ্যপূরণ।

সফল অস্ট্রেলিয়া সফর সেরে দেশে ফিরে এমনই আবেগঘন গল্প শুনিয়েছেন ভারতের স্পিন-অলরাউন্ডার। এক সাক্ষাৎকারে অক্ষর বলেছেন, ‘ঠাকুমা যখন মারা যান, আমি বাড়ির বাইরে। ম্যাচ খেলছিলাম। বাবা আমাকে জানায়নি, যাতে আমার ফোকাস নড়ে যায়। যখন দিন দুয়েক পরে বাড়ি ফিরি, আমাকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে বাবা। বলে, ঠাকুমা টিভিতে আমার খেলা দেখতে চেয়েছিল। সেটাই তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল।’

বাবার যে কথাগুলি নড়িয়ে দেয় অক্ষরকে। ক্রিকেট, নিজের কেরিয়ার নিয়ে সিরিয়াস হয়ে যান। ঠিক করে নেন একদিন না একদিন ভারতীয় দলে জায়গা করে নেবেনই। ভারতের নীল জার্সি পড়ে খেলবেন এবং তা টিভিতে দেখাবে। বাবার কাছে সেদিন জোর গলায় সেই শপথও করেন।

পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে অক্ষর আরও বলেছেন, ‘বাবাকে বলেছিলাম, একদিন আমি জাতীয় দলের জার্সি পরে ঠিক খেলব এবং তা টিভিতে দেখাবে। সেই মুহূর্তটা এসেছিল ২০১৪ সালে। দলে যখন নির্বাচিত হওয়ার খবর পাই বাবা আর আমি খুব কেঁদেছিলাম।’

> বাবাকে বলেছিলাম, একদিন আমি জাতীয় দলের জার্সি পরে ঠিক খেলব এবং তা টিভিতে দেখাবে। সেই মুহূর্তটা এসেছিল ২০১৪ সালে। দলে যখন নির্বাচিত হওয়ার খবর পাই বাবা আর আমি খুব কেঁদেছিলাম। -**অক্ষর প্যাটেল**

ইউটিউব চ্যানেলের বিশেষ যে শোয়ে অক্ষরকে নিয়ে তাঁর ছোটবেলার বন্ধুরাও স্মৃতিচারণ করেছেন। এক বন্ধু জানান, ছোটবেলায় তাঁরা অক্ষরকে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি সনৎ জয়সূর্যের সঙ্গে তুলনা করতেন। ‘জয়সূর্য’ বলে ডাকতেন।

এক বন্ধুর কথায়, অক্ষরের সবচেয়ে প্লাস পয়েন্ট, আত্মবিশ্বাস। বলেছেন, ‘একটা ম্যাচে অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর নিজেকে বোলার হিসেবে দাবি করে ও। অথচ, আমরা অক্ষরকে ব্যাটার হিসেবেই জানি। স্কুলের দিন থেকে দেখেছি প্রচুর রান করতে। স্কুল টুর্নামেন্টে দুরন্ত ব্যাটিংয়ের জন্য আমরা ওকে জয়সূর্য বলে ডাকতাম। অক্ষরের খেলার ধরনও ছিল জয়সূর্যের মতো। সেই অক্ষর নিজেকে বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে গড়ে তোলে পরবর্তীকালে!’ এখনও পর্যন্ত ভারতের হয়ে ১৪টি টেস্ট, ৭১টি ওডিআই এবং ৮২টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ২১০০-র বেশি রান ও দুইশোর বেশি উইকেট নিয়েছেন।

সুমন্ত-সুরজে চালকের আসনে টিম বাংলা

বাংলা-৪৭৪ রেলওয়েজ-৯৭/৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : আচমকা রনজি ট্রফি অভিষেক হয়েছিল তাঁর। তাও আবার ফাইনালের মঞ্চে। এই তো কয়েক বছর আগের কথা।

বীরভূমের সুমন্ত গুপ্তের কথা তার আগে বাংলা ক্রিকেটে কেউই তেমন জানতেন না। রনজি ফাইনালের মঞ্চে ওপেনার হিসেবে অভিষেকে ব্যর্থ হয়েছিলেন সুমন্ত। মাঝের সময়ে হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী। আর সেই হারিয়ে যাওয়ার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলা দলের বর্তমান কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। তিনি ভরসা দিয়েছিলেন। ওপেনিং ব্যাটার থেকে মিডল অর্ডারে খেলা শুরু করেছিলেন সুমন্ত। চলতি মরশুমে লক্ষ্মীর পরশে বদলে যাওয়া সুমন্ত বাংলাকে নিয়মিতভাবে ভরসা দিয়ে চলেছেন।

সেই ভরসার ফসল আজ রেলওয়েজের বিরুদ্ধে সুরাটের মাঠে চলতি রনজি ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে সুমন্তের শতরান। শেষ কয়েকটি ম্যাচেই রানের মধ্যে ছিলেন সুমন্ত। কিন্তু শতরান আসছিল না। আজ সেঞ্চুরি করে দলকে ভরসা দিলেন। অনুষ্টুপ মজুমদার (১৩৫) ও সুমন্তের (১২০) শতরানে ভর করে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে গতকালের ২৭৩/৫ থেকে শুরু করে আজ দ্বিতীয় দিনে বাংলার রান পৌঁছে যায় ৪৭৪ রানে। শেষদিকে সুমন্তকে ব্যাট হাতে সাহায্য করেন বিশাল ভাট্টি (৩৬), রাহুল প্রসাদরাও (অপরাজিত ৪০)। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের (১৭/৪) ধাক্কায় বেলাইন হওয়ার পথে রেল। একসময় ১৬/৪ স্কোরে খাদের কিনারায় পৌঁছে যাওয়া রেলের দ্বিতীয় দিনের শেষে সংগ্রহ ৯৭/৫। এখনও ৩৭৭ রানে এগিয়ে থাকা টিম বাংলা সরাসরি ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

অনুষ্টুপ মজুমদারের সঙ্গে বাংলাকে রানের পাহাড়ে পৌঁছে দেন সুমন্ত গুপ্ত।

যদিও সেই স্বপ্ন দেখার পথে এগিয়ে চলার আগে রীতিমতো সতর্ক বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে মাত্র এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল সুদীপ ঘরামিদের। রেল ম্যাচে তাই যতটা সম্ভব পয়েন্ট নিশ্চিত করতে চাইছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। কোচ লক্ষ্মীরতন সাবধানি ভঙ্গিতে সন্ধ্যার দিকে সুরাট থেকে বলছিলেন, ‘এখনই লাফালাফি করার কিছু হয়নি। খেলার এখনও দু’দিন বাকি। দ্রুত রেলের ইনিংস শেষ করে দেওয়াই আপাতত প্রাথমিক লক্ষ্য আমাদের।’ সোমবার ম্যাচের তিন নম্বর দিনে রেল কত দ্রুত বেলাইন হবে, সময় বলবে। কিন্তু রেলকে বল হাতে প্রবল ধাক্কা দিয়ে দিয়েছেন সুরজ। তাঁর সুইংয়ে ঘায়েল হয়েই একসময় বিবেক সিংরা (৪) ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়েছিলেন। বিকেলের দিকে উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য সহজ হয়ে যাওয়ায় এখনও মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে রেল দল।

সুরাটের পিচে বল ঘুরতে শুরু করেছে। ফলে আগামীকাল শাহবাজ আহমেদরা বাংলার এক্স ফ্যাক্টর হিসেবে উদয় হতেই পারেন।

টেস্ট দলে ব্যাটার জুরেলকে চান অশ্বীনরা

‘এ’ দলের দ্বৈরথে হারলেন ঋষভরা

ভারত ‘এ’-২৫৫ ও ৩৮২/৭ ডি.
দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’-২২১ ও ৪১৭/৫
(দক্ষিণ আফ্রিকা ৫ উইকেটে জয়ী)

বেঙ্গালুরু, ৯ নভেম্বর : হাতে আর চার দিন।

১৪ নভেম্বর ইডেন গার্ডেন্সে শুরু ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দ্বৈরথ। জোড়া ম্যাচের হাইভোল্টেজ টেস্ট সিরিজের আগে দুই দেশের ‘এ’ সিরিজে উত্তাপের আঁচ। চারদিনের প্রথম বেসরকারি টেস্টে জিতেছিল ঋষভ পন্থের ভারতীয় ‘এ’ দল।

দ্বিতীয় তথা শেষ ম্যাচে আজ বদলা প্রোটিয়া ব্রিগেডের। তাও ৪১৭ রানের বিশাল লক্ষ্যে পৌঁছে! গতকাল তৃতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’-র স্কোর ছিল ২৫/০। জিততে হলে দরকার আরও ৩৯২। দুটি সম্ভাবনা উঁকি মারছিল। হয় ঋষভরা জিতবেন, না হলে ড্র। যদিও সবাইকে ভুল প্রমাণ করল অতিথি দল।

ইতিবাচক ক্রিকেটে মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ, কুলদীপ যাদব সমৃদ্ধ ভারতীয় ‘এ’ দলের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে সারাদিন দাপট দেখালেন। যে দাপটের পুরস্কার আলো কমে আসা বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে জিতে জিতে ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দল।

জর্ডন হারম্যান (৯১), লেসেগো সেনোকওয়ানে (৭৭), জুবেইর হামজা (৭৭)-টপ থ্রি জয়ের ভিত গড়ে দেন। আগামীকাল কলকাতাগামী বিমান ধরার আগে ব্যাটিং প্রস্তুতি সেরে নেন দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দলের অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাও (১০১ বলে ৫৯)। কোনও ভারতীয় বোলারই এদিন ছাপ রাখতে পারেননি। ফলস্বরূপ ৫ উইকেটে জিতে ‘এ’ সিরিজ ১-১ করে নিলেন বাভুমারা।

৭৭ রানে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের ভিত গড়ে দেন জুবেইর হামজা।

ফলাফল ছাপিয়ে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি। চোট-বিড়ম্বনার মাঝেও হাফ সেঞ্চুরিতে ঋষভ লম্বা সময় ক্রিজে কাটিয়েছেন। সিরাজ, কুলদীপরাও সাদা বলের ফর্ম্যাট ছেড়ে লাল বলে হাত ঘোরানোর সুযোগ পেয়েছেন। ভারতের তরফে সেরা পারফরমেন্স অবশ্য ধ্রুব জুরেলের।

দুই ইনিংসেই শতরান। একবারও আউট হননি! সংক্ষিপ্ত টেস্ট কেরিয়ারে মূলত ঋষভ পন্থের অনুপস্থিতিতে ব্যাকআপ উইকেটকিপার হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন। এদিন শেষ দুই সেশনে ঋষভের বদলে উইকেটকিপিং করলেন। তবে জুরেলের ব্যাটিং সাফল্যে নতুন বিকল্পের হাতছানি।

পার্থিব প্যাটেল, রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই জুরেলকে প্রথম এগারোয় রাখার দাবি তুললেন। অশ্বীনের মতে, কোচ-অধিনায়কের দল নির্বাচনের কাজটা কঠিন করে দিয়েছে জুরেল। বেসরকারি টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি, অবহেলা করা সহজ হবে না।

প্রাক্তন উইকেটকিপার পার্থিবের যুক্তি, ‘চাইলে ওকে ব্যাটার হিসেবে খেলানো যেতেই পারে। ইতিমধ্যেই জুরেলের ওপর আস্থাও দেখিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। পারথে ব্যাটার হিসেবে খেলেছে। তবে দল জিতলেও আর সুযোগ হয়নি। আমার ধারণা ব্যাটার হিসেবেই টেস্ট দলে ঢোকার জন্য যা করার দরকার, সবই করেছে জুরেল।’

অলিম্পিক নিয়ে আশাবাদী অঞ্জু-জয়দীপরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : আগামী অলিম্পিক নিয়ে আশা দেখছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রীড়াবিদরা। রবিবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অ্যাথলিট অঞ্জু ববি জর্জ, প্রাক্তন শুটার জয়দীপ কর্মকার, প্রাক্তন তিরন্দাজ দোলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন। সেখানে অলিম্পিক নিয়ে নিজেদের আশার কথা জানিয়েছেন তাঁরা। প্রাক্তন লং জাম্পার অঞ্জু ববি জর্জ বলেছেন, ‘আগামী অলিম্পিকের জন্য আমাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। অ্যাথলেটিক্সে পদক পাওয়া বিষয়ে আমি আশাবাদী। এছাড়াও ২০৩৬ সালে দেশের মাটিতে অলিম্পিক আয়োজনের চেষ্টা চলছে। সেটা করতে পারলে আমরা পদক তালিকায় প্রথম পাঁচে থাকব।’

> আগামী অলিম্পিকে মানু ভাকেরদের মতো পরিচিত মুখের পরিবর্তে অন্য কোনও তরুণ শুটার পদক পেতে পারে। ৩-৪ পদকের আশা করছি।
>
> **জয়দীপ কর্মকার**

অলিম্পিক নিয়ে জয়দীপ বলেছেন, ‘আগামী অলিম্পিকে মানু ভাকেরদের মতো পরিচিত মুখের পরিবর্তে অন্য কোনও তরুণ শুটার পদক পেতে পারে। ৩-৪ পদকের আশা করছি।’ প্রাক্তন তিরন্দাজ দোলা আশা করছেন, আগামী অলিম্পিকে তিরন্দাজিতে পদকের খরা কাটবে। বলেছেন, ‘প্রতিবার অলিম্পিকে তিরন্দাজিতে পদকের আশা থাকলেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আশা করছি এবার খরা কাটবে। বিশেষ করে কম্পাউন্ড বিভাগের মিক্সড টিম ইভেন্টে পদক জয়ের সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।’

রবিবার জেবিজি কলকাতা ম্যারাথনের থিম সং ও গত দশ বছরের ইতিহাস নিয়ে লেখা বই প্রকাশ হয় অঞ্জুদের হাত ধরে। এবারের জেবিজি ম্যারাথন আয়োজিত হবে ৩০ নভেম্বর।

গড়লেন দ্রুততম অর্ধশতরানের নজির

রনজিতে টানা ৮ ছক্কা আকাশের

সুরাট, ৯ নভেম্বর : গ্যারি সোবার্স ও রবি শাস্ত্রীর পাশে মেঘালয়ের আনকোরা আকাশ চৌধুরী। বিশ্বের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ওভারে টানা ছয়টি ছয় মারলেন ২৮ বছরের এই মিডিয়াম পেসার! শুধু তাই নয়, রনজি ট্রফির প্লেট গ্রুপের ম্যাচে অরুণাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে টানা আটটি ছক্কা এসেছে আকাশের ব্যাট থেকে। যার ফলে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম (১১ বলে) অর্ধশতরানও সেরে ফেলেছেন আকাশ।

মেঘালয়ের প্রথম ইনিংসের ৫৭৬/৬ স্কোরে ক্রিজে আসেন আকাশ। ৮ নম্বরে নেমে প্রথম দুই বল দেখে নেন তিনি। এরপর অরুণাচলের বাঁহাতি স্পিনার লিমার দাবির এক ওভারে টানা ছয়টি ছয় মারেন আকাশ। তাঁর ব্যাটিং তাণ্ডব এখানেই থামেনি। স্ট্রাইকে এসে অফস্পিনার টিএনআর মোহিতকে পরপর দুটি ছক্কা হাঁকান আকাশ। যার সুবাদে ১১ বলে অর্ধশতরানে পৌঁছে যান তিনি। এর আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম পঞ্চাশ ছিল ইংল্যান্ডের ক্লাইভ ইনমানের। তিনি ১৯৬৫ সালে লেস্টারশায়ারের হয়ে নটিংহামশায়ারের বিরুদ্ধে ১৩ বলে অর্ধশতরান করেছিলেন। এদিন ৬০ বছরের রেকর্ড ভেঙে দেন আকাশ। তাঁর ১৪ বলে অপরাজিত ৫০ রানে ভর করে মেঘালয় ৬২৮/৮ স্কোরে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। এদিকে, রনজিতে ৩৩তম শতরান করলেন পরস ডোগরা (১০৬)। তাঁর শতরানের সুবাদে দিল্লির ২১১-র জবাবে প্রথম ইনিংসে ৩১০ রানে থামে জম্মু-কাশ্মীর। ৯৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে দিল্লির স্কোর ৭/০।

টানা ৮ ছক্কা মেরে শিরোনামে মেঘালয়ের আকাশ চৌধুরী। রবিবার।

অস্ট্রেলিয়ার রায়ান উইলিয়ামস যোগ দিলেন ভারতীয় দলের শিবিরে।

বেঙ্গালুরুর শিবিরে যোগ দিলেন রায়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেন রায়ান উইলিয়ামস। তিনি ছাড়াও ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার জয় গুপ্তাও যোগ দিলেন শিবিরে। দুজনকেই পরে ডেকে নেন কোচ খালিদ জামিল। এঁদের মধ্যে রায়ান সদ্যই ভারতের নাগরিকত্ব নিয়েছেন। তারপরই তাঁকে ডেকে নেওয়া হয়। ১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের বিপক্ষে এফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে ঢাকা যাবে ভারতীয় দল।

যদিও এই ম্যাচ নিয়মরক্ষার, তবু একটা জয়ই এখন একমাত্র লক্ষ্য ভারতীয় দলের। আত্মবিশ্বাস ফেরাতে তাই দল শক্তিশালী করতে চাইছেন খালিদ। এদিকে এই পর্বের জন্য ফিফা উইন্ডোর আগে ফুটবলার ছাড়তে চায়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তাই সবুজ-মেরুনের কোনও ফুটবলারকে ডাকেননি জাতীয় দলের হেড কোচ। এখন দেখার প্রাক্তন এই অজি তারকার সংযুক্তিতে ভারতীয় দল কতটা শক্তিশালী হয়।

জারি অচলাবস্থা

ফের আবেদনের পথে ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আগেই জানিয়েছিল, আইএসএলের দরপত্র জমা না পড়ার বিষয়টি নিয়ে তারা দ্রুত আলোচনায় বসবে। এদিন সেই মতো বিড ইভালুয়েশন কমিটি আলোচনায় বসে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, কমিটির চেয়ারম্যান এল নাগেশ্বর রাও বিষয়টি আবার একবার খতিয়ে দেখার জন্যই সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন করবেন।

এদিন এআইএফএফের তরফে এই বিবৃতি দিয়ে জানানো হয় আগামী সপ্তাহেই এই বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হবে এআইএফএফ। ঘটনা হল, এফএসডিএল ইতিমধ্যেই দুইটি বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে। আদালত নির্দেশিত অবনমন নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে তারা। একইসঙ্গে তিন সদস্যের যে গভর্নিং কাউন্সিল এই আইএসএল চালাবে তাতে এআইএফএফের দুইজন ও এফএসডিএলের একজন রাখার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফুটবল চালানোর বিষয়ে শেষ কথা বলবে ফেডারেশন। যা এফএসডিএলের অপছন্দ। এই দুই বিষয়েই সম্ভবত উচ্চ আদালতের কাছে আবেদন জানানো হবে। তারপরই খুলতে পারে এই জট।

মেসির নজিরে শেষ চারে মায়ামি

ওয়াশিংটন, ৯ নভেম্বর : ন্যাশভিলকে হারিয়ে প্রথমবার এমএলএস কাপ সেমিফাইনালে উঠল ইন্টার মায়ামি। বলা ভালো লিওনেল মেসি নামক এক আর্জেন্টাইন জাদুকর একক দক্ষতায় দলকে শেষ চারে নিয়ে গেলেন।

এমএলএস কাপের প্রথম রাউন্ডে ‘বেস্ট অফ থ্রি’ সিরিজের শেষ ম্যাচে আর্জেন্টাইন মহাতারকার বিধ্বংসী পারফরমেন্সে ন্যাশভিলকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে মায়ামি। মেসি নিজে দুইটি গোল করেছেন এবং একটি অ্যাসিস্ট করেছেন। সেইসঙ্গে স্পর্শ করেছেন কেরিয়ারে ৪০০টি অ্যাসিস্টের মাইলফলক। যা অ্যাক্টিভ ফুটবলারদের মধ্যে সর্বাধিক। তবে সর্বকালের সর্বাধিক অ্যাসিস্টকারীদের তালিকায় মেসি কিন্তু দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। সেখানে ৪০৪টি অ্যাসিস্ট করে সবার প্রথমে রয়েছেন হাঙ্গেরিয়ান কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাস।

১০ মিনিটে মেসির গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। ৩৯ মিনিটে মাতেও সিলভেত্তির পাস থেকে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। ৭৩ মিনিটে জর্ডি আলবার পাস থেকে মায়ামির তৃতীয় গোলটি করেন তাদেও আলেন্দে। তিন মিনিট পরেই মেসির পাস থেকে দলের চতুর্থ ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।

‘বেস্ট অফ থ্রি’ রাউন্ডের প্রথম ম্যাচ মায়ামি জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ন্যাশভিল জিতেছিল। ফলে শেষ ম্যাচটি ছিল দুই দলের কাছেই মরণবাঁচন লড়াই। শেষ ম্যাচ জিতে শেষ চারে পা রেখেছেন লিওনেল মেসিরা। সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ সিনসিনাটি এফসি।

জোড়া গোলের পর লিওনেল মেসি। গড়লেন অ্যাসিস্টের নজিরও।

ঘূর্ণি পিচের আবদার নিয়ে কলকাতায় গিলরা

রবিবার রাতে কলকাতায় পৌঁছে গেলেন গৌতম গম্ভীর, শুভমান গিল। ছবি : ডি মণ্ডল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : মিশন অস্ট্রেলিয়া সফল। টি২০ সিরিজ জয়ের পর আজ রাতেই কলকাতায় পৌঁছে গেলেন শুভমান গিল, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, জসপ্রীত বুমরাহরা।

হালকা শীতের আমেজে মোড়া কলকাতায় রাত সাড়ে দশটার সামান্য পরে শুভমানরা যখন পৌঁছালেন কলকাতায়, তখন তাঁদের নিয়ে রীতিমতো হুড়োহুড়ি দেখা গেল। কোচ গৌতম গম্ভীরও আজ রাতেই দলের সঙ্গে চলে এলেন কলকাতায়। সেই কলকাতা, যে শহর জানে কোচ-ক্রিকেটার-মেন্টর গম্ভীরের অনেক কিছু। টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দলের বাকি সদস্যরা সোমবার বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে দেশের নানা প্রান্ত থেকে কলকাতায় হাজির হবেন। মঙ্গলবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে ভারতীয় দলের অনুশীলনও রয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে টিম ইন্ডিয়া অনুশীলন করবে। দুপুরে ইডেনে নামবেন টেম্বা বাভুমা, কাগিসো রাবাদারা।

গিলরা রাতের দমদম বিমানবন্দরে পা রাখার কয়েক ঘণ্টা আগে সকালের দিকে রাবাদা সহ দক্ষিণ আফ্রিকা দলের একঝাঁক ক্রিকেটার পাকিস্তানে সিরিজ খেলে দুবাই হয়ে কলকাতায় পৌঁছে যান। দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক বাভুমা সহ টেস্ট স্কোয়াডে থাকা বাকি প্রোটিয়া সদস্যরা কাল ভোরে কলকাতায় নামছেন। রবিবার দুপুর থেকে রাতের মধ্যে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন টেস্ট সিরিজের উন্মাদনা বেড়েছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকিটের খোঁজও চলছে। সঙ্গে ইডেনের বাইশ গজ নিয়েও চর্চাও শুরু হয়ে গিয়েছে।

কেমন পিচ হতে পারে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা ইডেন টেস্টের? ক্রিকেটের নন্দনকাননের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায় দাবি করছেন, স্পোর্টিং পিচ হবে ইডেনে। অতীতে আন্তর্জাতিক ম্যাচের সময় ঠিক যেমন হয়েছে। যদিও সূত্রের খবর, কলকাতায় পা রাখার আগেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে কিউরেটার ও সিএবি-র শীর্ষকর্তাদের কাছে ঘূর্ণি পিচের আবদার পৌঁছে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় দলে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের মতো জোরে বোলার থাকার পরও তিন স্পিনারে দল নামাতে চাইছেন

দুপুরে পৌঁছালেন রাবাদারা

কোচ গম্ভীর। কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটনদের ইডেন টেস্টের প্রথম একাদশে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। রাতের দিকের খবর, কলকাতায় পা রাখার পর আগামীকাল দুপুরের দিকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কোনও প্রতিনিধি ইডেনে হাজির হতে পারেন পিচ দেখতে। যদিও সিএবি-র তরফে পুরো বিষয়টিকে গোপন রাখার চেষ্টা চলছে প্রবলভাবে।

এদিকে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে টার্নারের আবদার নিয়ে রীতিমতো বিরক্তি তৈরি হয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরে। শেষ কয়েক বছর ধরেই ইডেনের পিচ মানে গতি, বাউন্সের গনগনে কড়াই। জোরে বোলারদের হ্যাপি হান্টিং গ্রাউন্ড। যদিও এবার ছবিটা বদলাতে পারে। কারণ, গম্ভীর-গিল জমানায় টিম ইন্ডিয়া দেশের মাঠে ঘূর্ণি পিচেই খেলছে টেস্ট ম্যাচ। যদিও গত বছর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ঘূর্ণি পিচ বানিয়েও টিম ইন্ডিয়ার হোয়াইটওয়াশ নজির এখনও তাজা অনেকের স্মৃতিতে। তাই গম্ভীরদের টার্নারের আবদার রাখতে গিয়ে টিম ইন্ডিয়ার ফের মুখ না পোড়ে, এমন জল্পনা ক্রমশ বাড়ছে।

এথেন্স ওপেন টেনিসের ফাইনালে লরেঞ্জো মুসেত্তিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন নোভাক জকোভিচ। এর ফলে রজার ফেডেরারকে টপকে হার্ড কোর্টে ৭২টি খেতাব হয়ে গেল তাঁর। তাঁর এটিপি খেতাবের সংখ্যা ১০১।

সেমিফাইনালের ‘যুদ্ধে’ ইডেন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : বদলাচ্ছে পরিস্থিতি। বদলে চলেছে সমীকরণও।

নিয়মিত বদলে যাওয়া পটভূমিতে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের দৌড়ে একরকম যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরে। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি এখনও সরকারিভাবে কুড়ির বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা করেনি। কোন কোন শহরে ম্যাচ হবে, তার ঘোষণাও হয়নি।

তবে আগামী বছরের টি২০ বিশ্বকাপের উদ্বোদনী ম্যাচ, ফাইনাল যে আহমেদাবাদেই হবে, একথা সবারই জানা। প্রশ্ন হল, সেমিফাইনাল ম্যাচ কোথায় হবে? রাতের দিকে বিসিসিআইয়ের একটি প্রভাবশালী সূত্রের দাবি, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে একটি সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত। অপর সেমিফাইনালের দৌড়ে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে যুদ্ধের আবহও। বোর্ডের অন্দরমহলের খবর, কলকাতাকে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছে চেন্নাই ও দিল্লি। শেষ পর্যন্ত সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইডেনে টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিয়ে আসতে পারবেন কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে আজ রাতের দিকে বেশ কয়েকটি তথ্য সামনে এসেছে। এক, জানা গিয়েছে বিসিসিআই ও আইসিসি-র তরফে টি২০ বিশ্বকাপের জন্য ৮ কেন্দ্র বেছে নেওয়া হয়েছে। আটটি কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটি ভারতের, তিনটি শ্রীলঙ্কার। দুই, পাকিস্তান যদি টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠে, তাহলে কলম্বোয় হবে ফাইনাল। না উঠলে উদ্বোধনী ম্যাচের পাশে ফাইনালও হবে আহমেদাবাদে। তিন, কুড়ির বিশ্বকাপের একটি সেমিফাইনাল মুম্বইয়ে প্রায় নিশ্চিত। অপর সেমিফাইনাল নিয়ে ইডেন বনাম চেন্নাই-দিল্লির লড়াইয়ে ফল কী হয়, সেটাই দেখার।

টি২০ বিশ্বকাপ

২০২৩ সালে ভারতে যখন একদিনের বিশ্বকাপের আসর বসেছিল, তখন বহু কেন্দ্রে ম্যাচ হয়েছিল। কুড়ির বিশ্বকাপের আসরে ছবিটা বদলে যেতে চলেছে। বিসিসিআই ও আইসিসি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, দেশের বড় শহরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে বিশ্বকাপের ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত এমন সিদ্ধান্ত বহাল থাকলে ইডেন সহ দেশের সব কেন্দ্রেই অন্তত ৫-৬টি করে ম্যাচ পাবে। এখন দেখার, সেমিফাইনাল আয়োজনের যুদ্ধে ইডেনের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কিনা।

১০ ম্যাচ পর জয়হীন আর্সেনাল

লিভারপুলকে ৩ গোল ম্যান সিটির

লন্ডন, ৯ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জয়ে ফিরলেও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুঃসময় কাটছে না লিভারপুলের। রবিবার কোচিং কেরিয়ারে পেপ গুয়ার্দিওলার ১০০০তম ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৩-০ গোলে হারিয়ে দিল আর্নে স্লটের দলকে। এতিহাদ স্টেডিয়ামে ২৯ মিনিটে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড এগিয়ে দেন ম্যান সিটিকে। ১৩ মিনিটে তিনি পেনাল্টি মিস করেন। বিরতির আগে ব্যবধান ২-০ করেন নিকো গঞ্জালেজ। ৬৩ মিনিটে জেরেমি ডোকুর গোল ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করে সিটির। ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে তারা দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। সমসংখ্যক ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে আটে নেমে গেল লিভারপুল।

শনিবার টটেনহাম হটস্পারের সঙ্গে ২-২ ড্র করে ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিমের

> আজকে পুরো তিন পয়েন্ট ঘরে তোলা উচিত ছিল। তবে যেভাবে ক্যাসেমিরোদের উঠে যেতে হল এবং তারপর দুই গোল খেয়ে গেলাম। জেতা সম্ভব না হলে অন্তত হার বাঁচাতে হয়। সেটাই আমরা করেছি।
>
> **রুবেন অ্যামোরিম**

মন্তব্য, ‘আজকে পুরো তিন পয়েন্ট ঘরে তোলা উচিত ছিল। তবে যেভাবে ক্যাসেমিরোদের উঠে যেতে হল এবং তারপর দুই গোল খেয়ে গেলাম। জেতা সম্ভব না হলে অন্তত হার বাঁচাতে হয়। সেটাই আমরা করেছি।’ তিনি যোগ করেছেন, ‘বিপক্ষ চাপে আছে সেটা বুঝে আমাদের আরও আগে ম্যাচ শেষ করা উচিত ছিল।’ ১১ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ইউনাইটেড আছে ৭ নম্বরে।

অন্যদিকে, আর্সেনালের টানা ১০ ম্যাচ জয়ের দৌড় থামাল সাদারল্যান্ড এফসি। ম্যাচের ফল ২-২। ড্র করে ডিফেন্সের দোষ দেখছেন মিকেল আর্তেতা, ‘যে গোলটা খেয়েছি, তা আমাদের মানের নয়। ম্যাচ নিজেদের দখলে থাকলেও বক্সের ভেতর ডিফেন্ড করতে পারিনি আমরা। বিশেষ করে ওরা যখন ৬-৭ জনে আক্রমণে আসছিল।’ ড্র করলেও ১১ ম্যাচে

কোচিং কেরিয়ারের ১০০০তম ম্যাচে জয় পেয়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির পেপ গুয়ার্দিওলা।

২৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে গানাররা। বিপক্ষ দলের প্রশংসায় আর্তেতা বলেছেন, ‘এটা প্রিমিয়ার লিগ। প্রথম থেকেই জানতাম কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। অবশ্যই ওদের কৃতিত্ব দিতে হবে।’

চেলসির পরিষ্কার ৩-০ জয়ের রাস্তা খুলে দেন তাদের রাইটব্যাক মালো গুসতো। ৫১ মিনিটে প্রথম গোল আসে তাঁর হেডার থেকেই। চেলসির জার্সিতে ৫৮ ম্যাচ খেললেও এটিই প্রথম গোল ফরাসি ডিফেন্ডারের। ম্যাচের পর তাঁর মন্তব্য, ‘এখানে এসেছি কম সময় হয়নি। গোলের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষায় ছিলাম। তবে এটা সবে শুরু হল। খুব খুশি পরিবার এবং সমর্থকদের জন্য।’ জয়ের পর ২০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে চেলসি। তা নিয়ে গুসতো বলেছেন, ‘এটা নিঃসন্দেহে বড় জয়। আন্তর্জাতিক বিরতির আগে এই জয় প্রয়োজন ছিল। একইসঙ্গে প্রথম চারে উঠে এসেছি- যা আমাদের মূল লক্ষ্য।’

র‍্যাপিড চেস ১৬ নভেম্বর

কোচবিহার, ৯ নভেম্বর : সারা কোচবিহার দাবা সংস্থার পরিচালনায় শিবযজ্ঞ বয়েজ ক্লাবের একদিনের র‍্যাপিড দাবা ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাবের দুটো তলা মিলে দুশোজন দাবাড়ু খেলতে পারবে। আয়োজকদের তরফে নীহার হোড় জানিয়েছেন, চারটি গ্রুপ মিলিয়ে ২০০ জন দাবাড়ু অংশ নেবে।

বেল্ট পরীক্ষা

কোচবিহার, ৯ নভেম্বর : এমজেএন ক্লাব ক্যারাটে অ্যাকাডেমির ক্যারাটেকাদের বার্ষিক বেল্ট পরীক্ষা রবিবার কোচবিহারের এমজেএন ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল। পরীক্ষক ছিলেন শুভঙ্কর দে। ৯০ জন মেয়ে সহ মোট ১৫০ জন ক্যারাটেকা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। ক্যারাটেকাদের যোগ্যতা অনুযায়ী শংসাপত্র ও বেল্ট প্রদান করা হবে।

জয়ী কলকাতা

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : সর্বভারতীয় আন্তঃ সাই ফুটবলে রবিবার কলকাতা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে গুয়াহাটিকে হারিয়েছে। বিশ্ববাংলা সাই কমপ্লেক্সে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

রায়ো ভায়েকানোর বিরুদ্ধে লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ কিলিয়ান এমবাপে।

আক্রমণাত্মক খেলেও আটকে গেল রিয়াল

মাদ্রিদ, ৯ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের কাছে শেষ ম্যাচে হেরে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এবার লা লিগাতেও তারা হোঁচট খেল। অ্যাওয়ে ম্যাচে রায়ো ভায়েকানোর বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে রিয়ালকে ফিরতে হল। শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেলছিল রিয়াল। গোললক্ষ্য করে ৫টি শটও নেয় তারা। তবে ভায়েকানোর গতিময় ও প্রেসিং ফুটবলের বিরুদ্ধে রিয়াল গোলমুখ খুলতে পারেনি। ১২ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল শীর্ষেই আছে।

লিগে টানা চার ম্যাচে জয় তুলে নিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। শনিবার ঘরের মাঠে লেভান্তেকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে অ্যাটলেটিকো। ১২ মিনিটে আদ্রিয়ান ডে লা ফুয়েন্তের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় দিয়েগো সিমিওনের দল। ২১ মিনিটে ম্যানু স্যাঞ্চেজের গোলে সমতায় ফেরে লেভান্তে। তবে ৬১ ও ৮০ মিনিটে জোড়া গোল করে দলকে ৩ পয়েন্ট এনে দেন ফরাসি তারকা আতোঁয়া গ্রিজম্যান। ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে রয়েছে অ্যাটলেটিকো।

সঞ্জুর বদলে রাজস্থান চাইছে জাড্ডু-স্যামকে

জয়পুর, ৯ নভেম্বর : মাসখানেক পরই হতে পারে আইপিএলের নিলাম। তার আগে ট্রেড উইন্ডোকে কাজে লাগিয়ে চলছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির দল গোছানোর পালা। সেই লক্ষ্যেই উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসনের পরিবর্তে রাজস্থান রয়্যালস নাকি চাইছে চেন্নাই সুপার কিংসের দুই অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ও স্যাম কুরানকে। মাঝে অবশ্য শোনা যাচ্ছিল রাজস্থান সঞ্জুর বদলে জাদেজার সঙ্গে ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকে চাইছে। তবে পরিস্থিতি বদলের সঙ্গে তাদের চাহিদায় পরিবর্তন হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। আইপিএলে ১১ বছর রাজস্থানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সঞ্জু। তবে গত আইপিএলের পরই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দল পরিবর্তনের। অন্যদিকে, ২০২৩ সালে চেন্নাইয়ের খেতাব জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া জাড্ডু ১২ বছর ধরে সিএসকে পরিবারের সদস্য। স্যাম ২০২০ সালে চেন্নাই শিবিরে যোগ দেওয়ার পর মাঝে ২ বছর পাঞ্জাব কিংসের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তবে গত বছর ২.৪ কোটি টাকায় তাঁকে দলে ফিরিয়ে আনে সিএসকে।

কুডোয় ব্রোঞ্জ ইশিকার

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : সুরাটে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ কুডো ফেডারেশন কাপে ব্রোঞ্জ জিতেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব মিলনপল্লির ইশিকা রায়। সেখানে ইশিকা অনূর্ধ্ব-২১ ক্যাটাগোরিতে ৪৫ কেজি ওজনের কম বিভাগে নেমেছিল। এই জয়ের পর এশিয়া কাপ, বিশ্বকাপ সহ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে ইশিকা। ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তার কোচ সহদেব বর্মন এবং অঙ্কুর বর্মন।

ইশিকা রায়

ট্রফি নিয়ে কুকুরজান হাইস্কুল (উপরে) ও কালিয়াগঞ্জ ডালিমগাঁও হাইস্কুল। ছবি : অনীক চৌধুরী

সেরা ডালিমগাঁও, কুকুরজান

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : জেওয়াইএমএ মাঠে স্টুডেন্টস হেলথ হোমের জোনাল খো খো-তে রবিবার চ্যাম্পিয়ন হল কালিয়াগঞ্জ ডালিমগাঁও হাইস্কুল। রানার্স জলপাইগুড়ির মান্তাদারি হাইস্কুল। সেরা চেজার তামান্না হাসমিন। কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার কুকুরজান হাইস্কুল। রানার্স দক্ষিণ দিনাজপুরের কাঁটাবাড়ি আদিবাসী হাইস্কুল। সেরা রাইডার জলপাইগুড়ির মৃণ্ময় রায়। সেরা ডিফেন্ডার হন প্রীতম বর্মন।

এসপি রায় ট্রফি টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি কলেজ দল।

খেতাব শিলিগুড়ি কলেজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের এসপি রায় ট্রফি আন্তঃ কলেজ টেবিল টেনিসে পুরুষদের দলগত বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি কলেজ। রবিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে ফাইনালে তারা ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে ফালাকাটা কলেজের বিরুদ্ধে। শিলিগুড়ি দলের সদস্যরা হলেন সপ্তার্ষ চক্রবর্তী, মনোরূপ ঘোষ, সৌমিক বসাক, বিনীত প্রধান, সুমিত ঘোষ ও অনীক মণ্ডল। ফালাকাটা দলে ছিলেন বিশাল বর্মন, অরিত্র বর্মন, শিবা কার্জি, ময়ূখ কার্জি ও রাহুল সাহা। পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন সপ্তার্ষ। ফাইনালে তিনি ৩-১ গেমে অনীকের বিরুদ্ধে জয় পান। মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ি কলেজের সৃজনী বসু। ফাইনালে তিনি ৩-০ গেমে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের সায়োনিশা চাকিকে হারিয়েছেন।

দুই বিভাগে ফাইনালে ধূপগুড়ি

ধূপগুড়ি, ৯ নভেম্বর : পুলিশ পাবলিক ফ্রেন্ডশিপ কাপে ছেলেদের বিভাগে ফাইনালে উঠল ধূপগুড়ি থানা দল। সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে নাগরাকাটা থানা দলকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। নাগরাকাটার দীপক ওরাওঁ ও ধূপগুড়ির রাশেদ আলম গোল করেন।

অন্যদিকে, মেয়েদের বিভাগে ফাইনালে উঠেছে ধূপগুড়ি থানা। সেমিফাইনালে তারা ৪-৩ গোলে জয় পায় মেটেলি থানার বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ শুরু

ক্রান্তি, ৯ নভেম্বর : ক্রান্তি ক্রিকেট লাভার্সের ক্রান্তি প্রিমিয়ার লিগ রবিবার শুরু হল। পালপাড়ার মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে ক্রান্তি নাইট রাইডার্স ২৮ রানে ক্রান্তি স্টার ইলেভেনকে হারিয়েছে। প্রথমে নাইট রাইডার্স ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৬ রান তোলে। শুভ্রজিৎ ঘোষ ৬৬ ও মুস্তাফিজুর রহমান রিয়াজ ৫৪ রান করেন। জবাবে স্টার ৯ উইকেটে ১২৮ রানে আটকে যায়। মহম্মদ সিরাজ ৩১ রান করেন। ম্যাচের সেরা শুভ্রজিৎ নেন ২ উইকেট।

পরে রিফাত এন্টারপ্রাইজ ১৮ রানে আলম মোটরসের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে রিফাত ৯ উইকেটে ১১৬ রান তোলে। আজারুল হক ৩১ রান করেন। জবাবে আলম মোটরস ৫ উইকেটে ৯৮ রানে আটকে যায়। সোহেল হুসেন ৫৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা তাহের আলির শিকার ৬ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। সোমবার খেলবে ইউনিভার্সাল একাদশ ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ক্রান্তি।

সেরা ওয়াইবি

কোচবিহার, ৯ নভেম্বর : সিপাহিটারি অগ্রদূত সংঘের ৮ দলীয় সালেয়া খাতুন ও ভাগ্য বড়ুয়া ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার ওয়াইবি এফসি। রবিবার ফাইনালে তারা ৫-৩ গোলে আয়োজকদের হারিয়েছে।

ট্রফি নিচ্ছে মিনগ্লাস অ্যাকাডেমি। ছবি : সুশান্ত ঘোষ

চ্যাম্পিয়ন মিনগ্লাস অ্যাকাডেমি

মালবাজার, ৯ নভেম্বর : তেশিমলা যুব দলের ১৬ দলীয় ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল মিনগ্লাস অ্যাকাডেমি। রবিবার ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৪-৩ গোলে মালবাজার এএইচএনএস-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা সুরজ রাই। প্রতিযোগিতার সেরা বিবেক মুন্ডা।

ম্যাচের সেরা হয়ে হেমরাজ ভুজেল। ছবি : অনীক চৌধুরী

উত্তরের খেলা

চ্যাম্পিয়ন আরিয়ান, শুভাঙ্গি

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : ডুয়ার্স ওয়ারিয়ার্স ক্যারাটে অ্যাকাডেমির সপ্তম ডুয়ার্স কাপ ক্যারাটেতে ওপেন বিভাগে কাতাতে চ্যাম্পিয়ন হল আরিয়ান দত্ত। মেয়েদের বিভাগে সেরা শুভাঙ্গি রায়। ৪ বছর বিভাগে ছেলেদের কাতা ইভেন্টে প্রথম অভির দাস। মেয়েদের বিভাগে প্রথম হয়েছে আরাধ্যা সন্ন্যাসী।

জোড়া গোল হেমরাজের

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রুনু গুহঠাকুরতা ও সুভাষ ভৌমিক ট্রফি উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ ফুটবলে রবিবার দলসিংপাড়া ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-১ গোলে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির চাচা ব্যাটালিয়নকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা হেমরাজ ভুজেল জোড়া গোল করেন। দলসিংপাড়ার বাকি গোল দুইটি সজল মুন্ডা ও অর্পিত থাপার। জলপাইগুড়ির গোলস্কোরার রূপম রায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

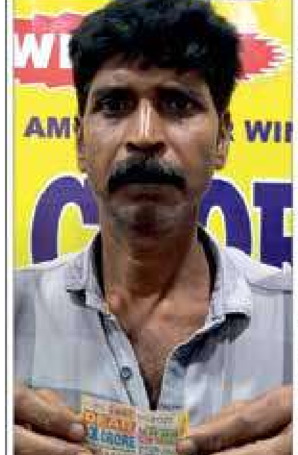

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন

বাসিন্দা সমর মাঝি - কে 26.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88D 61107 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে সত্যি অবিশ্বাস্য কিছু ঘটেছে। অল্প একটু বিনিয়োগেই আমি কোটিপতি হয়েছি। আমার আনন্দ বর্ণনা করার জন্য শব্দ অপ্রতুল। এখন মনে হচ্ছে নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে পারি, আরও বড় কিছু করতে পারি। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।